বাবুদার চিঠি—

প্রথম খণ্ড

শ্রীস্থনীতি রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
২৯।১এ, নিউ পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৩০শে জুন
১৯৩২

কলিকাতা,
নববিধান প্রেস ; ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীভবনাথ মুখার্জ্জি দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন

উৎসবময় যাঁর জীবন, যিনি জীবনে উৎসব সাধন করে', মরণকেও উৎসবে পরিণত করে, তাঁর প্রিয় নববিধানের সাধক, সেবক, প্রচারক, জ্ঞানী, কর্ম্মী, ভক্ত, নরনারী, বৃদ্ধ বালক যুবক সকলকে "উৎসব হ'য়ে এসো," "উৎসব হ'য়ে যাও" বলে কত আহ্বান করেছিলেন, নববিধানের সেই একনিষ্ঠ সাধক, সকলের শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়তম "নালুদা" (সাধু প্রমথলাল সেন) তাঁর জীবনে ছোট বড় যে সকল সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন, তাহার কয়েক খানি মাত্র এই খণ্ডে প্রকাশিত হইল। তাঁর সহজ সরল ভাষার মধ্যে যে এক অপূর্ব্ব প্রাণ-শক্তি ছিল, তাহা যাঁরা তাঁর উপাসনা প্রার্থনা-দিতে যোগ দিয়াছেন, তাঁরা সকলেই জানেন। তাঁর চিঠিগুলির মধ্যে তাঁর জীবনে পরীক্ষিত সত্যের কথাই তিনি লিখেছেন। নববিধানের সহজ মানুষের ভাষায় গৃহ-পরিবার, উৎসব, পরলোক, মণ্ডলী, কেশবচন্দ্রের পরিচয় ও তাঁহাকে গ্রহণ এই সকল বিষয়ে তিনি কত যে লিখেছেন, তার কিছু পরিচয় এই প্রথম খণ্ডের চিঠিগুলি হইতে পাওয়া যাইবে।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি চিঠি সংগৃহীত হয়েছে, তা প্রকাশ করিতে হইলে আরো দুই খণ্ড আগামী বৎসরের মধ্যে ছাপাইতে হইবে। যাঁরা অনুগ্রহ করে প্রকাশ করিবার জন্য চিঠিগুলি পাঠাইয়া দিয়া সঙ্কলনের কাজে সহায়তা করেছেন, তাঁরা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

তাঁরা যদি তাঁদের আত্মীয় বন্ধুগণকে, "নালুদার" আরো যে সব চিঠি এখনো অনেকের কাছে আছে, সে গুলি প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে এই কাজ সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

নববিধানের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে একনিষ্ঠ সাধকের স্থান কত উচ্চে, অথচ তাঁর যাঁরা শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র, তাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কত নিকট, প্রাণের যোগ কত গভীর, তাহার প্রমাণ এই চিঠিগুলির প্রত্যেক লাইনে পাওয়া যায়। এই সমন্বয় দর্শন, মনন ও ধ্যান যাঁর সমস্ত জীবনের সহজ সরল সাধন, তাঁর প্রিয় নববিধান যে উচ্চ যোগতত্ত্বের সংবাদ আনিয়াছে, তাহা যে সকল মণ্ডলী বা দলের সীমাকে অতিক্রম করিয়া উৎসবময়ী নববিধান-জননীর কোলের দিকে দেশবাসী ও বিদেশস্থ সকল নরনারীকে টানিয়া আনিতেছে ও আনিবে। অনেকেই তাহার পরিচয় এই চিঠিগুলি পড়িলেই পাইবেন ও উপকৃত হইবেন, এই আশা করিয়া "নালুদা'র চিঠি'" (প্রথম খণ্ড) প্রকাশ করা হইল।

সিমলা

সঞ্জলীর কাজ

নান্দুদার চিঠি

(১)

পাটনা

৩রা জানুয়ারী ১৯২৯

ভাই নির্ভর,

আমি পাটনায় এসে প্রথমে হরিদাসের বাড়ীতে উঠেছিলাম, সেখানে মাস দেড়েক থেকে পরেশ বাবুর বাড়ীতে এসেছি, আজ সকালে সুধেন সুনুকে এখানে নাবিয়ে দিয়ে গেলেন। এতক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা হ'ল. তোমার যে চিঠি আমার জন্মদিনের উপহার, তার যে কথাগুলি বাদ দিতে বলে ছিলে, তাই বাদ দিয়ে বাকি সুনুকে পড়ে শোনালাম। এবার বছরের প্রথম দিনে তোমার এই চিঠি পড়ি, কাল দ্বিতীয় দিনে নববিধানের গুণে কত কি পাওয়া গিয়াছে, যিনি মনে করিয়ে দিলেন, তিনি যেন বলে দিলেন, এবার নতুন বছরের **calendar** ট্যালেণ্ডার কিছুই নেই, ভাই প্রিয়নাথের একটী গান, আর নির্ভরের এই দান—আমি যে সব কথা শুনতে চাই, তাই তো লিখেছ। ওখানে যা দেখতে পাচ্ছ, তাই আরও ভাল করে দেখ—ওখানে যদি পাঁচটী লোককে মনের মত পাও, তার চেয়ে আর আনন্দের বিষয় কি আছে? এখানকার কথা ভুলে যাও, ওখানকার ভাই বোনদের যদি নববিধান জননীর কথা বলে মাতাতে পার, তাঁদের দিয়ে জননী যে কাজ করিয়ে নেবেন, তা কি আমাদের দিয়ে হবে? এখন আর কারু মুখাপেক্ষা করা কি

ভাল ? নববিধান যে ঋণে আমাদের ঋণী করেছেন, কে কত সেই ঋণ স্বীকার করি, তা পরিশোধ কর্ত্তে কত চেষ্টা করি, তার পরীক্ষা বছরে বছরে হয়ে, আবার এই বছর হবে। প্রস্তুতির (preparatory) এ কটা দিন ঐ পরীক্ষা বিশেষ করে হয়, যারা উৎসবটাকে বড় মনে করে, প্রস্তুতিকে ছোট মনে করে, তারা ক্রমে ক্রমে উৎসবকেও ছোট মনে করে, শেষে উৎসবও করে না, প্রস্তুতিও চায় না। আমরা অনন্তের সন্তান হয়ে, অনন্তের আলোকে, অনন্তের চোখে অতীতকে বর্ত্তমানকে ভবিষ্যৎকে দেখবো, গেল বছরের শেষ দিনে এই কথা বিশেষ করে মনে হয়ে ছিল ; তাই প্রস্তুতির প্রতিদিন মনে হতো, এখনও আমাদের কিছু হয় নি, অনন্ত নববিধানের কাছে অসংখ্য ঋণে ঋণী যারা, তারা হাজার হাজার টাকা শরীর মন প্রাণ সর্ব্বস্ব দিলেও যে ঋণ সেই ঋণ, তাই শোধ দেওয়ারও আদি অন্ত কই ? এক গঙ্গা কথা মনে আসছে, তার ভেতর এই কটা কথা লিখে এখন নিশ্চিন্ত হই।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ

(২)

পাটনা

১০ই জানুয়ারী ১৯২৯

ভাই নির্ভর,

এ mail এ তোমার কোনো চিঠি পাই নি– তাহলেতো তোমাকে হারিয়ে দিয়েছি, যৌবনে চিঠি লেখা সম্বন্ধে হার মানিনি—

মাঝখানে অন্য রকম, এখন বার্দ্ধক্যে (?) যদি তোমাকে হারিয়ে দিয়ে থাকি, এটুকু জেনে চলে যেতে পারলেও মন্দ কি? এখানে যে মেয়েদের Conference হয়ে গেল, ছুটু সুষমা যার পাণ্ডা ছিলেন, তার কিছু খবর ছুটু টুটুর কাছে পেয়েছ কিনা জানিনে—আমিত খবরের কাগজ পড়া বন্ধ করেও Congressএর weekএ কলিকাতায় কি হয় একটু দেখছিলাম, সেখানেও মেয়েদের Conference হয়েছে। কেউ কিছু কাগজ পত্তর তোমাকে পাঠিয়েছেন কি না জানিনে—আমি যা পাই, পাঠাতে চেষ্টা করব। তুমি যে লিখে ছিলে St. Paulএর বিষয় পড়ছ, খুব interesting লাগছে, আমিও যখন Manchester Collegeএ ছিলাম, Church History তে কত parallels আমাদের historyর পেতাম, তাই জিনিষটা living হত। তারপর যখনই পড়েছি, কত কি note কববার মত জিনিষ পেয়েছি। গেল বছরে যে সিমলে ছিলাম, তার আগের বছরেও St. Paul সম্বন্ধে যা পেয়েছি, তা কিছু কিছু note করেছি। আমি যখন Max Mullerএর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তিনি জিগ্‌গেস করে ছিলেন, "কি কর্ত্তে এখানে আসছ?" আমি যখন বল্লাম "Theology পড়তে," তিনি বল্লেন "The best study of Theology is the study of the history of Theology"—ভাল রকম history লেখা কি যাকে তাকে দিয়ে হয়? সরস্বতীর মনোনীত সেই কাজের জন্য inspired না হলে, হাবজা গোবজা যা তা লিখে history বলে পরিচয় দিলেইত history হবে না; বিশেষতঃ বিধানের লীলা লিখতে গেলে কি বল্‌তে গেলে, কেশবচন্দ্র, চিরঞ্জীব না হলে কি চলে? তুমি যখন নতুন করে Bible পড়তে

আরম্ভ করেছ, তখন কি Old Testament কি New Testamentএ নববিধানকে confirm করবার মত কতকগুলি বিশেষ কথা পাবে। আমার উপাসনা কি কথাবার্ত্তা যদি মনে থাকে, তার কিছু কিছু তার ভেতর মনে হবে। ওখানে তোমাদের schoolএর libraryতে, কি অন্য libraryতে ব্রাহ্মসমাজের বই কি কি আছে জানিনে; রাও বোধ হয়, তাঁর কতকগুলি বই দিয়ে এসেছিলেন। কি কি নেই জেনে সেগুলি কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হয়। এখন যামিনী কলকাতায়, তিনি গণেশ বাবু স্বপ্রকাশ প্রভৃতির সাহায্যে এই কাজটা কল্লে ভাল হয়। তুমি যদি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিষয় লিখ, তাহলে তাঁর আত্মজীবনী ছাড়া তাঁর জীবন-চরিত অজিত, ভবসিন্ধু প্রভৃতি যা লিখেছেন, তাও দেখা ভাল; তা ছাড়া তাঁর "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" "ব্রাহ্মধর্ম্ম" "মাঘোৎসব"এর উপদেশগুলি পড়া ভাল, তাঁর ছেলেদের ভেতরে তাঁর ছবি কি আকারে পাওয়া যায়, তাও দেখাতে পাল্লে মন্দ হয় না, বিশেষতঃ বড় ও ছোট ছেলে দ্বিজেন্দ্র ও রবীন্দ্র, তাঁর কোন্ দুদিক প্রকাশ করেন? রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে নতুন বই যা বেরোচ্ছে, তার খবর রাখছ কি? তাঁর সমসাময়িক যাঁরা, তাঁদের ভেতর খুব remarkable লোক ছিলেন, যেমন আমার প্রপিতামহ রামকমল সেন, সার রাধাকান্ত দেব, Christian Missionaries Carey, Marshman, এঁরা সব বাঙ্গালা দেশে কাজ করে ছিলেন; ঠিক সেই সময়ে বিলেতে Primitive Methodist conversion এর history যদি পড়, অবাক হয়ে যাবে। Carey, Marshmanএর lives ও Primitive Methodist conversionএর history

ওখানকার সকল libraryতেই থাকবার কথা। শেষের বইখানাতে thrilling অনেক জিনিষ পাবে—জীবন্ত ভগবানের জীবন্ত লীলার কথা মুঙ্গেরের আগে এমন করে লেখা পাব, আমি ত কল্পনাই করি নি—যখন আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই জানতাম, তখন যে Careyর মত লোক কত প্রতিকূল অবস্থার ভেতর কত কাজ করে গেলেন, যাতে দেশের হাওয়া বদলে গেল। ঠিক তখন Englandএ কত persecutionএর ভেতর মেয়ে পুরুষ উভয়েই ধর্ম্মের জিনিষ কত কি পেলেন—স্বর্গের অমৃত ভাই বোনে মিলে খেলেন—তুমি এখন এই সব নতুন করে খেয়ে, হজম করে, নিজে মোটা সোটা হয়ে, আর দশ জনকে খাইয়ে মোটা সোটা করে দাও।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ

(৩)

C/O Dr. P. N. Chatterjee
Bankipore P. O.
Patna
৫ই জানুয়ারী, ১৯২৯

ভাই সতু,

তোমার শেষ চিঠি "urgent" তাও পেয়েছি, Dr. Southworthকে বলো, ইংরেজীতে না লিখে লিখে এখন লিখতে গেলে আটকে যায়—যখন তাঁর চিঠি পেয়েছিলাম, তখন "না" বলে

জবাবটা মনে এসেছিল—এখনও সেই "না" কি করে লিখব ভাবছি—ঠিক হলেই জানাব।*

আজ অন্য বিষয়ে লিখছি—ওখানে 8th Januaryতে কি হবে? আমার মনে হচ্ছিল, এবার এই উপলক্ষে "সেবকের নিবেদন" (৪র্থ খণ্ড) থেকে "কর্ম্মযোগটী" ছাপিয়ে বিতরণ কল্লে কেমন হয়? নরেনকে সে বিষয়ে লিখলাম—তিনি যদি হাজার কতক অমনি ছাপিয়ে দেন—তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে কথা ক'য়ে দেখবে কি? জ্ঞানাঞ্জনকেও লিখলাম।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়

(৪)

C/O P. K. Sen, Esq.,
Patna

১৮ই মার্চ্চ, ১৯২৯

তোমাদের থিলিদিদির New York যাবার কথা যে লিখেছ, বোধ হয় যে বিষয়ে (Zoology) পণ্ডিত আছেন, সেই বিষয়ে

* আমেরিকার মিডভি'ল থিওলজিকাল স্কুলের ট্রাষ্টীরা ১৯২৮ সনে ভাই প্রমথ লাল সেনকে ডি, ডি, (Doctor of Divinity) উপাধি দান করিবেন স্থির করেন। ১৯২৮ সনের শেষ ভাগে বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ঐ উপাধিপত্র (diploma) লইয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কলিকাতায় উপস্থিত হ'ন। নালুদা শেষে পাটনা হইতে তাঁহাকে এই তার করেন: "Grateful but cannot accept degree."

আরও পণ্ডিত হবার জন্যে যাচ্ছেন—২১শে তো ওখান থেকে রওনা হবেন? তাহলে এ চিঠি পাবার পরও আমার কথা তাঁকে জানাবার সুযোগ হবে—আমার ইংরেজী লেখা অভ্যাস থাকলে হয়ত দুলাইন লিখতাম। তুমি তাঁকে বলো, পণ্ডিতদের জন্যে যা শেখবার শিখুন, আমাদের মত **layman**দের জন্যে এমন কিছু চাই, যা **shelf**এ তোলা থাকবে না, যে—সে পড়বে, আর শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ পাবে। যে সঙ্ঘের কথা তোমাকে লিখেছি, তিনি, Dr. Eno, Miss Bux তোমার সঙ্গে মিলে আমাদের সেই সঙ্ঘেরই ভগ্নী। New York থেকে Chicago যেতে কতক্ষণ লাগে জানিনে—আশা করি নির্ভরের সঙ্গে দেখা হবে—সেখানে মিললে নতুন কিছু হবে না?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(৫)

C/O Braja Kumar Niyogi Esq.,

Hazaribagh

৯ই এপ্রিল, ১৯২৯

নমস্কার,

এখানকার উৎসবের কিছু কিছু খবর আশা করি পেয়েছেন। স্বপু বাবুরা যে দিন ফিরলেন, সেই দিনই শুনলাম, বিষ্ণু বাবুও একেবারে চলে গেলেন—সে প্রায় এক সপ্তাহ হবে—এর ভেতর

ভেবেছিলাম, আপনার, কি অক্ষয় বাবুর কাছ থেকে ঘটনাটার আগে পরে কি হ'ল জানতে পারব—তাঁর ছেলে কি শেষ সময়ে আসতে পেরেছিলেন? এই উপলক্ষে আপনাদের একসঙ্গে উপাসনাদি কি কি কাজ হ'ল, জানতে ইচ্ছে করে—হাজারি বাবু কি প্রায়ই আসেন? ওখানে Good Friday কেমন হ'ল? আপনি সস্ত্রীক আশা করি ভাল আছেন। অক্ষয় কেমন?

আপনাদের

নালুবাবু

শ্রদ্ধেয় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ

(৬)

হাজারিবাগ

১৬ই এপ্রিল

১৯২৯

পরশু রবিবার নববর্ষের সকালে বিশেষ উপাসনায় তুমি থাকলে বেশ হ'ত—সতু ছিলেন, খড়্গ ও প্রেমাদিত্য—অবিনাশ গান কল্লেন বিকেল বেলা তোমাকে দুলাইন লিখলে হয় মনে হ'য়ে পেন্‌সিল কাগজ নিতে যাচ্চি, এমন সময় তোমার ৯ই তারিখের চিঠি, দেরাদুন থেকে লেখা, হাতে প'ড়ল—তখুনই খুলে পড়লাম—মা'র জিব আড়ষ্ট হ'য়ে যাচ্চে, একটা হাত অবশ—কাছে বসে দেখা, কিছু কর্ত্তে না পারা, কি কষ্টের, একটু একটু বুঝতে পারা যায়—এবার যে Good Friday মাকে নিয়ে হচ্ছে, এখনও চলবে, তাই ভাবতে ভাবতে New Testament খুল্লাম—"Count it all joy

when ye fall into diverse trials" বার কর্ত্তে গিয়ে কত কথা বেড়িয়ে প'ড়ল—তা আর এক খানা কাগজে টুকেছি—এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি—এবারে Good Fridayর দিনে বিশেষ করে মনে হ'য়েছিল না, Christ থেকে কত দূরে পড়েছ, আমারও মনের কথা তাই, Christএর কথায় যেন Christকে পাই: "Satan hath desired to have you: But I have prayed for thee that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren." যাঁ থেকে তুমি কত দূরে পড়েছ ভাবছিলে, তিনি তোমার কত নিকটে দেখ, তোমার জন্যে, আমার জন্যে, কত জনের জন্যে প্রার্থনা কচ্ছেন—"that our faith fail not"—কেশবও কি তাই কচ্ছেন না?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী স্থনিতী ঘোষ।

(৭)

Himalaya Brahma Mandir,
Secretariat P. O.
Simla, 1st June, 1929

ভাই অনুকূল,

আজ উপাসনার সময় তোমার শ্বশুর মহাশয়ের কথা মনে হচ্ছিল—গেল বছরে তাঁর সিমলে আসবার কথা ছিল না? আমি যখন কলকাতায় ফিরলাম—সকালে নবদেবালয়ের উপাসনায় তাঁকে পেতাম—তারপর সেই যে পূজোর সময় দেশে গেলেন—ফিরে এসে

পূজোয় মাতবেন বলে' গেলেন, তার পর আর দেখা নেই—আমিও সেই যে কলকাতা ছাড়লাম নবেম্বরের গোড়ায়, তারপর আর ফিরলাম কি ? কৃপাসুন্দরের কাছে শুনলাম, তোমার শ্বশুরের খুব অসুখ—তাই কি ? কেমন আছেন ? তোমার নিজের পরিবারের সকলে ভাল ত? আমি এখানে এসে যে উপকার পাব ভেবেছিলাম, তা কিছু কিছু পাচ্ছি—পা ফুলো দেরাদুনেও ছিল—এখানে দেখতে পাচ্চিনে—ডাল, রুটি, খিচুড়ি সবই খাচ্চি, হজমও হচ্চে—একটু একটু পাহাড়ের রাস্তায় উপরে উঠি, তা'তে ভালই বোধ হয়—এ সব ভাল লক্ষণ নয়? কিন্তু শরীর যে খুব মজবুত হচ্চে, তা তো বলতে পাচ্চিনে—একটু কিছু পরিশ্রম করতে গেলেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি। তোমার সেই P. K. L. এবার পায়ের jointএ লাগিয়ে বেদনা কমেছে—তার জন্যে তোমাকে আবার কৃতজ্ঞতা দি।

তোমাদের

নালুদা

পুঃ—বুড়ো তো ফিরেচেন—কীর্ত্তনের দল কেমন জমাট হ'চ্চে ?

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্র।

(৮)

Himalaya Brahma Mandir,
Simla.
9th July, 1929

ওহে অনুকূল ঠাকুর,

আমিও তোমাকে লিখব ভাবছি, আর তুমিও আমাকে লিখেছ দেখছি—আমার শরীর সম্বন্ধে কৃপাবাবুকেও যখন লিখেছ, তখন

আমি সে বিষয়ে কিছু নাই বা লিখলাম? তোমাকে যেমন My Sweet Ektara একখানা পাঠিয়েছিলাম, তোমার ভাই অমূল্যকেও একখানা পাঠিয়েছিলাম—তোমার খোল আছে, তাঁর harmonium আছে, যার যে যন্ত্র আছে এখন তা চাই—নববিধানের ঐক্যতান বাদন শোনাতে হবে—তোমরা দুজন যদি প্রাণে প্রাণে এক হ'য়ে নববিধানের গান গাও—আর বুড়ো টুড়ো তাইতে যোগ দেন—সেই গানের টানে কত প্রাণকে টানবে, কে জানে? এখন আর অভিমান ক'রে ঘরে বসে থাকবার সময় নয়—এখন সকলে মিলে নগর সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হবার সময়—তোমাদের ওখানে মত্ততার ঝড়ে আমাকে এখান থেকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে—এখন সেই সময়—ন্যান্নার কোন খবর নেই কেন? তোমার শ্বশুর মহাশয় কোথায়?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্র

(৯)

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির

সিমলে

৭ই আগষ্ট ১৯২৯, বুধবার

চির আদরের মণিকা,

যাঁদের কথা মনে মনে হচ্ছে, কাগজে কলমে ভাব প্রকাশ না হ'লেও উপাসনার সময়, আরাধনা ধ্যান প্রার্থনার ভেতর যাঁদের সঙ্গে দেখা শুনো হয়, তাঁদের হাতের লেখা দেখলে কি মনে হয়,

তা কি বুঝিয়ে দেওয়া যায়? আর দুদিন পরে হয়ত এ চোখে আর দেখবে না, এ হাতে আর লিখবে না—তখন কি হবে? নববিধানে কি সেই সাধন আসে নি, যা'তে এখানেই যে যেখানে থাকিনে কেন, সেই দেখা শুনা হয়, যা এখান থেকে চলে গেলে আরও ভাল ক'রে হবে? যখন নতুন বিশ্বাসী ভক্ত বলেন—"হে দীনবন্ধু, হৃদয় দ্বারে দ্বারস্থ, তুমি, সর্ব্বদা দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিতরে আসিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ। তোমাকে যেন হৃদয়ে আসিতে দি। তোমার হৃদয় তুমি লও। তোমার সঙ্গে বসা, দাঁড়ান, কথা কওয়া, দেখা করা, সকলই নূতন হইতেছে। নূতন নূতন চমৎকার চমৎকার সাধন-প্রণালী ইহার ভিতর হইতেছে।" তখন তাঁর প্রাণের ভেতর তুমি আমি ছিলাম না কি? এখনও কি তিনি আমাদের ভেতরে থেকে সেই প্রার্থনা ক'চ্চেন না? তা না হ'লে গেল রবিবারের আগের রবিবারে এ গান গাইতে কে বল্লে? "নূতন বিধানে কাহার আদেশে উঠেছেরে জয়গান? নবযজ্ঞের অনলে কে দিবি আপনারে বলিদান! কে আজ রয়েছে দুয়ারে দাঁড়ায়ে, মোহন বেশেতে সাজি—আমাদের তরে, আমাদের ঘরে জননী এসেছে আজি।" সে দিন তাঁর "অভিন্নহৃদয় পরিবার" থেকে প্রার্থনা হ'ল, "একজন এ দেশে, একজন অন্যদেশে থাকলই বা—একপ্রাণ হইবে। নববিধান আসিলে হইবে। আমরা পাঁচজন নববিধানের লোক হ'য়ে কত তফাৎ হ'তে পারি, তার উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়েছি। এ সব তো ঢের দেখলাম, এখন প্রাণের সাধ যা, তা পূর্ণ কর। এক প্রেম-পরিবার কর। ঠাকুর, কেউ আপনার নয়, তুমি যাদের এক কর, তারাই আপনার। সব

মুখ এক মুখ হবে। যেখানে থাকুক সকলের নাড়ী, এক নাড়ী হবে। সকলের প্রাণ এক হবে।" সেই রবিবারে সেই উপাসনার পর যে তিনখানা চিঠি পেলাম, তার একখানা তোমার হাতের লেখা মনে হ'ল—না পড়ে' আমার যা মনে এল লিখলাম—এখন তো এক এক দিন এক এক গঙ্গা কথা মনে আসে—সকালে উপাসনায় কিছু বেরিয়ে যায়, যামিনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আরও কিছু, তা ছাড়া যা আসে তা কোথায় যায়? সেই সঙ্ঘের কথা মনে আছে ত? সে সময় লক্ষ্ণৌয়ে কত গরমের ভয়—কিন্তু সব কেমন অনুকূল হ'য়ে গেল—মন খুল্ল, হাত খুল্ল—কি রকম ভাঙ্গা শরীর মন নিয়ে তোমার দিদিরা গিয়েছিলেন মনে আছে? আর কি রকম শরীর মন নিয়ে ফিরে গেলেন? সে সব মনে হ'লে কি চোখে জল আসে না? তার পর ১৫ বছর হ'য়ে গেল—শরীর মন আরও কত ভেঙ্গে গিয়েছে—কিন্তু যাঁর কৃপা অহৈতুকী তাঁর আর ভাবনা কি? তিনি সেই কৃপার গুণে তাঁর নববিধানে আরও কি নতুন লীলা দেখাবেন, তা আমাদের আগে থাকতে জানতে দেবেন কেন? Jubilee Jubilee বলতে বলতে ক'জন এই "নবযজ্ঞের অনলে আপনাকে বলি" দিতে প্রস্তুত, তাই দেখছেন কি? না, যেমন দেখছেন, আর সেই সঙ্গে নতুন আশা, বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসা দিয়ে আমাদের প্রস্তুত ক'রে নিচ্চেন?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ

(১০)

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির
সিমলে
২২শে আগষ্ট, ১৯২৯

উৎসবের নমস্কার,

সিদ্ধেশ্বর চিঠি লিখলেন—কলকাতায় তাঁর খুব অসুখ হ'ল, তাই পাটনা হ'য়ে এলাহাবাদে আসবেন—আপনার সঙ্গে মিলে কিছু কাজ করবেন—তাঁকে পাটনার ঠিকানায় যে চিঠি দিয়েছি তার জবাব এখনও পাইনি—আপনার ওখানে আসবেন শুনে তাঁর নামে একখানা "**Behold the Man**" **card** আপনার **card**এর ভেতর দিয়েছি—আজ আর একখানা পাঠাচ্ছি—এখানে যে রকম ঠাণ্ডা বোধ হচ্চে, আমার আর বেশী দিন থাকা সুবিধে হবে না—যদি সুবিধে হয় জন্মাষ্টমীর পর এখান থেকে বেরোতে চাই—যদি দেরাদুনে না যাই, আর খবর পাই যে আপনি এলাহাবাদে সিদ্ধেশ্বরকে নিয়ে কাজ ক'চ্চেন, তাহলে ঐখানে যামিনীকে নিয়ে নেবে যাই—কিছু কাজ হ'তে পারে।

আপনাদের
"নালুবাবু"

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১১)

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির
সিমলে
৩০শে আগষ্ট, ১৯২৯

নমস্কার,

পরশু জন্মাষ্টমী হ'ল—তার আগে রবিবারে ভাদ্রোৎসবে দেরাদুন থেকে হরেন এসেছিলেন—আপনার **telegram** ও চিঠির

মর্ম্ম তিনি দেখে গিয়েছেন—জ্যোতিলালের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যদি এলাহাবাদে যাবার আগে দেরাদুনে যাওয়া ভাল মনে করেন তাই জানাবেন—তা জেনে এখান থেকে বিদেয় হ'তে হবে। **Behold the Man series**এর যে ক'খানা **cards** পাঠিয়েছি, তা ঠিক পৌঁছেচেত? ওখান থেকে একখানা বা'র কল্লে কেমন হয়? আপনি সেই যে ঈশ্বর-দর্শন সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রেছিলেন, সে সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের যে একটি প্রার্থনা আছে, তা' **copy** করিয়ে পাঠাচ্ছি। যদি ওখানে ছাপিয়ে বিলোনো মত হয়, তা হ'লে ঐটি রাখবেন—তা না হ'লে ফেরত ডাকে ফিরিয়ে দেবেন কি? আপনার **library**তে ত্রৈলোক্যনাথের "পথের সম্বল" আছে বলে বিশ্বাস—তাঁর "বিধান ভারত" আছে কি? সিদ্ধেশ্বর যে "ব্রাহ্মিকাদের প্রতি উপদেশের" **list** ক'রেছিলেন, তা তাঁর কাছে আছে কি?

আপনাদের

"নালুবাবু"

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১২)

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির

সিমলে

১৪-৮-২৯

কাল যে সব চিঠিগুলি খুলে প'ড়লাম, তার ভেতর তোমার দুখানা ছিল—কাল আবার তোমার কাছ থেকে পটল, লেবু ও লেবু কাটিবার ছুরি এ'ল—তুমি হারিয়ে দিতে পারবে দেখছি—

আমার পেটুকতা নিবারণ না করে, তার সহায়তা করে তুমিও না পেটুক হ'য়ে যাও—সে বিষয়ে যদি হারিয়ে দাও তা'তে ভাবিত হবার কারণ থাকবে—কিন্তু শেষ চিঠিতে যে একা একা উপাসনা ক'রে উপকার পা'চ্ছ, সে বিষয়ে হারিয়ে দিলে আমাকেও এগিয়ে দেওয়া হবে—এখন এই সাধন আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ করে' করা চাই—আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা, এমন হওয়া চাই যে when I am lifted up I see my brothers and sisters are lifted up too—এবারে ওখানে নিজের ঘর পেয়ে ও নির্জ্জনতা পেয়ে তোমার তাই খুব ক'বে হোক।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(১৩)

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির

সিমলে

৭, ৯, ১৯২৯

অসংখ্য নমস্কার,

আমায় যা লিখেছেন—প্রশান্তকে যা লিখেছেন ও পাঠিয়েছেন সব পড়া হ'য়েছে—এই রকম উঠে পড়ে' লেগে থাকলে রাবণ বধ হবে না কেন ? আরও ভেতর থেকে উৎসাহ উদ্যম আসুক—দুজন চারজন করে' অনেক জনকে ভাসিয়ে নিয়ে থাক্—সেতুবন্ধ হবে, সীতা উদ্ধার হবে—আমাকে আপনাকে আরও কাউকে কাউকে

বাঁচিয়ে রাখার মানে আর কি? কাল এখানে উপাসনা ক'রে পরশু দেরাদুনে যাবার কথা—একেবারে নীচে না নেমে সইয়ে সইয়ে নাবাই ত ভাল—বিশেষতঃ জ্যোতিলাল হরেন প্রভৃতি যে সব ভাই বোন সেখানে আছেন, তাঁদেরও জাগান উচিত। Dehra-Dun এর Card কাল আপনাকে পাঠিয়েছি, আপনাদেরটা কখন বেরোবে? এর পরেই বেরোলে ঠিক হয়—আমাদের জন্যে অপেক্ষা করলে দেরী হ'য়ে যাবে। যেখানে যেখানে দুচার জন ভাই বোন আছেন, সেই সেই থান থেকে এক এক খানা ক'রে Behold the Man বেরোলে, ক্রমে ক্রমে জাল বিস্তৃত হ'লে কতজন তা'তে পড়বে, কে জানে? হৈ চৈ করবার দরকার নেই। সিদ্ধেশ্বর বেশ সেরে উঠেছেন ত? বাড়ীর সকলে ভাল, আশা করি।

আপনাদের

"নালুবাবু"

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৪)

দেরাদূন

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

অনেক অনেক নমস্কার,

এখানে এসে এই প্রথম চিঠি আপনাকে লিখছি—শরীর মহাশয়কে নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েছি......এ সময়ে ডাক্তার কাছে না থাকলে যে গৃহস্থদের অতিথি হব, তাঁদের মুস্কিলে ফেলা হবে। যামিনী জিনিষ পত্তর রেখে গিয়েছেন, আজ একটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হ'য়ে

গেলে কাল জানা যাবে, কবে নাগাদ আসতে পারবেন—যদি ফিরতে সত্যি দেরী হয়, তাহলে আমার কি করা উচিত, জ্যোতিলালের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে জানাব। Beholdএর দ্বিজদাস বাবুর যা লেখা, তার proofতো অনেকদিন হ'ল দেওয়া হয়েছে—Press থেকে তৈয়ারি forms এখনও পাওয়া যায়নি—অন্য matter এবং copyও অনেকদিন হ'ল দেওয়া হ'য়েছে—তার proofs এখনও পাওয়া যায় নি। পূজোর ছুটী কবে থেকে আরম্ভ? এখানেও দুএক দলের আসবার কথা আছে। সিদ্ধেশ্বরের চিঠিও এই মাত্র পেলাম—তিনি অক্টোবরের প্রথমেই চ'লে যেতে চান কেন? আমরা সিমলে থেকে চলে' আসবার পর আর কি Materials প্রশান্তকে দিয়েছেন? Paramhansa and Keshub সম্বন্ধে লেখা যদি পূজোর ভেতর বেরোয়, সময়োপযোগী হয়—প্রশান্তকে সে বিষয়ে তাড়া দিলে হয়। সমস্ত বই পরে বেরোলে চলবে—এখন ছোট ছোট এক এক খানা বই বেরোলে মন্দ হয় না। কি বলেন?

আপনাদের

"নালুবাবু"

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৫)

দেরাদূন

১৯, ৯, ১৯২৯

নমস্কার,

আপনিও যে D. N. Mukerji মহাশয়কে ধরেছেন, বেশ করেছেন—তাঁকে অনেকবার তর্জ্জমার কথা বলেছি—এক আধটা

প্রার্থনা ক'রেও নিয়েছি—তারপর যে সেই—এখন আবার আপনার তাকাদায় যে জেগেছেন, আর ছাড়বেন না। তবে তর্জ্জমা সম্বন্ধে matter বুঝে করাই ভাল—যে জন্মদিনের প্রার্থনাটা নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করেছেন, সেটার spiritএ ঢুকতে না পেলে তর্জ্জমা না করাই ভাল—যে difficulties আপনি দাগ দিয়ে জানিয়েছেন, তার কোনোটাই থাকে না—এ বিষয়ে দেখা হ'লে কথা হবে। তিনি এখন যে যে প্রার্থনার তর্জ্জমা করতে পারেন ক'রে যান—জিনিষটা হ'য়ে গেলে সমালোচনা সম্ভব হবে। যামিনীর সঙ্গে "জীবনবেদের" তর্জ্জমা ক'ত্তে গিয়ে যা শেখা গিয়াছে তা এই যে, "উপদেশের" চেয়ে কেশবচন্দ্রের "প্রার্থনা" গুলি তর্জ্জমা করা শক্ত—তাই বিশেষ বিশেষ প্রার্থনা সম্বন্ধে খুব সাবধান হ'তে হয়—জন্মদিনের প্রার্থনাটি সেই রকম।

শরীর সম্বন্ধে এর আগের চিঠিতে যা লিখেছি, তারপর নতুন ওষুধ নিয়ে কাজ হচ্চে—খাওয়া দাওয়াও বদলান হয়েছে—এখন ডাক্তার চোখের ওপর আমাকে রেখে দেখছেন ব'লে সুবিধে হচ্চে, তা'তো সব যায়গায় আশা করতে পারিনে—তাই এখানে আরও দুদিন থেকে ওষুধ পথ্য ঠিক ক'রে নিয়ে বেরোতে চাই।

আপনাদের

"নালুবাবু"

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৬)

C/O Major J. L. Sen
Dehra-Dun
21. 9. 1929

ওহে সত্যানন্দ,

তুমি হাজারিবাগ থেকে এলাহাবাদে যে চিঠি লিখেছিলে, তা এইখানে পেলাম—সেই সঙ্গে জ্ঞানবাবুর ও তোমার নির্ম্মলদার স্ত্রীর চিঠিও পেলাম—তোমার মাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরেছ—ডাক্তার দেখিয়ে তাঁর চোখের গতি হ'ল কিনা পরে বোধ হয় জানাবে—তোমার যে বেরিবেরির মত কি হ'য়েছিল, তা গিয়েছে ত? Jubilee সম্বন্ধে কি কি কাজ কি ভাবে হবে, জানতে ইচ্ছে হয়—দেবেন যে "বিধান ভারত" ছাপিয়ে (reprint) দিতে রাজি হয়েছেন, সেটা একটা মস্ত কাজ—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে' ছাপাতে পারলে তাঁকে একটা ভাল prize দেওয়া উচিত—দেখলেই লোকের পড়তে ইচ্ছে হবে, পয়সা দিয়ে কিনে ঘরে রাখতে ইচ্ছে হবে। Cooperative volumeএ কে কে লেখা দিয়েছেন, কে কে দেন নি, জানলে তাঁদের খুঁচিয়ে দেখা যায়। তোমাদের Forumএ লোক জন যে আসছেন, তাঁদের কি এই সব বইয়ে interest করান যায় না? তুমি যে লিখেছিলে, ছোট ছোট (cards) করে' যা ছাপানো হ'চ্চে, তা coordinate কল্লে হয় না—সে কি রকম? আমার শরীর পাহাড়ে যা ছিল, এখানে তা নেই—আবার নতুন করে' তাঁর সেবা আরম্ভ

হ'য়েছে—অনেক সময় তা'তেই যায়—নির্ম্মলের ছেলের ভাল নাম কি? ডাক নাম তো georgie? প্রেমাদিত্যের ঠিকানা জান কি?

তোমাদের
নালুদা

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়

(১৭)

C/O Major J. L. Sen
দেরাদুন
২৩, ৯, ১৯২৯

অনেকদিন তোমার চিঠি পাইনি—আমিও লিখিনি—এখানে যে দু হপ্তা হ'ল এসেছি, সে খবর পেয়েছ কি? আসার দুদিন পরে তোমার যামিনীদা হাইদ্রাবাদের উৎসবে গেলেন—এখনও ফেরেন নি। আবার তোমার দিদির অসুখ শক্ত বলে' ছুটে এসেছেন শুনলাম। হরেন রাত্রিতে আমার কাছে থাকেন—সন্ধ্যার সময় যে উপাসনা হয়, তা'তে এ বাড়ীর সকলকে পাওয়া যায়।—তোমার নির্জ্জনে উপাসনা কেমন এগোচ্ছে? খাতায় অনেক কিছু লেখা হচ্ছে ত? "প্রকৃত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজ" সম্বন্ধে যে সব কথা সংগ্রহ ক'চ্চ, তা কতদূর এগোলো? Jubileeর ভেতর বই বেরোতে পারে কি?

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(১৮)

দেরাদূন

২৬, ৯, ১৯২৯

এই মাত্র তোমার চিঠি পেলাম—পড়লাম—ও তার জবাব দিতে বসলাম—এ রকম বড় হয় না ? Miss Bux ও 'থিলিদি'র কথা জানতে চেয়েছিলাম—জানতে পেলাম। প্রশান্তবাবু সিমলেতে কি বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন, জিজ্ঞেস করাতে তোমার যামিনীদা suggest করেছিলেন—Challenge of the New Social Order—সেই বিষয়েই বলেছিলেন—Navavidhan এ বেরোলে দেখতে পাবে। "প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ" মানে পৃথিবীতে স্বর্গ—তোমার পাঠের ফল যদি Miss Buxকে বল, আর তিনি সেই বিষয় লেখেন, স্বদেশী জিনিষ হয়—The New Social Order in the light of the New Dispensation তুমি ও তিনি দুজনে মিলে study ক'রে তার ফল যদি দেশকে দাও, তা'তে দেশের ও জগতের লাভ—সে বিষয়ে লিখতে গিয়ে William James টেম্‌স্ এসে পড়ে ভাল—না হয় ত টেনে আনবার দরকার নেই। তোমার নির্ভরদিয় বিষয় থিলিদি যা বলেছেন, তা অনেকটা সত্যি—আমি তাঁকে নবেম্বরের আগেই চলে আসতে লিখেছিলাম—তা সম্ভব নয় লিখেছেন—থিলিদিকে ও Miss Buxকে আমার নমস্কার দিও।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(১৯)

দেরাদুন
৫, ১০, ১৯২৯

ভাই সতু,

এখন বোধ হয় তোমরা সব যে যেদিকে বেরিয়ে পড়বার বেরিয়ে পড়েছ, এই ভয়ে তোমাকে খড়্গাকে আরও কাউকে কাউকে লিখিনি, আজ তোমার চিঠি পেয়ে সাহস ক'রে এই চিঠি লিখছি। দেবেন "বিধান ভারত" ছাপানো সম্বন্ধে পেছোচ্ছেন শুনে যেমন দুঃখু হয়, "বিমলদা" যোগ (Yoga) ও দুর্গাপূজা সম্বন্ধে লেখা ছাপাতে উৎসাহী হয়েছেন শুনে সুখ হয়। গেল বছরে পুজোপলক্ষে "আমার মা" ছাপা হয়েছিল—তার কিছু বোধ হয় আছে—এবারেও বিক্রী ও বিলি ক'ল্লে হয়। ইংরেজীতে কিছু ঐ বিষয়ে লেখা হয়—সেই সঙ্গে Keshub and Ramkrishnaর বিষয়ও লেখবার জন্য প্রশান্ত বাবুকে materials দেওয়া হয়েছে—এই মাসে যদি কিছু বার ক'ত্তে পারেন timely হয়—হাকু বোধ হয় এই মাসে ইংরেজী "জীবনবেদ" বার করবেন। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল যে, তোমাদের forumএ a series of talks or lectures on the *Jeevan Veda* এই সময় দেওয়া হয়—কিন্তু lectures গুলির General title হবে "Behold the Man"—আসছে মাসে (November) দ্বিজদাস বাবুর বইয়ের সঙ্গে আরও কিছু বেরোন চাই। তার পরের মাসে "মুঙ্গের" সম্বন্ধে বাংলা ও ইংরেজীতে ছোট ছোট বই বের করা শক্ত নয়। জ্ঞানবাবু ও সিদ্ধেশ্বর বাবু

যে rateএ materials দিচ্চেন, প্রশান্তবাবু যদি সেই rateএ এই ছুটীর ভেতর বই (booklets) লিখে ফেলেন, এ তিন মাসে খান ছয়েক বই বেশ বেরোতে পারে—এই সঙ্গে তোমার "বিমলদাও" যদি তাঁর লেখা (in English and Bengali) collect ক'রে ছাপান, তাহলে আরও যিনি যা সংগ্রহ কচ্চেন, তা বেরিয়ে যেতে পারে। নিরঞ্জনও কত কি করবেন বলেছিলেন—কি হল ? পূজোর ছুটীতে কলকাতায় যাবেন না কি ? জ্ঞানবাবুর ওখানে বোধ হয় পূজোর সময় ভিড় হবে—তিনিও দুদিন পরে যেতে বলেছেন—তা ছাড়া এখানে জ্যোতিলাল কাছে থেকে ঔষধ পথ্য যেমন ব্যবস্থা ক'চ্চেন, তা সব জায়গায় সম্ভব নয়। হাওয়াও বেশ ঠণ্ডা। Diary সম্বন্ধে তোমার ছাপানো card পেয়েছি—যে উক্তি গুলি তুলে দেওয়া হয়েছে, তার references দিতে পাল্লে মন্দ হয় না—তা ছাড়া নববিধান সম্বন্ধে দুচারটে মাতানে গান ও তার ইংরেজী তর্জ্জমা দিলে কেমন হয় ? Fifty years before and fifty years after the Navavidhan এই heading দিয়ে দেশের ভেতর ও বাইরে যে সব remarkable events হয়েছে, তার বিষয় কিছু থাকতে পারে। এখন এই পর্য্যন্ত। বিমলদার বোনের operation হল কি না—হবার পর কেমন আছেন, এখনও জানতে পাই নি। তোমার ছোটকাকা কোথায় ? নন্তুদের কোনো খবর পাও কি ?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়

(২০)

84, Upper Circuar Road, (Calcutta)
20 September, 1928.

ভাই নির্ভর,

চিঠি খানা রেখে দিলে শেষে যে টুকু লেখা হয়েছে তাও যাবেনা। সেই ভয়ে আরও কিছু লেখবার থাকলেও কালকের চিঠি কালই পোষ্ট করব। তারপর যখন মনে হল, আজকেও চিঠি দিলে যাবে—Port Saidএ পাবার আশা আছে, তখন আরও কতকগুলো কথা রাত্রে মনে এল। এখন লিখছি, French Steamerএ Libraryতে পড়বার মত বই কি কি পেলে, তা যেমন জানতে ইচ্ছে কচ্ছে, তেমনই ভাবের ভাবুক দু একজন fellow passengers পেয়েছ কিনা, তাও জানতে চাই। "The spirit of St. Francis de Sales" বইখানা কাছে থাকলে কি কত্তে জানিনে। তবে আমার এক সময় French শিখতে ইচ্ছে হয়েছিল। ঐ রকম কতকগুলি Saintsদের (সাধু ও সাধ্বী) বিষয় আরও ভাল করে জানবার জন্যে Paul Sabatierএর Life of St. Francis of Assisi দেখেছ কি? তাঁর সঙ্গে প্রথমে চিঠি লিখে আলাপ হয়। তারপর Berlinএ Congressএ দেখা। এক সঙ্গে ছবি তোলা হয় East and West, আমার তো চিঠি পত্তর লেখা অনেক দিন থেকে বন্ধ। তাঁরও কোন খবর পাইনি। বোধ হয়, বেঁচে আছেন। যদি কোনও সূত্রে দেখা হয়, আমার কথা বলতে পার। Miss Anna Stoddmt বোধ হয় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করে দেন। তিনিও ইংরেজীতে

St. Francis of Assisiর Life লেখেন। তিনি Englandএ ছিলেন। এখনও বেঁচে আছেন কি না, জানিনে। Franceএর সঙ্গে Saintsদের ভেতর দিয়ে বিশেষ যোগ। তাই মনে হচ্ছিল, তুমি যখন Franceএর ভেতর দিয়ে যাবে, যদি সময় পাও, সেই দিক থেকে নূতন পরিচয় কি হল জানাও। Franceএর সঙ্গে Italy ও Spainএর কথা মনে হয়। St. Yeresa তো Spain এর মেয়েদের ভেতর তাঁর মত সাধ্বীর জীবন তোমার হাতে দিয়ে আমি মনে মনে ভাবছিলাম ঠিক, জায়গায় আছে। তুমিত বইখানা এখানে রেখে গেলে। জাহাজে সে রকম বই আছে কি? কাল সন্ধ্যার সময় অনুকূল এখানে এসেছিলেন। মাদ্রাজের বন্ধুদের আদর অভ্যর্থনার কথা শুনে আনন্দ হল। এই সুযোগে তাঁদের সঙ্গে পুরাণো সম্বন্ধ নূতন হল। তার ফল তুমি আমেরিকা থেকে ফেরবার আগেই বোধ হয় কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যাবে। সেখানে আমার পাগলা বন্ধু J. E. Howlএর সঙ্গে যামিনী, সতু, রাও, বিনয় প্রভৃতি কারু দেখা হয়নি। যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়, কি রকম পাগলামি এখন করেন, খবর পাওয়া যাবে। কিছু-কাল আগে খবর পেয়েছিলাম, Hobo Newsএর Editor—Hobo Collegeএর Principal—যামিনী টামিনীর সঙ্গে দেখা হলে খবর নিতেন। তাঁর বিষয় তোমাকেও বোধ হয় কিছু কিছু বলেছি। আমাদের সঙ্গে যখন Oxfordএ পড়তেন তখনই তাঁকে অদ্ভুত বলে সব লোকেই জানত। তাঁর বাবা Millionaire—তাঁর দেওয়া এক পয়সাও নেন নি। তাই কাগজে বেরুলো "The Man who refused a Million Dollars" আর দেশ বিদেশ থেকে লোক

তাঁকে দেখবার জন্যে আসত। Meadvilleএর মাষ্টারেরা তাঁকে The Leader of the Unemployed বলে বর্ণনা কত্ত। এখানে উৎসবের সময় সেই যে Bill Simpson এসেছিলেন, খুব খেয়েছিলেন, সেই ধরণের কতকতটা।

স্কুলের খবর বোধ হয় শরৎ বাবু, সরযূ প্রভৃতির কাছে পাচ্ছ? নূতন Principal এখনও আসেননি। বিধান এসেছিলেন। তাঁকে স্কুলে আরও interest করবার জন্যে মাঝে মাঝে লিখবে বোধ হয়। সেই সঙ্গে—লিখতে পাল্লে বেশ হয়। ওখানে যাতায়াতে এখানকার যে যে বন্ধন আল্‌গা হয়ে গিয়েছিল, তা আবার দূর হতে পারে। আবার নূতন নূতন বন্ধনের সৃষ্টি হতে পারে। চিঠি লেখাতে যেটুকু হারিয়ে দিয়েছ, তার চেয়ে আরও বেশী হারিয়ে দিতে হবে। নিরঞ্জন কেমন আছেন? তিনি বোধ হয় French জানেন। তা হলে জাহাজে নূতন লোকের সঙ্গে আলাপ করার সুবিধে হবে। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ

(২১)

84 Upper Circular Road (Calcutta).
4th October 1928

ভাই নির্ভর,

আজ Mrs. Booth, Mother of the Salvation Armyর দিন। এই দিনে তোমাকে মনে পড়ার ভেতর কিছু আছে বোধ

হয়। সেই যে Simla থেকে একটা লেখা পুরাণো New Dispensation থেকে যামিনীকে দিয়ে type করে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, সেটা এখানে পড়তে সময় পাওনি, জাহাজে কি পেয়েছিলে? "The Lady Soldier." প্রতাপবাবু মহাশয় তখন Lucknowএ ছিলেন। লেখাটা সেখানকার ও তাঁর বলে মনে হয়। তোমাকে পাঠাবার বিশেষ কারণ বোধ হয় বুঝতে পেরেছ। আমাদের পরের যুগের (generation) যে সব মেয়েদের দেখছি, তার ভেতর নববিধানের নিশান নিয়ে বেরিয়ে পড়তে প্রথমে তোমাকেই দেখলাম। এখন যিনি Salvation Armyর General, তাঁর Echoes and Memories ওখানে বোধ হয় পাবে। "The Call and Ministry of Woman" অধ্যায়টী পড়ো—আরম্ভে যথেষ্ট opposition হয়ে ছিল। শেষে "Woman has won her place in the Army. She has won a very wonderful place in the world by means of the Army. The Army of course has taken no part in the political struggle, but in the realms of the fight, the hand of the salvation woman, both officer and soldier, has helped to carry the former to victory. The woman who marched at the head of the little bands of despised salvationists in years gone by were accustoming the public mind to the spectacle of woman in command, of woman taking an active unshrinking

share in public duty, and overcoming by the grace of God her supposed inferiorities. Thus we may truly say that we were opening a door through which woman might carry the message of Love and Life to multitudes who would never receive it save from a womans life. That door will never again be shut."

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ

(২২)

পাটনা

২৬শে নভেম্বর, ১৯২৮

ওহে সত্যানন্দ,

আশাকরি, যামিনীদা'র সঙ্গে আজই দেখা হয়েছে—তাঁকে জিজ্ঞেস কত্তে বলেছি, তুমি আমার দুখানা চিঠি পেয়েছ কি না—তা'তে Behold (বইখানির) সম্বন্ধে প্রায় সব কথাই আছে—এখন উঠে পড়ে' লেগে যাতে টাকাটা পাওয়া যায় ও বই খানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তাই দেখতে হবে। তোমাকে কি 'বিমলদা'র কথা লিখেছি? তিনি বইখানির সম্বন্ধে কি নতুন পরামর্শ দেন, টাকা দিয়ে কতটা সাহায্য ক'র্ত্তে পারেন, জিজ্ঞেস কল্লে হয় না?

এ বিষয়ে সূর্য্যি ও জিতুর সাহায্য নিতে পার। ....অনুকূলের সঙ্গে দেখা হয় কি? Congressএ একটা stall নিয়ে আমাদের literature বিক্রী ও বিতরণের ব্যবস্থা কি কল্লেন?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়

(২৩)

পাটনা,

২০শে ডিসেম্বর,

১৯২৮।

ভাই নির্ভর,

এ mailএ তোমার কোন চিঠি আসেনি। তবে একটা packet এসেছে, শুধু printed matter দেখে যদি ফেলে রেখে দিতাম, তাহলে এ সময়ের যে একটা বিশেষ দান, তা থেকে বঞ্চিত থাকতাম। সেদিন সুনুর দেওয়া বাক্স খুলে দেখি, Heart of Rose ১৭ইয়ের জন্যে, এতে আর একটী Heart—Heart of Jesus. শরীরের যে রকম অবস্থা, মুঙ্গেরে যাওয়া হবে কিনা সন্দেহ—কিন্তু Heart of Christ যত রকমে পাই, ভালই সন্দেহ নাই—আজ সেই heartএর বিষয় ভাবতে গিয়ে যে সব কথা মনে এল, তার দু একটা লিখি! "Love the Lord thy God with all thy heart, all thy mind &c and love thy neighbour as thyself (*i. e.*, *as* thou lovest God, love thy

brother or sister, as God loves thy brother or sister do thou love him or her. Less then that is not Perfect Love. And it is Perfect Love which casts out Fear) এই সব কথা ভাবতে ভাবতে Heart of Keshubএর কথা মনে হল—আচার্য্যের উপদেশ (অষ্টম ভাগ) খুলে "জগৎ ব্রাহ্মের পর নহে" পড়লাম। তোমার একখানা চিঠিতে যামিনীর জীবনবেদের ইংরাজী তর্জ্জমা চেয়েছ, তাতো এখনও শেষ হয়নি; যদি হয়ে থাকে, যামিনীকে জিজ্ঞেস করে তোমায় পাঠাতে বলব। কিন্তু Dr. V. Raiএরটাতে "The Bible of Life" বলে ছাপানো হয়েছে। তা ছাড়া Life and Teachings of Keshub Chunder Sen কি ওখানে Libraryতে নেই? তার ভেতরেও জীবনবেদের অনুবাদ আছে। জীবনবেদে তাঁর যেমন ভেতরকার কথা আছে, তেমনই অন্য আকারে (ভাবে) প্রার্থনা, উপদেশ, নিবেদনাদিতেও আছে। তুমি যে Dr. Hutcheonএর প্রশ্নের উত্তরে "ভয়ানক রকম আছে" বলেছ, সে কথা যে খুব সত্যি, তা তোমাদের আমাদের সঙ্গে মিলে প্রমাণ কত্তে হবে—কে কেমন ভাল করে তা প্রমাণ কত্তে পারেন, এইবার তার বিশেষ পরীক্ষা হবে। যদি Jubilee of the Navavidhan কত্তে হয়, ভাই বোনে মিলে ত? প্রত্যেক উৎসবে দেখেছি, বোনেরাই better halves। এবারে সিমলেতে যা হয়, তারপর লক্ষ্ণৌয়ে ভাই-ফোঁটা, কলিকাতায় ভিক্টোরিয়াতে জন্মোৎসব তারপর যখন ১৭ই, Christmas ও মুঙ্গেরের কথা ভাবি, দেখি তাঁরাই তো আমার প্রধান সহায়। তাই মনে হচ্ছিল, ভাইদের দিয়ে যা হবার হউক, তোমাদের

দিয়ে আরও বেশী হবে বিশ্বাস করে তোমাদের উঠে পড়ে লাগতে হ'বে, তুমি ওখানে থাকতে থাকতে অনেক কিছু হতে পারে। নববিধান সম্বন্ধে Course of Study তোমাকে দিয়ে যে টুকু আরম্ভ হয়েছে, এখন তোমার প্রতিদিনের উপাসনা ধ্যান ধারণের ভেতর যত out-pourings of the Spirit হবে, সে Course ঠিক হয়ে যাবে। নববিধান, শ্রীকেশবের প্রাণ, আমাদের গানের ভেতর যেমন পাবে, এমন আর কোথায়? "নগরসঙ্কীর্ত্তন" বই এক খানা সঙ্গে আছে ত? Berlinএ যে Congressএ (1910) আমি কিছু বলে ছিলাম, তার Report বোধ হয় ওখানে পাবে। বাংলা শিখতে বলে ছিলাম, রবীন্দ্র বাবুর দ্বারা সে কাজ আরম্ভ হয়েছে—এখন তোমাকে দিয়ে তা এগোলে, তারপর দলে বলে এখান থেকে আমরা গিয়ে কীর্ত্তন কল্লে আরও এগিয়ে যাবে। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী নিভরপ্রিয়া ঘোষ

(২৪)

C/O G. C. Banerji Esq.
"Gyan Kutir"
Allahabad
২০শে এপ্রিল, ১৯২৭

সেই পরশু রাত্রে যে সব কথা হোল, তার ভেতর কোন্ কোন্ কথা তোমার চিন্তা কল্পনার ভেতর ঢুকে তোমাকে ঘুমুতে দিচ্ছে

না, জানতে ইচ্ছে করে—যে প্রেমনদীর কথা হয়েছে, সে পুরোণো প্রেমের নদী নয়, নববিধানের নতুন প্রেমের নদী—A. P. Senএর বাড়ীতে যে social serviceএর কথা হ'ল, তা নববিধানের social service যদি না হয়, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ আছে কি ?...এই শুভক্ষণ দেখে তুমি নববিধানের জননীর দিকে তাকিয়ে যা আরম্ভ করে দেবে, তাঁর আশীর্ব্বাদে তা কি ফল প্রসব করবে, কে জানে ? এখানে আজ ভোরে এসে দেখি, বাড়ী নতুন. তার ভেতর বাইরে থাকবার পক্ষে অনুকূল, সকালে দুতালায় আকাশের তলায় উপাসনা হল, "দেবালয়-দর্শন" প্রার্থনাটি (দৈ, প্রা, ২য় ভাগ) পড়া হল—খানিকক্ষণ নীমতলায় দাঁড়ান হল—ওখানে যে উৎসব পাওয়া গেল, তা যেন এখানে না হারাই—এখানে যেন তা আরও বেশী করে' পাওয়া যায়। এখন যদি আমার জন্য, আমাদের জন্য তুমি ও তোমরা প্রার্থনা না কর, তাহলে আমাদের যা পাবার কথা, তা পাব কি করে' ? তোমরাও যা পেয়েছ, রাখবে কি করে ? Dr. Eno, Miss Bux, বুলাদি, সেই ceylonese ভগ্নীটিকে বলো, যা তোমাকে বল্লাম।

তোমার ও তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(২৫)

Gyan Kutir, Allahabad.
২৫শে এপ্রিল, ১৯২৭

তোমাকে তো কতবার বলেছি, এ wireless telegraphyর সময়—রোজ রোজ messages আসছে যাচ্ছে কি না বলতে হয়—

কাল তোমার চিঠি পেলাম—না পরশু? এখনও খুলিনি—তার আগে তোমাকে যা লেখবার ইচ্ছে হয়েছিল, তাই কিছু লিখি। মনে হচ্ছিল, সেই ১৯১৪তে যে সঙ্ঘ হয়, তার প্রধান পাণ্ডা ছিলেন মহারাণী সুনীতি দেবী—এবারেও আর এক সঙ্ঘ হ'ল, দেখতে তত বড় নয়, কিন্তু full of possibilities—এবারে আর একজন সুনীতি দেবী প্রধান পাণ্ডার কাজ কল্লেন—কিছু যদি না কর্ত্তেন, তাহ'লে এ চিঠি লেখবার কি দরকার ছিল? কিন্তু এখন তাঁর সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বাড়ল—সরস্বতীর কি রকম মেয়ে তিনি, তা দেখতে চাই। যে দিন এখানে সকালে পৌছলাম. সেই দিন মহারাণীর এক খানি চিঠি বিকেলে পেলাম—সম্প্রতি যে নাতি হারিয়েছেন, সে কথা লিখেছেন—তার সঙ্গে এখন দিনকতক নির্জ্জন সাধন প্রয়োজন লিখেছেন—তুমিও তো তোমাদের দুএক জন বন্ধুর সঙ্গে কোন্ পাহাড়ে মাসখানেক কাটাবে বলেছিলে? সেবার সঙ্ঘে সত্যি সত্যি যা হয়েছিল, তা কতকগুলি সঙ্ঘ-সঙ্গীতে প্রকাশ হ'য়েছিল—"আনন্দধ্বনি তুলেছে"র শেষ verseটি মনে আছে ত? "মোহ মায়া ঘুচে গেছে, অশ্রুজল মুছে ফেলেছে—অসার ভাবনা যত ভুলে গিয়েছে, হরিনামে হরিপ্রেমে সবাই মেতেছে।" এবারকার বিশেষত্ব কি? সেবার সঙ্ঘের পরের বছরে আমি ত কাজের বাইর হয়ে বিছানায় শুয়েছিলাম—নাদান আমার মনের কথা লিখেছিল, "Lord now lettest Thou Thy servant depart in peace for mine eyes have seen Thy salvation." এবারে লক্ষ্ণৌ থেকে এলাহাবাদে এসে মনে হচ্ছে, এবার এ সুনীতি দেবীর আর নিস্তার নেই—তিনি যখন নালুদার

একটা কথায় সায় দিয়েছেন, তখন যে দুটো কথায় সায় দেবেন না, কে বল্লে? তিনটে, চারটে, পাঁচটা কথায় সায় দিতে দিতে কোথায় গিয়ে পড়বেন, কে জানে?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ।

(২৬)

Gyan Kutir
Allahabad
২৭শে এপ্রিল, ১৯২৭

পরশু পেনসিলে যে চিঠিখানা লিখে রেখেছিলাম, কাল তা পাঠিয়ে দেবার পর তোমার চিঠিখানা পড়লাম—পড়ে' আনন্দ হল; আরও আনন্দ হ'ত যদি আমার চিঠি পাবার আগে তুমি লিখতে—এখন যে আকাশ নববিধানের, হাওয়া নববিধানের, তার উপর বিজ্ঞানের (science) যে সব নতুন নতুন আবিষ্কার (Discoveries) হচ্ছে, তা'তে "B.Sc." "M.Sc." দেরই বার বার পরীক্ষা হচ্চে—পেছিয়ে পড়লে, না বিজ্ঞান, না বিধানের ভেতর তাঁরা স্থান পাবেন। আজ নির্ভরের দাদামহাশয়ের দিন—কাল রাত্রে শিবেশের বাড়ীতে যে উপাসনা হ'ল, তা'তে সেবকের নিবেদন থেকে "নৃত্য" কিছু কিছু পড়লাম—যে নবভক্তি এসেছে, তার একটী বিশেষ প্রকাশ ভাই অমৃতলালের জীবনে দেখা গিয়েছিল "সোহমা ভক্তির" নৃত্য—তা আমাদের প্রত্যেকের ভেতর

যে টুকু আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী চাই—নির্ভরের ভেতর যে টুকু দেখেছি, আনন্দ পেয়েছি। মাদ্রাজ অঞ্চলে একলা প্রচার কর্ত্তে যাওয়া আমাদের মেয়েদের ভেতর নতুন—সে পথ তিনি দেখিয়েছেন—সে পথে তাঁর সঙ্গে আমরাও গিয়েছি। এবার যে লক্ষ্ণৌয়ে দেখা গেল, স্নুকে দিয়ে আর একটা পথ খোলা হ'য়েছে—সে পথে আমরাও স্নুর সঙ্গে গিয়েছি।...পরশু নির্ভরের যে চিঠি পেলাম, কাল পড়লাম, তুমি কাছে থাকলে তোমাকে পড়তে বলতাম। ৩নং ভেঙ্গে চুরে নতুন ক'রে গড়তে হবে—সে কাজে তুমি তোমার নতুন দলকে নিয়ে কি রকম লেগে যেতে পার, দেখতে হবে। তোমাদের ছুটী হ'লে তুমি কোথায় থাকবে? নির্ভর যে ছুটি গুলো মাটি হ'তে দেন না—এবার আমাদের স্নুর turn—এক একটা ছুটিতে "প্রেমনদীর" তোড় কত বাড়তে পারে—হরিদ্বারের গঙ্গার তোড় কোথায় লাগে—তাই দেখাতে হবে। নির্ভরকে একটু আগে লিখলাম—এখন তোমাকে লেখা এইখানে শেষ করি। যদি Collegeএ থাক, তাহলে যাঁর যাঁর সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছ, প্রত্যেককে আমার সাদর নমস্কার জানাবে কি? সেই Ceylonese, Miss Bux, "বুলাদি," Dr. Eno, সেই Anglo Indian টীকে?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(২৭)

হাজারিবাগ
রামনবমী
১৩৩৫

ওহে ডাক্তার,

তোমার দানের জন্য অনেক ধন্যবাদ—মান পেয়েছি—কিসে ক'রে পাঠিয়েছিলে? **Post Office** থেকে **Notice** এল, **damaged condition**—তাই ক্ষিতীশকে দিলাম—তিনি আনিয়ে দিলেন—তার ভেতর তোমার চিঠিও পেলাম—কেমন ক'রে তৈয়েরি ক'ত্তে হয়, তা ক্ষিতীশ ও তাঁর ছেলেকে বলে দিলাম। বুড়ো যে আবার বে'রিয়েছেন, তার মানে মন্দিরে গান করবার লোকের অভাব হবে—অনুকূল বাবু তো সে দিকে যাবেন না—না যান, তাঁর যে গান করবার গলা আছে, খোল বাজাবার শক্তি আছে, তা যদি আরও ব্যবহার না করেন, তাহলে সব মরচে প'ড়ে যে কি অবস্থা পাবে, ভাবলেও ভয় হয়—বিষ্ণুবাবুর গান, বুড়োর গান, অনুকূল বাবুর গান, এ সব থেকে বঞ্চিত হ'লে চলবে কি করে'? বলি তোমার সেই শ্বশুর মহাশয়ের খবর কি? তিনি কি এখনও দেশে আছেন? তাঁর ঠিকানা কি? বিষ্ণুবাবুর শ্রাদ্ধে তুমি গিয়েছিলে কি? মহারাণীর সঙ্গে সিমলে কে কে যাবেন? সতুর সঙ্গে দেখা হ'য়েছে কি? আশা করি, সপরিবারে ভাল আছ।

তোমাদের
নালুদা

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্র।

(২৮)

C/O. Prof. Satyendra Ray
Hewett Road
Lucknow, 10 October, 1927

ওহে ডাক্তার,

সিমলে থেকে আমি নেবেছি, সে খবর বোধ হয় পেয়েছ—এখানে এসে কলকাতার লোকের দেখা পাওয়া, কি খবর পাওয়া আরও সহজ হ'ল। নির্ভর ত এসেছেনই—তা ছাড়া যাঁরা যাঁরা দেরাদুনে, নাইনীতালে গেলেন, তাঁদের কাছ থেকে কিছু কিছু খবর পাওয়া গেল। কিন্তু যে সব ভেতরকার খবর জানতে চাই, তা কোথায় পাই? যখন দু চার জন মিলে ভক্তির সহিত মার নাম গান করেন, সেই গানের ভেতর পাই—সে গানের লোক যে চাই—সিমলেতে উপাসনায় কমই পেতাম—এখানেও তাই—তাই অনুকূলের কথা মনে হ'ত—নির্ভরের মা ও মাসীমার কথা মনে হ'ত—এখানেও হ'চ্চে—বিধানের গান জানা লোক না থাকলে, পৃথিবীতে কি নিয়ে থাকব? তুমি কোথায় জানিনে—সিমলেতে যে দুখানা চিঠি লিখেছিলে, তা পড়েছি। এখন তাঁর নামগানের ভেতর দিয়ে, মা তাঁর সন্তানদের প্রাণ টানতে চান—সব প্রাণগুলোকে এক কত্তে চা'ন—তাঁর সেই মনের সাধ মেটাবার জন্যে, তাঁর গানের ভক্তদের বিশেষ ক'রে চাই—নির্ভরের মা মাসীকে ব'লো, তাঁদের চাই, তোমাকে চাই—খোল চাই, করতাল চাই—আর কি চাই, বল দেখি?

তোমাদের
নালুদা

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্র

(২৯)

৩নং (কলিকাতা)

১১ই আগষ্ট

তোমার দুতিন খানা চিঠি পেয়ে জবাব দিই নি—মনে তা ছিল বলে একদিন যখন চিঠি লেখবার ভাব এল, তোমার চিঠিগুলি কাছে নিয়ে বসলাম—কা'কে কা'কে লিখলাম মনে নেই—কিন্তু তোমাকে সুধেনের Careএ লিখবো ভাবছি, এমন সময় আবার একখানা চিঠি পেলাম—খুলে দেখি Isabella Thoburn College ! তার জবাব দেওয়া হয় নি—তোমার নতুন কাজের কথা হল—কিছু যে পরিশ্রম কর্ত্তে হচ্ছে, সেটা বোধ হয় তোমার শরীর মনের পক্ষে ভাল—সব বিষয়েই চর্চ্চা না থাকলে, অনেক পেছিয়ে পড়ে থাকতে হয়। যা হোক, তোমার কাছ থেকে এখন থেকে এমন চিঠি পাব, যাতে আমারও উৎসাহ উদ্যম বাড়বে......এখন True Faith প্রচার করবার সময়—"নববিধান" প্রচার করবার সময়—এই সব বই ও কাগজ যাতে ঘরে ঘরে যায়, তার উপায় কর্ত্তে হবে। তারপর তর্জ্জমা—তুমি এখন Physics পড়াচ্ছ—তা ছাড়া আর কিছু পড়বার সুযোগ পাচ্ছ কি না জানিনে—যদি "আচার্য্যের উপদেশ" ও "প্রার্থনা" পড়বার সময় পাও, তাহলে তর্জ্জমার কথা ভুলে যেও না।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ।

(৩০)

৩ নং, কলিকাতা
২৮শে আগষ্ট, ১৯২৬
১১ই ভাদ্র

......১০০ খানা True Faith চেয়ে *true* faithএরই কাজ কল্লে—সেই সঙ্গে যা যা মন্তব্য Navavidhanএর advertisements সম্বন্ধে প্রকাশ করেছ, তাতে আরও বিশ্বাসের কথা আছে—কাগজের ভার যতদিন তোমাদের যামিনীদা নিয়েছিলেন, আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম, তারপর যাঁরা নিলেন, বেশী দিন রাখতে পাল্লেন না—আমাকে আবার ভাবতে হচ্ছে। বিজ্ঞাপন (বাইরের) শূন্য কাগজ লাখ লাখ বিক্রী হয় এক General Boothএর War Cry—তাছাড়া অন্য কোন কাগজের কথা জানিনে—সে রকম বিশ্বাসী দল—"Missionaries, warriors, covenanters" কোথায়? কেশবচন্দ্র যা চেয়েছিলেন—ওদের ভেতর যেমন দেখতে পেয়েছিলেন, এমন যদি নিজের দলে দেখতে পেতেন! "ওদের কত জীবন্ত ভাব! কত তেজ! আমাদের সকল বিষয়ে লজ্জা দিলে ওরা। ওরা গরীব হ'য়ে, বৈরাগী হ'য়ে আসছে। আবার ওদের মধ্যে মেয়েরা সৈন্যাধ্যক্ষ হ'য়ে নিশান ধরেছে। আমাদের মধ্যে তা' তো নেই।" এ প্রার্থনাটী অনুবাদ করে দিতে পার? অনুবাদের রহস্য কি? আগে জীবনে তা পূর্ণ কল্লে লেখায় তা দেখান সহজ হয়—তাই নয় কি?

General Boothএর দিন বিশেষ করে' তোমাকে মনে হচ্ছিল—লেখবার ইচ্ছেও হচ্ছিল। এবার "নির্ভরদি" স্কুলের

মেয়েদের নিয়ে তিনটে গান করেছিলেন। Mrs. Booth সম্বন্ধে একজন মেয়ে যা বললেন, তা যদি তুমি শুনতে, তোমার বোধ হয় মনে হ'ত, তা তোমারই জন্যে। তাঁর সঙ্গে যখন প্রথম প্রথম General Booth (তখন শুধু William Booth) এর পরিচয় হয়, তখন তাঁর health খুব delicate—কি ক'রে অত বড় ব্যাপারের ভার নিতে সাহসী হ'য়েছিলেন? সেই faith এর জোরে, যে faithএর কথা True faithএ আছে—"And God is both *living* and *loving* Hence faith holds living and loving communion with Him who is dearer than life." তুমি যে আবার শয্যাগত হ'য়েছিলে, শুনে যেমন ভাবনা হ'ল—তার ভেতর যে প্রার্থনাটি ভাল লাগল বলে' তর্জ্জমা কর্ত্তেও পাল্লে—চিঠি ও প্রার্থনার তর্জ্জমা ভাবনাকে সান্ত্বনায় পরিণত করে' দিলে।

তারপর যে লিখেছ—সেই দান সম্বন্ধে—"নোতুন বলেই লজ্জার কথা—তবে আশার কথাও—এ কথা আমার বাবার সময়ের পুরোনো কথা—আমাদের মধ্যে দুদিনের তরে হীনতা বহিছে—জাগিবে আবার জাগিবে, এই আশা ও প্রার্থনা"। দুই পূর্ণ হোক্, পূর্ণ হোক্, পূর্ণ হোক্।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনিতী ঘোষ।

(৩১)

৩ নং, কলিকাতা

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৬

আজ আমার বাবার স্বর্গারোহণের দিন।.........তুমি যে দুদিন যেতে না যেতে দুবার ভুগলে, সে খবর এখন শুনতে ইচ্ছে

হয় না—এখন তর্জ্জমায় যেতে গিয়ে, physicsএর ভেতর বিধানের metaphysics দেখে তোমার মেজদার মত thought provoking কথা বল—তাই শুনতে চাই। তাই প্রার্থনা করি, নববিধানের নবভক্তের প্রার্থনার spiritএর ভেতর আরও ডোব—সেখানে যে স্বাস্থ্য ও শান্তি আছে, তা নিজে পাও—পাঁচজনকে দাও।

True Faithএর মূল্য যখন দেওয়া যায় না, তখন দিতে চেষ্টা ক'চ্ছ কেন? তবে এখানে ছাপাখানার লোকেরা যখন বিনা পয়সায় ছাপেনা, আর কাগজ বিনা মূল্যে পাওয়া যায় না, তখন আমাদের ঋণমুক্ত করবার জন্যে যা দান করবে, তার ওপর ভগবানের, ভক্তদের, আর আমাদের মত পাপীদেরও কত আশীর্ব্বাদ যে পাবে, তা কে বলতে পারে?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ।

(৩২)

৩ নং, কলিকাতা

২৫শে মে, ১৯২৫

এই একটু আগে তোমার কথা মনে হচ্ছিল—তোমার চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি। কি বলে apology করব &c. &c.—আর একখানা চিঠি হাতে পড়লো তোমার হাতের লেখা। কাল ২৬শে তোমার দীক্ষার সাম্বৎসরিক মনে করিয়ে দিয়ে ভালই করলে, পরশু প্রতাপ বাবুর দিন। তাঁর শেষ অসুখে দেরাদুনে গিয়েছিলেন—অসুখ বাড়ার খবর শুনে এখান থেকে আমি ও যোগানন্দ

গিয়েছিলাম। বাঁকিপুর, গাজীপুর, লাহোর প্রভৃতি স্থান থেকেও কেউ কেউ গিয়েছিলেন—একটা **hotel**এ আমরা সব ছিলাম—**Royal hotel** কি? যোগীর পুনরুত্থান, ভোগীর পুনরুত্থান, রোগীর-পুনরুত্থানের কথা প্রতাপবাবু বলেছিলেন—আজ কাল উপাসনাদিতে তাঁর কথা মনে পড়ছে। এই যে মাসে যে কটা সাম্বৎসরিক জানা ছিল, তার ওপর যে দুচারটে জানা গেল, তার ভেতর তোমার এই দীক্ষা একটি। তুমি যে লিখেছ—"আমাদের মা যে বাইরে ভেতরে কত আদর করে' নাওয়াচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন, এই যোগে মায়ের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে অভ্যস্ত পাপের হাত থেকে মুক্ত হ'তে মনটা ব্যাকুল হ'য়ে উঠছে"—এ ব্যাকুলতা নববিধানের ব্যাকুলতা। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের ভাষায় বলি—এই ব্যাকুলতার ঝড় তোমার ভেতর বইতে থাকুক—আমার ভেতর বইতে থাকুক—সমস্ত দেশের ভেতর বইতে থাকুক—সমস্ত পৃথিবীতে বইতে থাকুক—সকলে পাপমুক্ত হোক্!

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(৩৩)

ভাগলপুর,

২৯।২।১৯২৪

সরস্বতীর লীলা দেখতে দেখতে চলে এলাম—এখানে এসেও তাঁর লীলা দেখছি, সেই কথাই বলছি..........তোমাকে দিয়ে তিনি যে সব কাজ করিয়ে নিয়েছেন, তা কিছু কিছু দেখছি—তুমি

আমাদের সাধন ভজনের সহায় হয়েছ। এবার স্কুলের উৎসবে থাকতে পাল্লাম না—শুনলাম, বেশ হয়েছে—তোমাকে দিয়ে সরস্বতী আরও কত কি করিয়ে নেবেন, তা তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে টের পেলে ত? তোমাকে কত নির্ভয়, নিশ্চিন্ত কর্ত্তে চান, তা দেখতে পেলে, তোমার দর্শনের ফলে কত ভাই বোন সরস্বতীর নির্দ্দিষ্ট পথে যেতে পারবেন, তাও দেখতে পাবে।—

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(৩৪)

ব্রহ্মমন্দির

মুঙ্গের

২৯শে মার্চ্চ, ১৯২৪

ভাই ধনী,

আমাদের ত এখন প্রতি বছরেই Jubilee করা উচিত নয় কি? প্রতি মাসে কল্লে আরও ভাল; তা কেন, প্রতি সপ্তাহে করা যেতে পারে। তুমি ত এখন "আচার্য্যের উপদেশ" নিয়ে নাড়া চাড়া কর। আজকের তারিখে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে কি উপদেশ হয়েছিল, বলতে পার কি? "বিধান আসিয়াছে, নূতন বিধান আসিয়াছে, এই সংবাদ যখনই জগতে প্রচারিত হয়, তখনই ইহা বিশ্বাস-কর্ণে যাহারা শ্রবণ করে, তাহারা আশা এবং নূতন উৎসাহে জাগ্রত হইয়া উঠে"—তুমি, Wyllie, ছেলে, মেয়ে, শ্বশুর, শাশুড়ী পঞ্চাশ বছর পরে কি নূতন আশা ও নূতন উৎসাহ নিজেদের ভেতর

দেখচ ? তোমাদের সকলের শরীর মন এই আশা ও উৎসাহে কেমন ভাল হচ্ছে, তাই শুনতে চাই—রোগের কথা, শোকের কথা ত অনেক শুনি, কিন্তু এখন যে নূতন বিধানের Jubileeর সময়, কেবল Jubileeর কথা শুন্‌তে চাই—এই Jubilee ভেতরে ভেতরে চলবে, তোমার চিঠি তার ভেতর পড়ে কত চিঠি বার কর্চ্ছে, সে গুলো পাচ্ছ, পড় কি ? শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব শেষ হতে না হতে ঈশার প্রাণ-দানের উৎসব এসে পড়ল, "দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়" গান জান ত ? দুই জনের কথাই আছে। এইখানে Good-friday করবার কথা হচ্ছে।

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

পুঃ—রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি ?

(৩৫)

Rajah Bagh
Kidderpore
Calcutta
26. 3. 19.

প্রাণাধিক সতু,

গেল সপ্তাহে যে চিঠি লিখেছি, তাতে মত্ততার কথা আছে—এই মত্ততা খুব ঘনীভূত আকারে আমাদের প্রত্যেকের ভেতর না থাকলে, আমরা যে বেঁচে আছি, তার গভীর প্রমাণ নিজেরাই পাব না। এই রকম প্রত্যেকে মত্ত হলে, এদের নিয়ে যে দল হবে, সে দলের কাছে কি কেউ দাঁড়াতে পারবে ? এই মত্ততাই পরিত্রাণ—

আর এই দলকে দিয়ে কত লোকের পরিত্রাণ হবে। পরলোকবাসী সাধুদের নিয়ে এই দল হ'য়েছে—"আবার তারা তারাই সবাই এসেছে রে—যারা যুগে যুগে জগৎ মাতায়"—আমরা এই দলের আহ্বান শুনে যোগ দিতে চাই—কে কত সত্যি সত্যি চাই, তার পরীক্ষা আবার হ'চ্চে—এই পরীক্ষায় যারা পাশ হবে, তারা নব-জীবনের অনন্তজীবন পাবে। ওখানে এখানে সব জায়গায়ই কাজের ভেতর, ভাবের ভেতর ঢুকে দেখলে, Dissipationই বেশী দেখা যায়—এখন Concentrationএর সময়। নববিধানের লোকেরা যে জননীকে পেয়েছেন, তিনি সহজে পাশ করে দেবেন না—আমরা কত সময় নষ্ট করেছি—শক্তি নষ্ট করেছি, জীবন নষ্ট করেছি, তা ভালবেসে দেখিয়ে দেবেন। আমরা তা দেখে অনুতপ্ত হ'য়ে, তিনি কৃপা না কল্লে আমাদের আর গতি নেই জেনে, তাঁর কৃপার উপর একান্ত নির্ভর কল্লে তিনি যদি পাশ করে দেন, তাহলে আমরা তাঁর কৃপায় কি না কত্তে পারি? আমাদের আগে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের এই অবস্থা যখন হ'য়েছে তখনঃ দলের জোরে প্রত্যেকের জোর বোধ হ'য়েছে—আবার আমাদের ভেতর এই ভাব না হ'লে কাজ-কর্ম্ম পড়াশুনো সব হাওয়ায় উড়ে যাবে। তোমার কি মনে হচ্চে?

গেল সপ্তাহে বোধ হয় ২২শে তারিখে, তোমার ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর চিঠি পেলাম। টাকা কড়ির কথা এর আগের চিঠিতে লিখেছি। তাই এতে আর লিখলাম না।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়

(৩৬)

Rajah Bagh
Kidderpore
Calcutta
10. 4. 19

প্রাণাধিক সতু,

আজ যাঁর জন্মদিনে তোমাদের Workingmanএর জন্ম হয়, তাঁর সঙ্গে ওখানে থেকে নতুন করে পরিচয় কি হল, জান্‌তে ইচ্ছে হয়। এখানে এসে তার পরিচয় দিতে হবে। তুমি আজকের দিনে সেই প্রার্থনাটী আবার পড়ছ কি না জানিনে। "মা এতদিনে বড় হারি নাই; এইবার হারিয়ে গেলাম। আমাদের দলের চেয়ে মহাত্মা বুথের দল বড় হইল। তাঁর সৈন্য সমুদ্র টল্‌মল্ করিয়া আসিতেছে। আমাদের ওঁদের চিহ্নিত বলে, প্রেরিত বলে মানিতে হইবে। ওরা তো বিধান মানে না, কিন্তু ওদের কত জীবন্ত ভাব! কত তেজ! আমাদের সকল বিষয়ে লজ্জা দিলে ওরা। ওরা গরীব হ'য়ে বৈরাগী হ'য়ে আস্‌ছে। আবার ওদের মধ্যে মেয়েরা সৈন্যাধ্যক্ষ হ'য়ে নিশান ধরেছে। আমাদের মধ্যে তাতো নেই। ও এক আশ্চর্য্য অদ্ভুত নতুন সংবাদ। এ তোমার বিচিত্র লীলা। প্রাণেশ্বরী, তবে কি ওরা ভারত নেবে? এই দল পড়িয়া থাকিবে? তাই তো, আমরা গুণে বড় না হইলে তাই হইবে। মা, ওরা যেমন বৈরাগ্য দেখাচ্চে, আমরা যদি তদপেক্ষা অধিক বৈরাগ্য দেখাতে পারি, ওরা যেমন পিতা পিতা বল্‌ছে, আমরা যদি তেমনি মা মা মা মা আদ্যাশক্তি ভগবতী বলিতে বলিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারি,

তবে হয়।" তুমি ওখানে এই দুটী জিনিষ আমাদের দিতে হবে, তা কি অনুভব কর্চ্চ? ব্রহ্মানন্দ যে মাকে পেয়েছিলেন, সেই মাকে ওরা না পেলে, যুদ্ধের পর যে প্রকৃত **peace**, তা কি হবে?

পাঁচ বছর আগে এই সময় লক্ষ্ণৌয়ে যাওয়া হ'য়েছিল কি জন্যে, মনে আছে, বোধ হয়। সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

তোমার

নালুদা

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়

(৩৭)

Rajah Bagh
Kidderpore
Calcutta
15. 4. 19.

প্রাণাধিক সতু,

গেল সপ্তাহে যে চিঠিখানা লিখেছি, তা ঐ সপ্তাহের **Mail**এ গিয়েছে কি না জানিনে। এর ভেতর দু তিনটে ঘটনা ঘটেছে, তার বিষয় আর কেউ লিখবেন কি না জানিনে। ১১ই শুক্রবার তোমার বিনয়দার মাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। তার আগের দিন রাত্রে তিনি মারা যান—শুন্‌তে পাই **plague** হয়েছিল—আমি সেদিন সমস্তদিন সহরে ছিলাম—রাত্রে এখানে ফিরি—ভাড়া-গাড়ী কি **tram** দুই পাওয়া দুষ্কর ছিল, কারণ **Gandhi**র **arrest**। তারপর বেচারা জ্ঞানাঞ্জনের দাদা নিরঞ্জনের স্ত্রীর একটী মরা ছেলে বেরোয়—সে ১লা বৈশাখের আগের রাত্তির। ১লা সকালে

কমলকুটীরের নবদেবালয়ে যে উপাসনা হয়, তাতে জ্ঞানাঞ্জনকে পাই—মহারাণী সুনীতি প্রভৃতি ব্রত নেন—জ্ঞানাঞ্জনও ব্রত নেন—কি ব্রত বল দেখি? ধ্যান-ব্রত—আমি তাঁকে বলেছি, এ ব্রত পালন ক'ল্লে তাঁর সঙ্গে আমার উপকার হবে—আমাদের উভয়ের উপকারে মণ্ডলীর উপকার হবে—না? আজ ২রা বৈশাখ, পূর্ণিমা—সন্ধ্যার সময়ে জিতুদের ওখানে গিয়েছিলাম—তোমার মোহিতদার মেয়ে মীরার আশীর্ব্বাদ হ'ল—অজয় গুপ্ত (শ্যামগুপ্তের ছেলে) সঙ্গে বিয়ের কথা শুনেছ কি? জিতু বেচারা খেটে খুটে আজই জ্বরে পড়ে উপাসনায় যোগ দিতে পাল্লে না। সেখানে তোমার মার সঙ্গে দেখা হল—তাঁরা 3, Ramkanta Mistryর Laneএ উঠে গিয়েছেন, সে খবর নিশ্চয়ই পেয়েছ। তোমার ভাগ্নী বুলুর (কমলা) সঙ্গে প্রেমাদিত্যের বিয়ের কথা হ'য়েছে, তা-ও বোধ হয় শুনেছ। আশীর্ব্বাদের উপাসনা করবার জন্যে তোমার মা আমাকে বলছিলেন। এবার শুধু এই কটা খবর দিয়েই চিঠি শেষ করি।

তোমার

নালুদা

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়

(৩৮)

7 Budge Budge Road.
Kidderpore.
২৫শে জুন

প্রাণাধিক সতু,

গেল সপ্তাহে যে চিঠি লিখেছি, তা কোথায় পাবে জানিনে; আজও যা লিখচি, তা কোথায় বসে পড়বে, তাও জানিনে। এখন

দেখছি, atmosphere না হলে কিছুই হয় না—এত বড় বিধান এল —এর উপাসনা সাধন ভজন এল—প্রথম দল এল—সে দলের লোক একে একে চ'লে যেতে লাগল—এখনও তুএকজন আছেন—দ্বিতীয় দলের লোক কে কে ? "একটী ভক্ত তাঁহাকে প্রিয় বলিলে তাঁহার এত আহ্লাদ হয়, না জানি দশ জন ভক্ত একত্র হইয়া তাঁহাকে প্রিয় বলিলে এবং পরস্পরের মধ্যে সেই প্রিয়তমের সৎপ্রসঙ্গ করিলে, তাঁহার মনে কেমন আনন্দের হিল্লোল উঠিতে থাকে। যদি তিনি দেখিতে পান এমন একটী দল আছে, যাহারা তাঁহার কথা লইয়া আমোদ করিতেছে, তবে তাঁহার কত আহ্লাদ হয়। যেমনই তিনি সেই দলের মধ্যে যান, সেই দলের সকলেই একত্র হইয়া তাঁহাকে বলে, প্রিয়তম, তুমি আসিয়াছ ? পৃথিবীতে ঈশ্বর এমন একটী দল সৃষ্টি করিবেন, যাহার মধ্যে দিবানিশি সৎপ্রসঙ্গ হয়। এই জন্যই ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। সংসার-জঙ্গলের মধ্যে তিনি একটী ভক্তদল প্রস্তুত করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের এই উচ্চ আদর্শ।" ওখানে এই দলের লোক তু এক-জন পেলে, পড়ে শুনে যা লাভ হ'য়েছে, তার চেয়ে আরও বেশী লাভ হবে। কাল সন্ধ্যার সময় সুধার বাড়ীতে এক সভা হয়। তাঁর ছেলে বুড়ো একটা bud-a-hand clubএর মত ঐ দিনে করে, তার দিনকতক পরেই মারা যায়। তার বন্ধুবান্ধবেরা সেই জিনিষটা জাগিয়ে রেখেছে—কাল তার বাৎসরিক হল—আমার preside করবার কথা ছিল—মহারাণী সুনীতি দেবীকে এগিয়ে দিয়ে আমি আর সকলের সঙ্গে বসে যোগ দিচ্ছিলাম। বুড়োর জীবনটা তার বন্ধুদের ভেতর যে ভাবে কাজ কচ্চে, দেখে শোকের

সঙ্গে আনন্দ হল। তোমার কথা মনে হচ্ছিল—তুমিও তো অল্প-দিনের পরিচয়ে বুড়োর সম্বন্ধে বেশ একটা ভালবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ ক'ত্তে। যামিনীও সভায় ছিলেন—তাঁর সঙ্গে এক সঙ্গে এখানে ফিরলাম—তোমার মার কাছে ও যামিনীর কাছে তোমার চিঠি এসেছে শুনলাম। যামিনীকে জিজ্ঞেস কচ্ছিলাম, ওখানে নববিধান সম্বন্ধে, নববিধানের উপাসনা সম্বন্ধে দু একজন পাগল (Pagal No ?) কি পাওয়া গিয়েছে? ভাল ভাল বই সঙ্গে করে আনতে বলি। কিন্তু এই রকম পাগল সঙ্গে করে আনলে আরও আনন্দের বিষয় হবে। এখন সভ্য ভব্য শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেড়ে লাভ নেই—এখন যাঁরা ভক্ত ব্রহ্মানন্দের ত্রিবিধ ভাবাপন্ন, তাঁদেরই চাই। যামিনী বলছিলেন, তোমার একটা photoতে তোমাকে বেশ সাহেব সাহেব দেখাচ্চে—তাই না কি? তাহ'লে এখানে যখন আস্‌বে, ভাল করে গঙ্গাস্নান করিয়ে তবে তোমাকে আমরা আদর ক'রে নেব। "আমরা কটী ভাই কি ছিলাম, কি হইলাম! লোকলজ্জা বিসর্জ্জন দিলাম, চঞ্চলা ভক্তি, প্রগল্‌ভা ভক্তি, জঙ্গুলে ভক্তি, মাতালে ভক্তি আজ হইয়াছে। একটী জননী তুমি মাঝখানে দাঁড়াও। সমস্ত ভারত তোমার চারিদিকে নাচুক।" তুমি যদি এই রকম দু একটী ভাই সঙ্গে করে নিয়ে এস, তাহ'লে তাদেরও মাথায় করে আমরা নাচ্‌ব!

তোমার
নালুদা

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়

(৩৯)

Rajah Bagh
Kidderpore
Calcutta
24. 7. 19.

ভাই সতু,

"A Nun ; Her Friends and her order" বইখানি ৮২তে আমি যখন নাড়াচাড়া ক'ত্তাম, দেখেছিলে কি ? যদি England হ'য়ে আসবার সুযোগ পাও, তাহ'লে Lancashireএ Stonyhurt College দেখে আসতে চেষ্টা করো—আর Ireland এই Roman Catholicsদের অনেক কিছু আছে। যে বইখানির কথা বল্লাম, তা হ'চ্চে—"A Sketch of the Life of Motha Mary Xaveria fallon, sometimes superior General of the Institute of Bless and virgin in *Ireland*" এই ধরণের জীবন থেকে আমাদের যা শেখবার, তা শিখতে হবে ত ? একটা জীবনব্যাপী কাজের জন্যে বিশেষ প্রস্তুতি : Mrs. Coyney had asked for a preparation of five years for the young foundress. About these five years we hear little: the Convent reticence draws an impenetrable veil over them." (P. 47) "France was well tried during her probation. Besides her School-work she was lade.. with house-hold tasks- she who longed for nothing so much as to flee away like the

dove and he at rest. Gently bred and reared as she was, she had menial tasks alloted to her, she waited on the nuns at table and once she scoured down a long flight of stairs. At the end of it all we have the verdict upon her of one of her sisters, 'Her life was altogether supernatural : her very appearance breathes holiness: her every action, little or great, was the glory of the Lord God'." এই রকম মেয়ে, এই রকম ছেলে না পেলে, কি কোন মেয়েদের, কি ছেলেদের স্কুল রেখে তৃপ্তি হয় ? Victoria Inst.এ কবে এই ধরণের মেয়ে পাওয়া যাবে, সেই আশায় ধৈর্য্য ধ'রে আছি। তার বাড়ীটা হ'লে একটা কাজ হয়—কিন্তু মেয়ে তৈয়েরী, ছেলে তৈয়েরী করবার লোক চাই ত ? তুমি, যামিনী ও জ্ঞানাঞ্জন যে সেবক-ব্রত নিয়েছিলে। যামিনী World নিয়ে লেখা টেখার দিক থেকে জিনিষটাকে একরকম দাঁড় করিয়েছে, এখন টাকা, টাকার দিক থেকে স্থায়ী হওয়া চাই ত ? তুমি ফিরে এলে বিশেষভাবে কোন্ কাজটা নিয়ে লেগে থাকবে, তা হয়তো ভাবছ। জ্ঞানাঞ্জন ত পাঁচটা নিয়ে ছিলেন—আপাততঃ temperance ছাড়া আর কিছুতে মন দিতে বড় পারেন না—সেদিন বল্‌ছিলেন, শরীর খুব খারাপ—Workingmanএ working এর অভাব—তারও বাড়ীর চেষ্টা আরম্ভ হল—কিন্তু যে জিতু জ্ঞানাঞ্জন বিশেষ উৎসাহী, তাঁদেরই না পেয়ে বেচারা উপেন (অসুর-বাবা) সেদিন দুঃখু কচ্ছিলেন। Steady workers ভারী দরকার। বিধাতা বিশেষ বিধানে বিশেষ কাজ কাকে কি দেবেন,

তিনিই জানেন। কিন্তু তাঁর কাজ বলে করা চাই—যতক্ষণ না তিনি অন্য কাজ দেন, ততক্ষণ যে কাজের ভার নিয়েছি, তা কি ছাড়া যায়? এই রকম যারা কাজ পেয়ে তাই নিয়ে আছে, কিছুতেই ছাড়ে না, এই রকম লোক, এই রকম ছেলে, এই রকম মেয়ে চাই।

তোমার

নালুদা

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়

(৪০)

Rajabagh
15. 2. 18.

ভাই ধনী,

আমার চিঠি লেখার পাট উঠে গিয়েছে, তা' বোধ হয় তোমাকে আগেই জানিয়েছি—তা না হ'লে তোমার চিঠি পেয়ে কি জবাব না দিয়ে থাকতে পারতাম? তিন থানা চিঠির মধ্যে শেষ চিঠি খানাতে ওখানে মন্দির করা দরকার জানিয়েছ। নববিধান সমস্ত দেশের জন্য, পৃথিবীর জন্য এসেছেন—কে আগে নেবে, কে জানে? ভারতে আগে বাংলা দেশ নিয়েছে—সে রকম অন্য দেশ নেয় নি—এখানে একজন, ওখানে একজন বিশ্বাসীর ভেতর মন্দির-প্রতিষ্ঠার ভাব জাগছে। বছর তিন আগে গিরিডিতে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হ'ল—আমাদের সমবিশ্বাসী ভাই অমৃতলাল ঘোষের ভেতর তার ভাব জেগেছিল, সেইটী কাজে পরিণত হ'ল। তোমার ভেতর যদি সেই রকম ভাব জেগে থাকে, তাহলে তা যতক্ষণ না কাজে পরিণত হয়, তোমাকে ঘুমোতে দেবে না। যাঁর চরিত্রে নববিধান মূর্ত্তিমান

হ'ল—তুমি তাঁর মেয়ে—তিনি তাঁর কমলকুটীরে নবদেবালয়-প্রতিষ্ঠার সময় যে প্রার্থনা করেছিলেন—তা বোধ হয় তুমি অনেকবার পড়েছ—আর একবার প'ড়ো—'আমার মা বড্ড ভাল রে বড্ড ভাল'। তিনি কি তোমাকে ডেকে বলেছেন—'ধনী, আমার মাকে একটী মন্দির এই ব্রহ্মদেশে করে' দাও?' তুমি যদি সেই কথা শুনে তাঁর মা'র মনের সাধ মেটাবার জন্য উঠে পড়ে' লাগো, বিধান-জননী তোমার যা দরকার সব দেবেন, আর আমরা সেই কাজের সহায়তা করে' ধন্য হব। কিন্তু তাঁর কথা ঠিক শোনা চাই।

আমি তোমার সেজদির এখানে গেল শনিবার থেকে আছি—বোধ হয় ২২শে পর্য্যন্ত থাকব—আমরা ভিক্টোরিয়া স্কুলের একটা বাড়ী যাতে হয়, তার চেষ্টা ক'চ্ছি—তোমাকে লিখব ভাবছিলাম, এমন সময় তোমার চিঠি পেলাম—কোন্‌টা আগে হবে? আমরা যে তোমাদের দুজনের বিশেষ সাহায্য এই কাজটার জন্যে চাই—পাই যেন।

আজ এই পর্য্যন্ত—

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(৪১)

40 Ekbalpore Road.
কলিকাতা, ২২শে জানুয়ারী, ১৯১৫

প্রাণাধিকাসু,

তোমার দুখানা চিঠিই পেয়েছি—সব কাজ বন্ধ ছিল—তাই জবাব দিতে পারিনি—তোমাদের 'বীণাপাণি' নববিধানের নতুন

নতুন গান তৈয়ের ক'রে সকলকে শুনিয়ে নববিধানের সুখ শান্তি সকলকে দেবেন, সেই দিকে তাকিয়ে তাঁকে মানুষ কর।

তোমার মা ঢাকার সমিতি দেখলেন, গিরিধির মন্দির-প্রতিষ্ঠা দেখলেন, যুবকদের **conference** দেখলেন, আমাকে এখানে দেখতে এসেছিলেন, তারপর ৮ই জানুয়ারীর **public meeting**এ গিয়েছিলেন, এখন আবার রোগে শুইয়ে পড়েছেন—নববিধানের জননী তাঁকে সুখ শান্তি দিন।

তোমার

নালুমামা

শ্রীমতী ইন্দিরা রায়

(৪২)

Lily Cottage
23 June, 1915

ভাই ধনা

কাল রাত্রে তোমার চিঠি পেলাম—এ বাড়ী সম্বন্ধে শুধু তোমায় লিখিনি ত; তোমার দিদিকে, সেজদিদিকে, নদিদিকেও লিখেছি। তোমার মেজদিদিকেও লিখতাম, তাঁর অসুখ বলে তাঁকে লিখিনি। তোমার দিদি যদি কিনে নিতে পারতেন, তাহলে তো কোনো কথাই হ'ত না, তোমাদের আলাদা আলাদা লেখবার দরকর হ'ত না। আপাততঃ এই ঠিক্ হয়েছে, যাঁর যাঁর টাকার ভারি দরকার, তাঁদের কত দিলে তাঁরা তাঁদের **shares** ছেড়ে দিতে পারেন, তাই জেনে তাঁদের **shares** কিনে নেবার চেষ্টা হোক। বেশী দরকার ক্যাবলার, তারপর তোমার সেজদার— এই দুজনকে

তুষ্ট কর্ত্তে পাল্লে, আপাততঃ রাত্রিটা রক্ষা পায়। ক্যাবলা মফস্বল, পরশু ফেরবার কথা ছিল, ফেরেন নি। তাঁর সঙ্গে ও তোমার সেজদার সঙ্গে একটা বোঝাপাড়ার চেষ্টা হচ্ছে। কি হয়, বোধ হয়, জানতে পারবে।

তোমার বাবার যাতে নাম থাকে, তার জন্য ছেলেদের ভেতর কিছু কিছু চেষ্টা হচ্ছে। তাঁর বই থেকে দু একটা লেখা নতুন করে ছাপিয়ে, তা তাঁর জন্মদিন ও স্বর্গারোহণের দিনে বিতরণ করা, কাজটা Brotherhood কচ্ছে। জ্ঞানাঞ্জন তার একজন পাণ্ডা, এ কাজে তোমার দিদি মাঝে মাঝে সাহায্য করেন, তুমিও বোধ হয় কর, আরও নিয়মিতরূপে কল্লে ভাল হয় না? আমাদের কাগজ World পড় কি? 82, Harrison Roadএ যে Boarding ছিল, তার অর্দ্ধেকটা studentsদের থাকবার জন্য থাকবে, আর বাকিটা Brotherhoodএর Office, Workers ইত্যাদি কাজের জন্য থাকবে। এখন যাঁরা থাকবেন, তাঁরা নতুন ভাবে থাকবেন in the spirit of Keshub Chunder Sen—তাই সমস্ত জিনিষটার নাম কেশব-নিকেতন করা হচ্ছে। ছেলেরা নিজের নিজের খরচ দিয়ে থাকবে, কিন্তু জ্ঞানাঞ্জন, সতু প্রভৃতি workers ও officesএর জন্য আপাততঃ মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য দরকার—জানিনে একাজ কতদিনে এরূপ সাহায্য ব্যতীত চল্‌তে পারবে। এখন এক বৎসরের বন্দোবস্ত কর্ত্তে হয়, কুচবিহারের মহারাজা মাসে ২০৲ কুড়ি টাকা করে দিতে পারেন, আরও টাকা কুড়ি ২০৲ চাই। তুমি কিছু দিতে পারবে? আশা করি, তোমাদের খুকির নামকরণ বেশ হয়ে গেল। কি নাম হল? ভগবান্ তোমাদের সকলকে কুশলে রাখুন।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(৪৩)

Lily Cottage
78 Upper Circular Rd.
Calcutta,
10 June, 1915

ভাই ধনী

আমার শরীর খুব খারাপ হয়েছিল বলে চিঠি পত্তর লেখা বন্ধ ছিল, তোমারও কি তাই? তুমি যে এক যুগ লেখনি; কেমন আছ? শরীর মন ভাল ত? আমি কুচবিহারে মাস দুই থেকে হঠাৎ এখানে চলে এলাম, কোথায় আছি ঠিকানা দেখেই বুঝতে পারবে। তোমার বাবার এই বাড়ী কি শেষে নিলেমে বিক্রী হয়ে যাবে? দু-একদিনের মধ্যে তোমার দিদি কি তুমি যদি কিনে না নাও, তাহলে কার হাতে গিয়ে পড়বে, কে জানে? তোমার দাদাদের সঙ্গে কথা কয়ে জানলাম, আপাততঃ ক্যাবলার share যদি কিনে নেওয়া যায়, তাহলেও কিছু দিনের জন্য বাড়ীটা হাতে থাকে। তার পর যদি তোমার দিদি, কি তোমাদের আর কেউ সমস্ত বাড়ীটা কিনে নিতে না পারে, তখন আমরা public subscriptionsএর দ্বারা কিনে নিতে চেষ্টা করব; তোমার ভাইয়েদের টাকার দরকার এত হয়েছে, তাঁরা আর অন্য উপায় দেখেন না। এ অবস্থায় তাঁদের কাছ থেকে জিনিষটা নিয়ে নিয়ে, তোমার বাবার Memorial স্বরূপ যাতে থাকে, তার চেষ্টা করতে হবে। শুনছি যাঁর সঙ্গে negotiation হচ্ছে, তিনি ১,৩৫,০০০ একলাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দর দিয়েছেন; বাজারে এখনও কথাটা রটেনি, রটলে আর

পাঁচজন খরিদ্দার জুটবে, আরও বেশী দর দিতে পারে, ১,৫০,০০০ কি ২,০০,০০০ দেওয়া আশ্চর্য্য নয়। ক্যাবলার immediately টাকা দরকার। সুতরাং এখন আর no time to lose জেনে, তাদের shares (২৭,০০০ কিংবা ৩০,০০০) কিনে নিতে পারলে, আপাততঃ বাড়ীটা রক্ষা হয়। তোমার দিদি এ বিষয়ে তোমাকে কি লিখেছেন জানিনে। আমি যে তোমাকে লিখলাম. তা তুমি ও তোমার স্বামী ছাড়া আর কেউ যেন আপাততঃ জানতে না পারেন। আশা করি, ছেলেপিলে নিয়ে তোমরা দুজনে ভাল আছ। ভগবান্ তোমাদের কুশলে রাখুন।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(৪৪)

৮২ নং হ্যারিসন রোড

কলিকাতা

১৩ই জানুয়ারী

ভাই ধনী,

কাল ১লা মাঘ আরম্ভ হবে, programme একখানা পাঠালাম, গেল কাল তোমার চিঠি পেলাম, ৮ই জানুয়ারির meetingএ প্রায় ১০০০ এক হাজার লোক হয়েছিল। সেদিন ১০০০ "Behold the Light of Heaven in India" পাওয়া গিয়াছিল, প্রায় সবই বিতরণ করা হয়েছে, ছাপা হয়েছে ৫০০০ পাঁচ হাজার, তা বোধ হয় তোমাকে বলেছি; তাতে খরচ হয়েছে বেশ, পাঠাতেও কিছু

খরচ হবে, তোমার দিদি ১০০৲ টাকা দিয়েছেন, আরও ৫০৲ টাকা পেলে তোমাদের ওখানে ও অন্যান্য স্থানে পাঠান যায়। টাকা যদি বেশী হয়, তাহলে অন্যান্য লেখা ছাপিয়ে যাতে লোকে পড়তে পায়, তার ব্যবস্থা করা হবে। এখন থেকে ক্রমাগত সে বিষয় চেষ্টা থাক্‌লে কিছু কাজ হতে পারে। আমার idea—তোমার বাবার এক একটা বিশেষ বিশেষ লেখা কিংবা বক্তৃতা, যেমন "Behold the Light," ছাপিয়ে পৃথিবীতে ভাল ভাল কাগজের Editors দের পাঠান, দেশে যত ব্রাহ্মসমাজ আছে প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজে পাঠান, তা ছাড়া জগতে কত জ্ঞানী লোক আছেন, যত জনকে পারা যায় পাঠান, এই রকম "নববিধানের জয়রে কর ঘোষণা"। আমাদের সমাজের গুটিকতক খুব intelligent যুবাকে এই কাজের জন্য পাওয়া যাবে। তোমার বাবার বেশী ভাগ বক্তৃতাদি বাংলায়, সে সব ইংরেজীতে তর্জ্জমা করা চাই, একটা uniform edition of his works with index চাই, এ সব কর্ত্তে গেলে লোক চাই, টাকা চাই। লোক যখন পাওয়া যাচ্ছে, তোমরা কিছু কিছু করে দিলে টাকা বেশ উঠে যাবে। একেবারে অনেক টাকা দেওয়া সুবিধে নয় যাঁদের, তাঁরা মাঝে মাঝে কিছু কিছু করে দিলে অনেক কাজ এগিয়ে যায়। আপাততঃ Behold the Lightখানা ভাল করে প্রচার করবার জন্য যে টাকা দরকার, তুমি তাতে যা contribute কর্ত্তে পার, আশা করি, করবে। ভগবান্ তোমাদের সকলের মঙ্গল করুন।

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(৪৫)

৮২ নং হ্যারিসন রোড
কলিকাতা
১১ই ফেব্রুয়ারী

প্রাণাধিক,

আজ শ্রীপঞ্চমী—সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ পেয়েছ—আরও পাও—যেন বিধানের কথা আরও ভাল করে' বলতে পার।

তোমার
নালুমামা

পুঃ—Meadville থেকে সাম্বশিবরাও লিখেছেন, "Please tell 'Nadan' that I have fallen in love with him. I I thought I was the only Kalb-i-Keshub. So glad to see another. I wish he would help me to grow into Keshub a little more!"

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র রায়

(৪৬)

৩ নং (কলিকাতা)
১৯শে মে

ভাই ফুটি,

তোমাদের মেজকাকার কথাগুলি করাচির বন্ধুরা এই রকম করে' রাখছেন—যামিনী বাবু সেখান থেকে খান কতক পাঠিয়েছেন—তোমাকে একখানা দিতে বলেছেন—এইখানা তোমাকে পাঠালাম। আশা করি, তোমরা সকলে ভাল আছ।

তোমাদের
ছোট কাকা

শ্রীযুক্ত বিজনকুমার সেন

(৪৭)

৩ নং (কলিকাতা), রবিবার
৯ই আগষ্ট

ভাই অনুকুল,

যদি একটু সকাল সকাল মন্দিরে আসতে পার, তাহলে কাঠগোলার ভেতর বসে উপাসনার আগে একটু কেত্তন করা যায়—তার পর উপাসনা হ'য়ে গেলে ভাদ্রোৎসব ও অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্ত্তা হ'তে পারে—অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে শুধু ওপরের দিকে তাকিয়ে এলে অনেক কিছু পাবে। আশা করি, ভাল আছ

তোমাদের
নালুদা

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্র।

(৪৮)

৩নং, কলিকাতা
২৫শে আগষ্ট, ৮ই ভাদ্র

ভাই ধনী,

প্রায় দু মাস হ'ল, যে দিন তোমার একখানা চিঠি পাই, সেই সঙ্গে দ্বিজদাস বাবুরও একখানা চিঠি পাই—তার নকল তোমাকে পাঠিয়ে দেব বলে করে রেখেছিলাম—এত দিন পরে পাঠাচ্চি। তোমার সেজদি ও দিদির সঙ্গে কথা হয়েছিল—তাঁরা Behold the Man ছাপাবার জন্যে প্রত্যেকে ১০০ কি ২০০।১০০ দিতে পারেন। বইখানা কি, বুঝতে পেরেছ ত? প্রায় দশ বছর হ'ল, World &

the New Dispensationএ ঐ heading দিয়ে দ্বিজদাস বাবু a series of articles লেখেন—সেই গুলি বইয়ের আকারে ছাপাবার জন্যে বন্ধুদের ভেতর অনেকেই অনুরোধ করেন—তোমার ভুলুদা করাচি থেকে একখানি সুন্দর চিঠির সঙ্গে ২৫৲ টাকা পাঠিয়ে দেন, বই ছাপা হলেই যেন তাঁকে একখানা পাঠানো হয়—ডাক্তার মতিবাবুও (কাশীপুরের) সেই অনুরোধ করেন। তাঁরা তো আজ পরলোকে। আমাদেরই দোষে লেখাগুলি বইয়ের আকারে এখনও বেরোয় নি। আরও কত দেরী হবে জানিনে—যাতে শিগ্‌গির শিগ্‌গির বেরোয়, তার জন্যে আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। টাকার সম্বন্ধে যাতে দ্বিজদাস বাবুকে ভাবিত হতে না হয়, তা করা উচিত নয় কি ?

তুমি তোমার সেই বইয়ের প্রথম অংশটা আবার লিখে পাঠিয়েছ—সে লেখা খাতা পেয়েছি—register না করে পাঠিয়েছ দেখে আমিও একটা packet register না করে পাঠিয়েছি—তাতে যামিনী বাবুর Brahmananda Keshub Chunder and Paramhansa Ramkrishna সম্বন্ধে লেখাটা যে pamphlet আকারে বার করা হয়েছে তার কতগুলি আছে—এখানে কেউ কেউ বল্‌ছেন, এ pamphlet এক লক্ষ ছাপিয়ে বিতরণ করা উচিত।

তার পর 'True Faith' তোমাকে যে একখানা ছাপা হতেই পাঠালাম, তা পেলে কি না খবর পাই নি—তার পর register করে ১০০ খানা পাঠিয়েছি। এ বইও কেউ কেউ বল্‌ছেন, এক লক্ষ ছাপানো উচিত। একজন নিজের খরচে ৫০০০ পাঁচ হাজার ছাপিয়ে বিতরণ কর্ত্তে চান। এ সব শুনে আনন্দ হয়। আমরা

১০০০ ছাপিয়েচি—২৫০ Mangaloreএ পাঠিয়েছি, ৫০ খানা Simlaতে পাঠিয়েছি, ১০০ খানা Lucknowএ—আমাদের খরচ হয়েছে ৭০৲ টাকা—বন্ধুদের ভেতর ৫ জন কি ৬ জন ১০/১৫ টাকা করে প্রত্যেকে দিলে টাকাটা উঠে যায়। ব্রহ্মানন্দ কি ছিলেন, তা এই বইয়ের ভেতর দিয়ে যেমন দেখা যায়, এমন আর কিসে! বিশেষতঃ Collegeএর ছেলেদের যেমন Bible ওমনই দেয়, সেই রকম এই বই একবার দিয়ে দেখতে হয়, অবিশ্যি যে চাইবে। এ বই যাতে ঘরে ঘরে বিরাজ করে, তার চেষ্টার সময় এসেছে, তোমার সে বিষয়ে কত উৎসাহ দেখতে চাই।

ভাদ্রোৎসব ত' এখনও চল্‌ছে—কাল সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা হ'ল, আজ ক্ষিতি বাবুরও কথকতা আছে। তোমার ওখান থেকে লোভ হচ্ছে না? এখানে থাকলে বিনয় ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে যেত।

আশা করি, সকলকে নিয়ে ভালই আছ।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(৪৯)

৮২ নং হ্যারিসন রোড

কলিকাতা

১৫ই নবেম্বর

ভাই ধনী

তোমার চিঠিখানি না পেলে, তোমাকে বোধ হয় আর এক-খানি চিঠি এর আগেই লিখতাম। তোমার চিঠি পাওয়ার পর

আমি দার্জীলিঙ্গে দু সপ্তাহ তোমার মেজদির ওখানে কাটিয়ে এখানে ফিরে সিমুলতলায় গিয়েছিলাম, সেখানে তিন রাত্রির ছিলাম। তোমরা রেঙ্গুন থেকে চাটগাঁয়ে এসেছ শুনেছিলাম, কাল মণিকার কাছ থেকে ঠিকানা চেয়ে পাঠাতে তিনি রেঙ্গুনের ঠিকানা দিয়েছেন, তাহলে সেখানে ফিরে গিয়েছ, ছেলেপিলে নিয়ে ভাল আছ ত? Wyllie কেমন, তোমার শ্বশুরের শরীর ভাল নয় শুনেছিলাম, তিনি কেমন আছেন; তোমাদের যে কলিকাতায় আসবার কথা শুনেছিলাম, কি হল? এবার তোমার বাবার জন্মোৎসব ভাল করে হয়, আমাদের ইচ্ছে—তোমাদের বাড়ী ত খালি, ভোঁপল বোধ হয় এর ভেতর আসবেন, জানিনে তাঁর কতটা উৎসাহ হবে। আমি তাঁকে, আর তোমার দিদি, দাদা সকলকে বলেছি, লিখেছি যে, তোমার বাবার জন্মোৎসব অন্যবারে যে রকম হয়, তাতে সর্ব্বসাধারণ যোগ দিতে পারে না, দেবালয়ে উপাসনা হয়, তাতে উমানাথ বাবু, মহেন্দ্র বাবু, আর ঘরের দুচার জন ছাড়া কেই বা আসে; ভগবান্ যে তোমার বাবাকে সমস্ত ভারতের জন্য—সমস্ত জগতের জন্য পাঠিয়েছিলেন, তা কি আমরা ভুলে যাব? ছেলেরা কল্পতরু পেয়ে যদি আনন্দিত হয়, তাদের জন্য তাই হোক, বুড়োদের জন্য কিছু চাই। দেবালয়ের উপাসনায় যাতে পাঁচ জন যোগ দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা চাই, সর্ব্বসাধারণে শিক্ষিত (educated) যাঁরা, তাঁদের কাছে তোমার বাবার জীবনের কথা বলতে হলে একটা public meeting করা চাই, গরীব দুর্ব্বিদের খাওয়ান চাই, তাছাড়া ভাল রকমের আমোদ চাই; এবার এসবের কিছু কিছু আয়োজন হচ্ছে, সাধারণের জন্য

মন্দিরে ইংরেজীতে উপাসনা হবে, তাছাড়া একটী public meeting হবে Calcutta University Institute Hallএ, সুন্দরী বাবুর নৌকাবিলাস হবে। আমার বোর্ডিংএর ছেলেদের কেউ কেউ বিশেষ উদ্যোগী হয়ে নিজেরা রেঁধে গরীবদের খাওয়াবে। এই সব কাজে খরচ আছে, ৫০০ গরীব খাওয়াতে (লুচি, তরকারি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি) প্রায় ২০০৲ টাকা পড়বে, Meeting টিটিংএরও খরচ আছে, প্রায় ২৫৲।৩০৲ টাকা হবে, তোমার দিদিদের দাদাদের লিখেছি। অনেক বাজে খরচ হয়, কিন্তু এই জন্মোৎসবে যিনি যত মুক্তহস্তে ভাল খরচ করবেন, তিনি তত স্বর্গের সম্বল লাভ করবেন।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(৫০)

৮২ নং হ্যারিসন রোড

কলিকাতা

১৮ই নবেম্বর

ভাই ধনী,

এর আগের যে চিঠি খানা লিখেছি, তা বোধ হয় পেয়েছ। সব খবর ভাল তো? কাল কমলকুটীরে জন্মোৎসব বিশেষ ভাবে হবে, আজ public meeting হবে, কাল ভোঁপল এলেন, আশা করি লোক জনের অভ্যর্থনার ভার তিনি কতকটা নেবেন; কিন্তু খরচ

পত্রের ভার বেশী ভাগ তোমার দিদি নিলে, আর তোমরা সব কিছু কিছু নিলে ঠিক্ হয় না? কাঙ্গালী ভোজের (ব্রহ্মানন্দ-ভোজ) খরচ প্রায় ২০০৲ টাকা হবে, তার পর রাত্রে ভদ্রলোকদের খাওয়ান, সেও প্রায় ২০০৲ টাকা পড়বে। কাঙ্গালী ভোজের টাকা ছেলেরা বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করে কিছু তুলবে, বাকি তোমাদের কাছ থেকে আশা করাই ঠিক্ নয়? আশা করি, নিজে ভাল আছ। তোমার মেজদিরা এসেছেন, কাল তাঁর ওখানে উপাসনা ও খাওয়া হল।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(৫১)

৮২নং হ্যারিসন রোড

কলিকাতা

২রা ডিসেম্বর

প্রাণাধিক,

প্রাণের কথা, মনের কথা এমন সহজ করে', সুন্দর করে' আর কে বলবে? তুমি চিরজীবী হও—আরও "সহজ ভাব" লেখ—তোমার লেখা পড়ে অনেকের উপকার হচ্ছে—আরও অনেকের হবে—সরস্বতী তোমার সহায় হোন।

তোমার

নালুমামা

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র রায়

(৫২)

৮২নং হ্যারিসন রোড
কলিকাতা
৪ঠা ডিসেম্বর

প্রাণাধিক,

আসচে সপ্তাহে সোমবারে সাধু অঘোরনাথের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক—তুমি যে তাঁর ভাইপো, তা আগে তেমন করে' মনে হয় নি—এবার হচ্ছে—তাই বলছি, যদি তাঁর বিষয় কিছু মনে আসে, তাহ'লে আসছে সপ্তাহের Worldএর জন্যে লিখবে কি ?

তোমার
নালুমামা

পুঃ—রবিবাবুর ইংরাজী গীতাঞ্জলি পেয়েছি—তুমি কি দেখেছ ? আর একটা কথা—তোমার Ramblings (including Ravings!) যা Worldএ ও Unityতে বেরিয়েছে, তা এক যায়গায় করে' Theistic Conferenceএর ভেতর ছাপালে কেমন হয় ?

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র রায়

(৫৩)

৮২ নং হ্যারিসন রোড
কলিকাতা
৫ই ডিসেম্বর

প্রাণাধিক,

তোমার চিঠি ও লেখা 'on conference' পেলাম—নৃপেনের remark শুনলাম—নৃপেন আর লেখেন না কেন ? তুমি যে লিখেছ, তোমার মেয়াদ ফুরিয়েছে, তার মানে কি ? তোমার লেখা

তোমার জন্যে, আমার জন্যে, আরও অনেকের জন্যে ভারি দরকার—আমার এক একটা আশা ও প্রার্থনা তোমাতে পূর্ণ হচ্ছে—রবিবাবুর গানের অনুবাদ চাই—আমাদেরও (ত্রৈলোক্য বাবুর) গানের অনুবাদ চাই—আচার্য্যের প্রার্থনার অনুবাদ চাই—এ সব কে করবে ?

তোমার

নালুমামা

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র রায়

(৫৪)

৮২নং হ্যারিসন রোড

কলিকাতা

১৬ই ডিসেম্বর

প্রাণাধিক,

এ সময় এখানে কাজের লোক সকলেই ভয়ানক ব্যস্ত—Ramblings যদি ছাপান হয়, proof ভাল করে দেখে দেওয়ার ভার তোমার নিজের নেওয়া দরকার। Unityতে যা যা বেরিয়েছে ও Good Friday Thoughts পুরাণো World থেকে বার করা সহজ হবে কি না জানিনে—তোমার কাছে যদি সে সব থাকে, তাহ'লে তাই registered করে পাঠালে আমরা ভাল কোন pressএ দিতে পারি। ভাল করে' ছাপানো খরচ যথেষ্ট হবে—আর ছাপাতে হ'লে ভাল কাগজে ভাল করে' ছাপানই উচিত—press এর bill বোধ হয় by instalments শোধ দেওয়া যেতে পারে। একটা কথা কেমন লাগে ? আমার হাতের লেখা আজকাল একটু

জড়ানে হয়েছে—তার কারণ অনেক লিখতে হয়, আর সময়ের অভাব—তোমার হাতের লেখা printer, proof-reader সকলেরই কাছে হেঁয়ালির মত—প্রতাপ বাবুর লেখা দেখে একজন printer বলেছিল—"মশায় এ কি বিধাতার লেখা ?"—তোমার হাতের লেখা আর একটু intelligible হ'লে আমাদের, বিশেষতঃ আমার অনেক সময় বেঁচে যেত ! !

তোমার
নালুমামা

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র রায়

(৫৫)

All India Theistic Conference, 1912
Ram Mohan Ray Seminary
Bankipore, 26 Dec., 1912

প্রাণাধিক,

কলকাতা থেকে ছাড়বার সময় তোমার Master Charlatan পেলাম—আমি কাল এখানে এসেছি—মন্দিরে Christmasএর উপাসনা ত্বুবেলা হোল—আজ conferenceএর উপাসনা হেরম্ব বাবু ক'ল্লেন—Dr. Mallick সভাপতি হয়েছেন, বোধ হয় শুনেছ—আজ তাঁর বক্তৃতা হল—কাল আমার উপাসনা করবার কথা—পরশু যদি সব হ'য়ে যায়, তা হলে সেই দিনই কলকাতায় যাব—তুমি যে লিখব না বলে আবার লিখলে ভালই কল্লে—যখন লেখা আসছে, তখন লিখবে না কেন ? "যো আপ্‌সে আ'তা আনে দেও" !

তোমার
নালুমামা

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র রায়

(৫৬)

Congress Camp P. O.
Bankipore, 28 Dec., 1912

কাল তোমার আর একখানা চিঠি পেলাম—Delhi Outrage এর খবর কলকাতায় যে রাত্রে পেলাম, তার পরদিন Viceroyএর Private Secretaryকে একখানা telegram করি—তখন কোনো meeting করে' অনেকের indignation প্রকাশ করবার কথা মনে হয় নি। তাড়াতাড়ি চলে আসতে হল. কাল কি পরশু কলকাতায় ফিরে গিয়ে কিছু করা বোধ হয় too late হবে। কাল Theistic Conferenceএ আমাদের লোকই বেশী ভাগ বল্লেন—সকালে আমার উপাসনা হল, রাত্রে যে সব প্রবন্ধ পড়া হল, তার ভেতর যামিনী, দেবেন সেন, হাজারিলাল, হাসারাম ছিলেন; বাকি দুজনের নাম Mr. Shiraz (Bahai movement) আর Mr. Shinde—তুমি ও নৃপেন থাকতে যদি!

তোমাদের

নালুমামা

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র রায়

(৫৭)

৮২ নং হ্যারিসন রোড

কলিকাতা

৩০শে ডিসেম্বর।

প্রাণাধিক,

আজ সকালে বাঁকিপুর থেকে ফিরলাম। সেখানে তোমার আরও একখানা চিঠি পেয়েছিলাম, তা'তে The Bugle Call

আছে, বেশ! বেশ! মাঘোৎসবে এসে যদি ঐ bugle বাজাতে পার, আরও ভাল হয় and may God—the God of the New Dispensation—bless you, and bless you and always bless you!

তোমার

নালুমামা

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র রায়

(58)

S. S. "Rewa"
12 September, 96
Saturday

Dearly Beloved Brethren,

Last Saturday it was my privilege to speak to you a few words from the heart in view of my coming departure then. And to-day I am on the bosom of the wide, wide sea. Day before last we left behind us the last faintest trace of land, the last faintest sight of any other ship in these trackless waters. And now the weather not being rough though the sky is cloudy, alone the ship which carries me sails merrily or I might say mightily along. Such a triumphant career through the buffetting billows of this unbounded deep is a sight for me to contemplate with joy, with wonder and with emulation.

Brethern, since bidding you goodbye near Chandpal's ghat, if you ask me of what, of whom rather have I thought often and often, well I should say, of you, of each and all of you. Before leaving you, when I thought of my coming departure my heart became exceedingly sorrowful and I had no words to tell you what I felt. I have often asked myself if it were possible for me to live without the love and good will which you all bear me, and I have as often felt in reply that you are part of my being, part of my life, and I might as well think of living without God in God's world as think of living without you in an atmosphere which is filled with your love and good will towards me. Oh it is a blessed, blessed privilege to live and breathe in such an atmosphere, and I thank God for it.

My brethern, I have had no sickness to speak of during the last three days and I hope I shall have none before reaching Madras tomorrow. If there be any I think it will not be from the rolling or reeling of the ship which I am perfectly enjoying but from the smell and taste of the food which I now and then take. And if not for my health I fear for nothing else. I have managed to get on with such food as I can take, and if I can manage to get on in this way the rest of the voyage it will be very well for me. Here in this ship every body seems kind to me from the Captain downward, I am thankful to say. And when I am in distant

England I do not know how it will fare with me. If her climate and the food that she will give me keep me up all right, well, may Heaven bless her. If not, I will trust in that Heaven and will do what He will bid me do.

As I am getting far and farther from you in space, is it not true that in spirit I am drawing near and nearer to you ? If the eyes are windows of a man's soul I flatter myself that I have got glimpses into your souls which make me believe that by trusting in the common Father and in the brotherhood which knits us all together I shall be carried safely through all the trials that are in store for me. O my brethren, each one of you has been such a help to my spiritual growth, such a new revelation to me of the mysterious God, that my trust is deepening more and more that I shall never, never feel altogether alone wherever I may happen to be in this wide, wide world. Without your best wishes, without your anxieties on my account, without your deepest thoughts, aspirations and experiences expressed in whatever way you find ready for you, without all these and more what am I or who am I that I should think I can do anything? Believe me I cannot. I pray, therefore, my beloved brethren, deny me not those privileges, which you have allowed me hitherto, though I shall be far, far away from you. When the overland mail can carry messages from India to England in three weeks'

time what should prevent you from writing to me as often as you ought in order that I may say "Amen" to your deepest prayers, that I may invoke God's blessing on all your most earnest endeavours, that I may join with you in all the sweetest hymns that you sing,—in short that I may feel that I am with you and you are with me and, though separated from each other by miles and leagues, we are yet one in spirit, one in truth, one in the love which knows no separation.

It is getting dark now. The sun has just gone down. I shall not write more. I wish I could write to each of you separately. Certainly I shall do so if I am well and find time. This being Saturday evening let me pray with you in spirit. And may God's grace be with us now and always.

Yours Ever
One of You.

Members of Young Men's Prayer meeting.

(59)

S. S. "Rewa"
19 Sep. 96.
Saturday.

Dearly Beloved Brethern,

Since writing you on last Saturday I have got on as well as I could. I have seen Madras and Colombo on the way and I hope you have heard of my safe arrival at both these places. Colombo is a very

fine place and I do not remember to have seen a finer place than it. I have already been ten days on the sea and this is the eleventh day. We expect to reach Aden before Friday next, and I shall post this letter there so that when you receive this I shall have left behind me the seas of Asia and be on the seas of Europe. And I have no idea when you will hear from me next.

Excepting God's company and that of the books I have with me, I have had no other company to speak of in this ship. For though I see about me men, women and children, it seems their thoughts travel one way while mine another. I have written separately to as many of you as I could and I mean to write to as many more as I can. This has been a privilege for me which I could not value too highly in my present situation. For when, though there are persons so near me there is not one to whom I can open my heart, is it not a blessing to have persons, though very far from me, to whom my heart opens, to whom my thoughts go and with whom they long to remain? Yes, it is, and I am thankful for it.

Believe me, my dear brethern, I have often longed to be with you, felt the want of your company, wished that I had about me those dear familiar faces which my eyes loved to look on, and were it not for the thoughts with which God blesses me, the hopes with which He inspires me, the ideals which He

bids me be up and look up to, I would feel very, very sad and lonely. But then He is saying, I am always with thee. Of him I spoke a word or two on that Saturday preceding my departure. Of Him I wish to speak again and again. And who or what else is there of whom or of which if one began to speak he could speak on and on and never end, of whom one could not speak long but all speech soon ended in silent worship, in heart-felt prayer, in loving surrender of self? O my beloved brethern, how little have we learnt to reverence God to stand in awe of His presence, to adore His perfections. We speak of praising Him, of trusting in Him, of loving Him. Alas: if we knew what it was to praise Him, to trust in Him, to love Him we would not think that we ever praised him, trusted in Him or loved Him. I think I am not very wide of the truth when I say that we are very near knowing all that. By trusting alone we know what trust is, by loving what love is. But if instead of doing that, we travelled the whole earth round, we would come back to our home no whit nearer the knowledge we went out in search of. And yet it lay all the time very near us.

I hesitate to speak of this knowledge, and, though I should be the last person to deem myself in any way worthy to speak of it, yet no matter being nearer to my thoughts now, nor pressing itself more strongly on them, I think I ought not

to put off speaking of our relations to God through trust and love. Sweeter, deeper, holier relations never existed than those between man and God. It is time, my beloved brethern, that we shoved aside all false prudence, false shame, false fear and whatever stands between us and God, and saw Him face to face, trusted in Him as never man trusted before and loved Him even as He loves us. O: for words to tell you how very deeply unworthy we are to speak of Him at all whom we adore saying, Thou *art*. And when He *is* and is so all—knowing, so infinite, so good, so great, so holy, so blessed, what was it that ever drove us to books or men to be told how to trust in Him? What was it, I ask in all earnest, that ever made us look to the right or left, to the past or the future for a measure of our trust in him? It was nothing but *want of trust,* my friend, it was that and nothing else I repeat. My brothers, the past can tell us through its history how others have trusted in God ; great men living now can tell us how *they* have trusted in Him. But neither the past nor the great men living in the present can tell us how *we* are to trust in Him. Let us hourly thank God for all great men dead or living who have declared His glory and been witnesses of it. But God demands of us something more than this gratitude. He demands that we should trust in Him now and here, without looking to the right or left, the past

or the future, without any "Because and Therefore," without any why or Wherefore.

Was it not said of old "Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding"? This is the time for that trust with all our heart, *i.e.*, whole-hearted trust and not half-hearted. We all *want* in this trust. This is our first, fatalest sin, this want of trust in God. How can we be freed from this sin? How? In no other way save by *trusting whole-heartedly* now and here in Him of whom we say, He is. Here we have both the means and the measure, *trust* is the means and *whole-hearted* the measure. There is no other means, no other measure, and let us not look for any other means or any other measure.

Let me quote from the Bible again: "Every word of God is pure; He is a shield unto them that put their trust in Him. Add thou not unto His words, lest He reprove thee, and thou be found a liar." In these words we are reminded of the purity of our relations to God. When we have once seen Him and trusted in Him we are to trust Him ever afterwards. We know in whom we have trusted. Do we not know that? I do not say that we know the unknowable, that we have trusted in a visible being. I say that He in whom we have trusted is unknowable, is an invisible Being. And is not this knowledge sufficient for our purposes? Is not this knowledge the one thing needful to

begin our lives with? Is it not the foundation on which to build our lives? We can not pretend to more knowledge of God than what he gives us in response to our trust in Him, to our earnest seeking after Him. Out of the mysterious deeps of His being He called us into existence, out of the abundance of His love He gave us life. Are any words necessary, therefore, to teach us to trust in Him?

My beloved brethern, I need not write more to make you feel what I feel about our relations to God. Without more ado let us all humbly put our trust in Him. He will be a shield unto us all. Safe in His fatherly keeping we shall dwell as brothers, trusting each other, loving each other. And when we have once trusted Him let us not dare add unto His words lest He reprove us, and we be found liars.

It is Monday morning when I finish this letter. Before another Saturday we shall have passed Aden and I hope I shall write to you again before we reach Naples. Meantime may God's grace be with us all.

Ever Yours'

One of you.

To Members of—Y. M. P. M.

(60)

S. S. "Rewa"
3 Oct. 96.
Saturday

Dearly Beloved Brethern.

Since writing you last we haye passed Aden, Suez and Portsaid, and we are now sailing over the Mediterranean. The sea has been calm mostly and very calm here and there: so calm that I wished you were with me to look on its face. Nowhere was the sea very rough ; here and there only it was a little troubled. My voyage at the beginning seemed to me a long one, and now that I am near ending it, it seems to me a very short one.

After we had left Colombo far behind us and were nearing Aden the voyage began to be more and more interesting. Far from Colombo to Aden the voyage lasted more than a week, and after about a week's sight of "water water everywhere" it was such a relief to sight land so often. I wish I had not forgot the little of History and Geography that I had learnt at school. I wish I had learnt more of them and remembered it all. As we were nearing Aden there was a rock here and a rock there raising its head above the waters—there was land visible at a distance. I wish there was some one to tell me the history of these places. If it was

the north-eastern coast of Africa that we were sailing along, the fact had thoughts enough for me. Aden itself could not but be of interest deep as human nature. And the Red Sea through which we passed would have awakened thoughts in any one who knows its importance in ancient history which I am ashamed I am ignorant of. In the south part of it are a number of small islands, I have lately learnt from a book, and among them a group called the "Twelve Apostles." I do not know if any of you have any interest to know that there is a Shadwan Island in it about 10 miles of which is the reef on which the Carnatic was lost in 1866. But you have interest perhaps to know that while in the Gulf of Suez the Sinaitic Range could be seen though Sinai is hidden by intervening ranges. The history of the Suez Canal was not known to me, or knowing, I forgot it. To me it is interesting to learn that "the idea of joining the Red Sea and the Mediterranean, originated at the close of the last century by Napoleon Buonaparte, was first put into a practical shape by M. de Lesseps in 1854, when he obtained from the then Viceroy, Said Pasha, an Act of Concession empowering him to construct a canal. This was modified and renewed in 1856, and in April, 1859, excavation was commenced. In November, 1869, the canal was completed and the two seas united." Leaving Suez, in passing

through the Suez Canal, the steamer slackened its speed and, after a day's voyage, we reached Port Said. The total length of the Suez Canal is 102 miles.

I write all this because I feel a greater interest in my situation now than I did at the commencement of the voyage. Leaving behind me the last point of touch with Asia I am on the waters of Europe. And yet on the Mediterranean there is nothing to tell me, excepting my watch and my diary, that I am far away from the Bay of Bengal. My brethern, this is a novel experience to me. The sea is one even as God is one. The sea surrounds land even as God encompasses us all. The sea is all water even as God is all love. Mighty rocks are buried in it, giant ships are easily drowned in it, huge leviathans live in it, and yet look on its surface, it is water and nothing else. Even so are mighty wills and giant intellects easily dissolved in God's love. Living on land we divide it into parts and say, This is mine, That's thine, and quarrel and fight if you encroach on my portion or I on yours. But let us come out into the open sea and see and say if we can divide it into parts and quarrel over them. Standing on the authority of the past, of written books or spoken words, we divide God's Truth into doctrines and say, This is mine and That's thine, and quarrel and fight over them. But let us once come out into the ocean of

God's love and see and say if we can divide it into parts and say This is mine and That's thine, and quarrel over them.

From of old the sea has resisted all puny attempts at bending it to our wills such as the earth could not. And there it is still reminding us of the ages that are gone by, the ages that have made it what it is, that have brought it down to our age. It is older than we are, older than our fathers, our forefathers and the very remotest ancestors of whom we have any record. And yet geologists would tell us the sea had a beginning, and I should not be so foolish as to pursue my comparison of it with God's love farther than I have done. Older than the sea, older than anything that we see and consider as the oldest thing on earth, is God's love. What a thought is that!

My beloved brethern, the sea had a beginning, its depths have been measured; it has bounds. "Hitherto shalt thou come, but no further; and here shall thy proud waves be stayed." But what bounds has God's love? Have its depths been measured? Had it ever a beginning? Unbounded and boundless, with depths unmeasured and unmeasurable, without beginning and without end, God's love is here as there, now as then, older than anything we know, newer than anything we see pure, all-seeing, true, beautiful, almighty and eternal. Should I hesitate to speak of it? Yes, let

us all pause a while and look with reverence on what is, was and shall ever be.

My brethern, instead of trying to write to you on the subject, I wish you were all with me at my *upashana* this morning and evening and we felt together what manner of love is that which God loves us with. That which was before we saw light, before the first man was created, is even here and now encompassing us all! That which melted Buddha's heart, that which filled Jesus soul, that which maddened Chaitanya, is not that very thing—the eternal love of God at our door to-day, begging leave to enter our homes? Is it not inviting us to taste of its sweetness, refresh ourselves at its fountains, purify ourselves by its fire, bathe ourselves in its ardours, fill our hearts with its enthusiasm, strengthen our wills by its power, and open our eyes by its touch, so that we might see who is it that begs at our door? O! it is God. It is He, whether we recognise Him or not, *is*. It is He who, whether we know Him or not, knows us. It is He who, whether we love Him or not, loves!

My brethern, consider His eternity. Binding in one unending chain the remotest past with the nearest present He who was of old, is now and shall ever be! Why should time and space deceive us so easily? Does He not fill all time all space? Is he not present everywhere and always? Do we not live, move and have our being in Him?

Why then should we waste our time with vain imaginations when the sweetness of God which is eternal is so near us? And is it not nearer to us than hands and feet, nearer than breathing? O my beloved brethern, here I can not say what I feel. If tears had language I could attempt to describe to you the love of God. Strange that any words are necessary to make each one of us feel what is the deepest truth with respect to himself, that God loves him. O! was ever sweeter, holier, diviner truth communicated to me? I am an off-spring of God: we are His offspring; He loves us all; He is *ours.* My brethern, feel through every sentence more than I can express. We knew not each other: He has made us know each other. We did not meet together: He has made us meet together. In time past we were not a brotherhood, but now we are one. "Should we not shew forth the praises of him who hath called us out of darkness into His marvellous light?"

This is the light of the New Dispensation into which we are born. My brethern, let us not quarrel about the past which has been for His sake who is; let us not be anxious about the future that will be, for His sake who is. Dearly beloved, let us lay aside all meddling with things which belong to God, and as *"new born babes* desire the sincere milk of the truth" that has been revealed to us, that we may grow thereby.

And this is the truth that God loves us, that He has called us together that we may live together loving each other. The place where we meet to pray is our prayer-meeting, the fraternity which we form among ourselves is *our* fraternity, evevy brother who is given to us is *our* brother, and He who gives us a brother is *our* Father. O! what a glorious privilege is ours! He who can call any bit of ground *his* and has a genuine love for it which he has not for another bit of ground, let him live and die in that bit of ground, it will be well for him. To be able to love anything as one's own is a privilege which is worth all one's earnest prayers and efforts. Brethern, let us learn to value the privilege that's ours. We can call God *our* Father. The earth is *our's,* the sky is *our's,* the ocean is *our's,* and the place whither I am going is *our* Father's home in the west.

It is Sunday evening when I write this. The sun is just setting behind clouds through which his glory shines. There is a hill near by rising above the waters and higher than the clouds which float about it. It is a more interesting thing than I imagined. It is a volcano named Stromboli and I see it belching fire and smoke. We passed by Sicily this afternoon and are nearing Naples which we reach early tomorrow morning. I shall post this letter there. From Naples we sail direct to London and I do not know when I write to you again.

Beloved let us love each other; This beautiful earth, let me repeat, is *ours*; the sky which encompasses us is full of *our* God; the present moment is *ours*, let us make use of it in the way *our* Father demands of us.

I feel I have not expressed myself half so well as I wished I could. But I pray that you may all feel more than I have expressed, and may God's grace be with us all.

Ever yours,
One of you.

To Members of Y. M. P. M.

(61)

To
Jnanendra Mohon Sen,

Oxford,
29. Dec. '96.

Dear dear Jnan Baboo,

Your kind letter is very welcome. I had often thought of writing to you but could not perhaps because I had no time.

I have begun a letter to my prayer meeting friends which, if I can finish it, will give you some of my experiences here.

I must heartily thank you for the many (or few?) welcome news which you communicate.

It would be a good thing if you could revive the "Morning Star".

Yes, I shall be happy to hear that you gave Mr. Harwood a hearty welcome—I have heard from Nolin mama about his accommodation at the India Club.

Very sorry to hear of Protap Baboo's health being bad. I hope to hear he has recovered.

Thank the members of "Our Fraternity" for resolving to have a library. I shall be happy to help them from here if I can. Yes, nothing will give me greater pleasure than to learn that you meet more than once a week for *Upashana* and other good purposes. May God bless all your good resolves !

My love to Sarala and blessings to the little ones who, I am happy, remember me—May God bless them all !

Yours always
Naloo.

উৎসর্গ

(১)

Peace Cottage
84 Upper Circular Road
Calcutta, 9 February 1930

ভাই সরলা,

আমিও কাল রাত্রে তোমাকে যাত্রায় দেখে আনন্দিত হ'য়েছিলাম—উৎসব যা'তে শেষ না হয়, তাই এ লেবু সন্দেশ উপহার পেয়ে আরও আনন্দিত।

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সরলা সেন

(২)

পাটনা
২৫শে জানুয়ারী, ১৯২৯
১২ই মাঘ

আজকের দিন যে সব কথা মনে আসছে, তার ক'টা কথাই বা সকালের উপাসনায় বলতে পেরেছি—এসেছিলেন আমাদের প্রায় সকলেই—কিন্তু কি নিয়ে গেলেন জানিনে। উপাসনার পর সেই বারাণ্ডায় বসে প'ড়ছিলাম লিখছিলাম। এত বড় মাঘোৎসব কলকাতায় প্রতি বছর করে' থাকি—এ বছরে সেখানে সশরীরে নেই—যাঁরা আছেন, তাঁদের ভেতর উৎসব কেমন হ'চ্ছে, তার খবরও রূড় নেই—প্রতি বছরেই উৎসবের সময় নতুন কাপড় পাওয়া

যায়—এ বছরে তাই বা কই ? তার উত্তরে কাল একজোড়া নতুন কাপড় পাই, খানিক পরে দেখি, একখানা নতুন আলোয়ান এসেছে, আজ সকালে তাই পরে উপাসনা কল্লাম—কিন্তু এ নববিধানের কথা কি বলা আরম্ভ হয়েছে ? পরশু ব্রাহ্মিকা উৎসব ছিল—প্রতি বছরে ঐ উৎসবে কত কথা বলে থাকি—এবারে এখানে বসে' কি কল্লাম? এখানকার ভাই বোনেরা সহজে আনন্দের উৎসব তো করবেন না—আর যিনি উৎসব দেন, তিনি উৎসব না দিয়েও ছাড়বেন না—তাই রোগের উৎসব, শোকের উৎসব হ'চ্ছে। আরতির দিনে অকিঞ্চনের বাবা এখানে সন্ধ্যায় গান টানে ছিলেন —শেষ গান শেষ হ'তে না হ'তে খবর পেলেন, অকিঞ্চনের মা'র কথা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে—দু তিন দিন সেই অবস্থায় থেকে শুক্কুর বারে দেহমুক্ত হলেন। এই উপলক্ষে তাঁর পরিবারে প্রতিদিন উপাসনা হয়, সেখানে যা বলবার সুযোগ পাই বলি—বাকি এখানে এসে পড়ছিলাম, লিখছিলাম। তোমার কাছে বোধহয় উপদেশ সব আছে—নবম ও দশম খুলে দেখছিলাম, "ব্রাহ্মিকা" বলতে, আর্য্যনারী বলতে কেশবচন্দ্র কি দেখতেন ? "ভাই ভগ্নী", "পুরুষ-প্রকৃতি নারী-প্রকৃতি", "পতিভক্তি", "দীক্ষিতা ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ", "ঋণ পরিশোধ", "মহাভাব", "সংসারে স্বর্গভোগ", "আদর্শ চরিত্র", "আর্য্যনারীদিগের প্রতি আচার্য্যের উপদেশ", এই গুলো দেখলাম, যে গুলো কতবার দেখেছি, সে গুলো আবার দেখলাম—তা'তে কত কি আগে তেমন করে' দেখিনি, তাও দেখলাম—"স্বর্গের ভক্তগণ, হরিকন্যাগন, তোমরা প্রেমোন্মত্ত হইয়া হরিনামগুণ গান কর। ব্রহ্মকন্যা, তুমি তোমার

অবিভক্ত প্রেম এবং অচলা ভক্তির আদর্শ দেখাইয়া আমাদিগকে ভক্ত ও সুখী কর। এখন হরিকন্যার ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে কেহই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধার্ম্মিক হইতে পারিবে না, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্ম না হইলে এ জীবন রাখিবার প্রয়োজন কি?" (৯ম ভাগ, পৃ ১৬৮)।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(৩)

পাটনা

২৯শে জানুয়ারী, ১৯২৯

নববিধানের স্নুহু মানে কত কি, তা কি তুমি জান? তুমিও জাননা, আমিও জানিনে—যিনি জানেন, তিনি নববিধান-জননী। শ্রীকেশব তাঁকে দেখেছিলেন, তাই সকলকে জিগ্‌গেস্ করেছিলেন, "আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল সত্য করে'?" এখন তিনি আরও ভাল করে' দেখছেন, আর তোমাকে, আমাকে, আমাদের সকলকে নতুন করে' সেই প্রশ্ন ক'চ্ছেন। তুমি যে নববিধানের ঘোষণার দিনে আমাকে দু লাইন লিখলে, তোমার আর প্রিয়বাবুর দু লাইন পরশু শোকের উৎসব থেকে বাড়ী ফিরে এসে পেলাম—সে দিন তো কলকাতায় সমস্তদিনব্যাপী উৎসব— "১৯শে, ১৭ই, ১২ই" পৃথক করা মুস্কিল, এর ভেতর 'নববিধানের স্নুহু'র একটা প্রাণের কথা পাওয়া গেল—আমারও মন সায় দিয়া বলে, "তুমি যদি ঐ সব দিনের মত প্রতিদিন না নতুন জন্ম পাও,

কাউকে মুখ দেখিও না"। আজ আর্য্যনারী-সমাজের উৎসবের দিনে জননী যে কথা মনে করিয়ে দিলেন উপাসনার সময়, তাই নানান্ রকমে প্রকাশ কর্ত্তে চেষ্টা কল্লাম—সেই মাকে তোমরা ভাল করে' চিনে আমাদের চিনিয়ে দিলে, তোমরাই নতুন আর্য্য-নারী হ'যে আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা পাবে।.........

তোমাদের

নালুদা

(৪)

পাটনা

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯

১লা ফাল্গুন

আজ হরিসুন্দর বাবুর দিন—সত্যসুন্দরের বাসায় উপাসনা কর্ত্তে হল—আজ যে উপাসনায় পেয়েছিল—সে উপাসনায় পেয়েছিল, না, হরিসুন্দরে পেয়েছিল? সত্য যখন গাইলেন, "হৃদয়-পরশমণি"—মাতৃস্তোত্র পাঠ হ'ল—তার পর ভাগবত থেকে বেছে বেছে শ্লোক পাঠ হ'ল—তারপর "একদল সাধকের প্রয়োজন" ('উপদেশ' ৮ম ভাগ) থেকে কিছু কিছু পড়া হ'ল—তারপর আচার্য্যের প্রার্থনা "হরিধন সর্ব্বস্ব" (কমলকুটীর, ২য় ভাগ) পড়া হ'ল—তারপর আমার প্রার্থনা, আর শেষে "কর প্রাণ-পণে নববিধান সাধন রে"—মনে হ'ল, বাঁকিপুরে এসে এই প্রথম উপাসনা হল—তোমরা যে ত্রৈলোক্য-উৎসব কল্লে (১০ই), তার ঢেউ এখানে এসে লাগল—যে নববিধানের প্রাণের ভেতর থেকে

ঐ গান বেরিয়েছিল "বিশ্বাস-নয়নে দেখ ভবিষ্যৎ পানে রে, উড়িছে নিশান কত বিবিধ বরণে রে—নিরাশ হইও না কেহ, ভেবনা ভেবনা রে, আসিবে আবার কত আমাদের জনরে। আসিছে ঐ দলে দলে ভাবী ভক্তবংশরে—নবরূপে নববেশেরে!" "সেই নববিধানের স্বপ্ন" মানে কত কি তা কিছু কিছু দেখেছ—আরও নির্ভরদির সঙ্গে মিলে দেখ.........

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ।

(৫)

হাজারিবাগ
৯ই এপ্রিল, ১৯২৯

......তোমাদের ওখানে যে এবারে এত গুলো উৎসব হ'ল, আনন্দের বিষয়—হরিদ্বারে যাওয়া, হৃষীকেশে নাওয়া, সেই Clock Towerএর কাছে দোল পূর্ণিমায় উপাসনার পর ফুটকড়াই খাওয়া শুনলে মুখ দিয়ে লাল্ পড়ে—তবে ঈশাকে নতুন করে', শ্রীগৌরাঙ্গকে নতুন করে' কতটা পাওয়া হ'ল, তাও জানা চাই। আমার তো এতগুলো উৎসব বাদ পড়ে' শেষে এখানকার উৎসবে একটু যোগ দিতে পেয়ে কিছু তৃপ্ত হলাম—কিন্তু পূর্ণ তৃপ্তি কবে হবে? এ সব ভাসা ভাসা উৎসব মনে হচ্ছে—এতে আশ মিটছেনা—তোমার জন্যে যে সব কথা মনে আসে, সব লিখতে না পাল্লে লিখতে সাহস হয় না—যে যে দিন উপাসনা উৎসব মনে হয়, সেই সমস্ত উৎসবটা তোমার বুকের ভেতর না দেখতে পেলে উৎসব কি? এখানে Good Fridayর দিন, তার পর শনি, রবি, সোম চারদিন যে

উপাসনা হ'ল, তা কি তোমার ভেতর গিয়েছিল—পাটনার প্রশান্তের সেই উপাসনার ঘরে প্রশান্ত ও সুষমার গানের সঙ্গে, নানান রংয়ের ফুলের সঙ্গে মিলে যে উপাসনা হ'ত, তা সশরীরে তোমার বুকের ভেতরে কি গিয়েছিল—সেই গুলিই ত আমার চিঠি —তাই তার আগে যে পরেশবাবুর বাড়ীতে ছিলাম—সেই উপাসনার ঘরে আসন পাতা হ'ত, যাঁরা দেহে আছেন তাঁদের সঙ্গে দেহমুক্তদের আসনও পাতা হ'ত, আর সুন্দর সুগন্ধ ফুল দামোদর বাবু নিয়ে আসতেন, তাঁর গান, আমার আরাধনা, পরেশবাবুর প্রার্থনা মিলিয়ে যে উপাসনাকে তাঁরা উৎসব বলতেন। তার কোন কিছু বাদ দিলে কি চলত? তোমার প্রাণের ভেতর সেই উৎসব নতুন উৎসব সৃষ্টি করে' নতুন আকারে যদি আমার কাছে না আসে, তাহলে তোমাকে ভাবের ভাবুক বলি কি করে'? যদি ঈশার মরণে নূতন জীবনের আস্বাদন একটু পেয়েছ—এখন সেই নতুন সুন্নুকে চাই।......

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(৬)

Himalaya Brahma Mandir
Secretariat P. O.,
Simla, 1 June 1929.

অনেক অনেক নমস্কার,

হাজারিবাগ ছেড়েছি একমাস হ'ল—সেখানে আপনার হাতের লেখা দুখানা চিঠি পাই—তখন চিঠি পড়া বন্ধ—তাই একখানাও

পড়া হয় নি—সেই কথা মনে হ'য়ে পরশু থেকে যে আবার চিঠি লিখতে আরম্ভ করেছি, আপনাকে কখন লিখব ভাবছি, এমন সময় আপনার হাতের লেখা আর একখানি চিঠি পেলাম—তাই মনে হচ্ছে, আপনি অনেক দিন বাঁচবেন—এ চিঠিখানি পড়বার আগে তিন খানি চিঠির জন্যে অশেষ কৃতজ্ঞতা দি। হাজারিবাগ থেকে তাড়াতাড়ি দেরাদুনে যেতে হ'ল—এক শোকার্ত্ত পরিবার ছেড়ে আর এক শোকার্ত্ত পরিবারের সঙ্গে দিন কতক রইলাম। শরীর সম্বন্ধে—শরীর সম্বন্ধে এই উপকার দেখলাম, একটু একটু হেঁটে বেড়াতে পারি, এখানে যে উপকার পাব আশা করেছিলাম, তা' কিছু কিছু পাচ্ছি—ভাত, ডাল, খিচুড়ী, রুটি, সবই খাচ্ছি—হজমও হচ্ছে—পায়ের ফুলো নেই। একটু একটু বেড়াতেও পারছি—যদি ওষুধ না খেয়ে, জল হাওয়ার গুণে এহ উপকার হয়েছে, আরও যদি হয়, মন্দ কি? তাই এখন আর অন্য চিকিৎসার কথা না ভেবে পাহাড়ের হাওয়ার গুণের কথা ভাবি যদি—? এখন জুবিলির কথা বলুন—নিত্য জুবিলি না হ'য়ে হঠাৎ ৫০ বছর পরে একটা লোক দেখান কিছু করে' লাভ কি? খড়্গ, বেণীবাবু প্রভৃতির সঙ্গে মনে মনে দেখা হয় কি? এক সঙ্গে উপাসনা কোথায় কোথায় হচ্ছে? বেহারীবাবু কি মুঙ্গেরে গিয়েছেন? অবনীর মা ভাল আছেন ত?

আপনাদের

"নালুবাবু"

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুহ

(৭)

Himalaya Brahma Mandir
Secretariat P. O.,
Simla, 7 June 1929.

নমস্কার,

আপনার ৫ই এর চিঠি আজ পেলাম—তাই তো আপনি শেষে ৩নং ছাড়লেন। নতুন বাসায় পরিচিত আর কেউ থাকেন কি? আপনারা কে কে ওখানে আছেন? অবনীর মা'র পছন্দ হ'য়েছে ত? আমাদের রামবাবু, হৃদয়বাবু ঐ পাড়ায় থাকেন কি? প্রেমেন্দ্র ও দেবেনবাবু তিন নম্বরেই আছেন ত? সেখানকার উপাসনা তাঁরাই তো ক'চ্চেন? মন প্রাণ খুলে যায়, আনন্দ উথলে উঠে যে উপাসনায়, তা'তেই তো কাজ হয়। আপনি নতুন বাসায় গিয়ে সেই রকম উপাসনা পাচ্ছেন কি? তাতেই Jubilee আছে। রবিবারে সকালে যে বেণীবাবু, দেবেন বাবুর সঙ্গে মিলে উপাসনার সুযোগ পান, তাতেও Jubileeর ভাব খুলেছে, আশা করি। দুজন হোক, তিন জন হোক, নববিধানের জননীর চরণতলে যে কজন মিলবে, তাঁদেরই প্রাণের ভেতর জননী তাঁর নতুন প্রাণ ঢেলে দিয়ে তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন—বিশ্বাস ভক্তি কমে না গেলে, রোজ রোজ এই জননীর চরণতলে সকলে মিলে বসবার সৌভাগ্যের মত আর কি আছে?

আপনাদের
"নালুবাবু"

শ্রদ্ধেয়—গোপালচন্দ্র গুহ

(৮)

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির
সিমলে,
২২শে আগষ্ট, '২৯

সস্নেহের সুধা,

আজ উপাসনায় প্রথম গান হ'ল, "জয় জয় ব্রহ্মনাম—জয় ব্রাহ্মধর্ম্মবিধান"—শেষ গান হ'ল, "নববৃন্দাবনের নবলীলা দেখবি আয় তোরা"—আজ ৬ই ভাদ্র একটা বিশেষ দিন—কাল ৭ই ভাদ্র আর একটা বিশেষ দিন—এই রকম কত বিশেষ দিন আসছে যাচ্ছে—দেখতে না দেখতে আমরা ভাদ্রোৎসবের ভেতর এসে পড়েছি—উৎসব যদি দুঃখী তাপীদের জন্যে না হয়, তাহলে তা' স্বর্গের দান কে বলবে? এই সময় যেখানে রোগ শোক, সেইখানে "আমাদের তরে, আমাদের ঘরে, জননী এসেছেন আজি" গাইতে হবে—তোমাকে আমাকে সেই জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনি। সতুকে বলো, পরশু দুটো registered packet পেয়েছি—একটা কাল খুলে তোমাদের দান Donay Bible খানা দেখলাম—তার জন্যে এঁদের হ'য়ে কৃতজ্ঞতা দি'—চিঠিখানা এখনও খোলা হয় নি।

তোমাদের
নালুমামা

শ্রীমতী সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়

(৯)

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির
সিমলে,
২রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

প্রিয়তমেষু,

অনেক দিন তোমাদের খবর টবর পাই নি—কে কেমন আছ জানতে ইচ্ছে করে—আরও ইচ্ছে করে জানতে, নতুন বিধানের আলো তোমাদের ঘরে পরিবারে কেমন দেখতে পাচ্ছ। আজ তোমাদের ঠাকুরদাদার দিন—চল্লিশ বছর আগে তিনি দেহমুক্ত হন—তুমি যে ঘরে থাক, ঐ ঘরে খাটের উপরে কত দিন হাত পা ফুলে বসে থাকতে হ'য়েছিল—শুতে পারতেন না—বেলা তিনটের কাছাকাছি হঠাৎ সব ফুরিয়ে গেল, মনে হ'ল। এ তিন বছর আমি এই দিনে সিমলেতে রইলাম—আজ সকালে উপাসনায় দৈনিক প্রার্থনার ১ম ভাগ থেকে "বংশ-স্মরণ" পড়লাম। সে এ বংশের কথা নয়, নববিধানে যে বংশে জন্ম, তার কথা—এখন আমরা সেই বংশের কথা যত ভাব্‌ব, আর বংশের গৌরব রাখতে চেষ্টা করব, ততই দেখতে পাব, সে বংশের ধ্বংস নেই—সকলেই অক্ষয় অমর জীবনের আস্বাদন পেয়ে আর সব ভুলে যাচ্ছে—তোমরা সেই জীবনের আস্বাদন পেয়ে আপনাদের পরিবারে Jubilee কর!

তোমাদের
ছোট কাকা

শ্রীমান্ বিজনকুমার সেন

(১০)

ব্রহ্মমন্দির

মুঙ্গের,

৫ই মার্চ্চ, ১৯২৮

এই মাত্র মনে হোল, ভেবে চিন্তে যে সব কথা লিখি বা বলি, যে সব কাজ করি, তার মূল্য কি? অনন্ত সরস্বতী ক্রমাগত বয়ে যাচ্ছেন, সেই হাওয়ার ভেতর যা পাওয়া যায়, তাই যদি রাখা যায়, দেওয়া যায়, তার মূল্য আছে—"**The wind bloweth where it listeth ; thou hearest the sound thereof but cannot tell whence it cometh or whither it goeth"; so is every one that is** ***born of the spirit*** (সরস্বতীর সন্তান) তোমাকে বোধ হয় এর আগেও বলেছি—এই সরস্বতীর কন্যাদের ভেতর তোমার স্থান তোমাকে না দিলে আমার পরিত্রাণ নেই—উৎসবের সঙ্গে, বিশেষতঃ মুঙ্গেরের উৎসবের সঙ্গে তোমাকে না স্বীকার কল্লে সে উৎসব পূর্ণ হবে কিরূপে? তাই ভাগলপুরের উৎসব শেষ করে' এখানে কৃপা ও ক্ষিতীশকে নিয়ে এসেছি—আজ সন্ধ্যার সময় সেখানে ফিরে গিয়ে চৈতন্যোৎসব করবার কথা—এ সব উৎসবে তুমি থাকলে, সরস্বতীর কথা কিছু কিছু ধরে' রাখতে—তাই তোমার কথা মনে হচ্ছে—তা ছাড়া কলকাতা থেকে খবর এসেছে, ৩ নম্বরের বাড়ীওয়ালা এই মাসের শেষে আমাদের উঠে যেতে বলেছে—অনেক বাড়ীভাড়া জমেছে—এই সময় সরস্বতীর আদর যদি হয়—"born of the spirit"—নবশিশুর দল সৃষ্টি হলে আবার একটা নতুন সঙ্ঘ

আমাদের দিয়ে হবে সেই ভাবে গোপাল বাবুকে লিখেছি। কাল ৬ই মার্চ্চ—আর এক সুনীতির কথা মনে হচ্ছে—তাঁকেও দুটো কথা লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(১১)

ভাগলপুর,
১০ই মার্চ্চ, '২৮
শনিবার

এখানকার বাৎসরিক উৎসব শেষ করে' গেল শনিবার মুঙ্গেরে গিয়েছিলাম—সেখানে আর কিছু হোক, না হোক, সেই মন্দিরে বসে তিনখানা চিঠি লিখতে পেরেছি—তোমাকে যেখানা লিখেছিলাম, আশাকরি, ঠিক সময়ে পেয়েছিলে। সোমবার রাত্রে এখানে এসে মঙ্গলবারে পূর্ণিমার চৈতন্যোৎসব হ'ল, তার পর দিন চলে যাবার কথা—সেদিন রাত্রে এখানকার মহিলা-সমিতির উৎসব তোমার মেজদির ওখানে হবে—আমাকে থাকবার জন্যে অনুরোধ কল্লেন—রইলাম—এখন মনে হচ্ছে, না থাকলে আমিই, যাতে সমস্ত উৎসব পূর্ণ হল, তাথেকে আপনাকে বঞ্চিত কর্ত্তাম—দেখতে কিছুই নয়—ব্রাহ্মিকা-সমাজের উৎসব হ'য়ে গিয়েছে—তাতে আমাকেই উপাসনা কর্ত্তে হ'য়েছিল—

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(১২)

৩নং

৪ঠা অক্টোবর, ১৯২৮

আমি কিন্তু এখানে এসে মুঙ্গেরের কথাই ভেবেছি—সেখানে যদি পুজোর সময় একটা উৎসব হয়, কেমন হয়? এখন উৎসব ভাবলেই তোমাকে বিশেষ করে' মনে হওয়াই স্বাভাবিক—যদি শরীর মহাশয় সহায় হন, সেইখানেই যাবার চেষ্টা হবে—তবে Behold the Man ছাপান, আর ছোট খাট কাজ যা আছে, তার জন্মে আটকে না যাই—'যামিনীদা'কে telegram করেছি, প্রায় এক সপ্তাহ হোল, কোন সাড়া শব্দ নেই! আজকের দিন Salvation Armyদের কাছে বিশেষরূপে স্মরণীয়—তাঁরা আজ তাঁদের মাকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিয়েছিলেন—Mrs. Boothএর funeralএ Englandএ যে দৃশ্য লোকে দেখেছিল, Duke of Wellingtonএর মৃত্যুর পর সে রকম না কি দেখেনি ....এখন যিনি General, তাঁর Echoes and Memories ওখানে যদি পাও, "The call and ministry of woman" অধ্যায়টি পড়ো, "Woman has won her place in The Army. She has won a very wonderful place in the world by means of the Army...... The women who marched at the head of the little band of despised salvationists in years gone by were accustoming the public mind to the spectacle of woman in command of woman

taking an active unshrinking share in public duty and overcoming by the grace of God her supposed infirmities. Thus we may truly say that we were opening a door through which women might carry the Message of Love and Life to multitudes who would never receive it save from a woman's lips—*That door will never again be shut.*" - তোমার নিভরদিদিকেও এই কথাগুলি তুলে দিয়েছি।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(13)

Himalaya Brahma Mandir
Simla, 18 June, '28

Beloved Jyoti Kumar,

Nothing could be more welcome today than your letter and the registered packet containing gifts for distribution tomorrow and the days following of the *utsav* for which they are intended. I take this opportunity of saying how grateful I am for two other letters received from you and how all here who know you feel your absence. May the blessings of the Divine Mother be with you all there as with all here during this festive season!

yours ever
"Babuji"

Jyoti Kumar Anand

(১৪)

নববিধান আশ্রম
84 Upper Circular Road
Calcutta,
2 Nov. 1928

"আমাদের মন, আমাদের সাধন সব যদি ঠিক থাকে, তাহলে যোগাযোগ হওয়া কত সহজ" তোমার চিঠিখানা তাই নতুন করে' প্রমাণ কল্লে—ক'দিন তোমাদের খবর পাই নি—অতিথিদের নিয়ে ব্যস্ত আছ—তারপর তোমার সতুদা গেলেন—কোনো উৎসব হল কি না মন জানতে চাইছিল—তোমার চিঠি পেয়ে সে ইচ্ছে পূর্ণ হোল—মনে হল, সর্ব্বান্তর্যামী যিনি, তিনি তাঁর ছেলে মেয়েদের যখন সকলকে মিলিয়ে একটা কিছু করিয়ে নিতে চান, তখন কি রকম তাদের ভেতর যোগাযোগ করে' দেন, দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়—ভাবলে চোখে জল আসে। আমরা যে কি করি—তিনিই তো সব করিয়ে নেন্—ভাল করিয়ে নাইয়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে উৎসব কর্ত্তে বলেন, প্রকৃতির ভেতর শারদীয় উৎসব তাই—আমাদের দুর্গোৎসবও আর কি? এর আগে তোমার দু-একখানা চিঠি এসেছিল, একখানা বিশেষ ভাবে উপাসনার সাহায্য কল্লে, তা কি বলেছিলাম? এখন মনে হয়, প্রত্যেক চিঠি, যার দ্বারা কোনো উপকার পেয়েছি, তা তখুনই স্বীকার কল্লে মন্দ হয় না—অন্ততঃ আমি যে কাঠ কি পাথর নই, কিন্তু নববিধানের একজন হই, তাতো প্রমাণ হয়। এক বিষয়ে যোগাযোগ তেমন দেখতে

পাচ্ছিনে, তাই একটু ভাবিত আছি—কি বিষয়ে জান? **Behold the Man** ছাপান সম্বন্ধে।·····

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(১৫)

পাটনা

২৮ নবেম্বর, ১৯২৮

ভাই নির্ভর,

তোমাকে মনে করিয়ে দেবার মত আরও কিছু হয়েছে বলি—এ **mail**এ তো তোমার দুখানা চিঠি পেয়েছি—পেয়ে মনে হয়েছে, এবারে বোধ হয় তুমি আমাকে হারিয়ে দেবে। ছুটু সুধেন এখানে আছেন, তা তো জান? গেনু অনু এর ভেতর বেড়াতে এসেছিলেন। যে রবিবারে **Dr. Drummond** মন্দিরে উপাসনা কল্লেন, সে দিন ছুটু গেনু মন্দিরে গিয়াছিলেন—আমি যাই নি—তাই বোধ হয় দুজনেই আমার সঙ্গে বাড়ীতে দেখা কর্ত্তে এসে ছিলেন। গেনুরা চলে যাওয়ার পর কাল ছুটুদের ওখানে উপাসনা ও খাওয়ার নেমন্তন্ন ছিল—ডাক্তারের মানা সত্ত্বেও গিয়াছিলাম—হরিদাস সস্ত্রীক, প্রশান্ত সস্ত্রীক, ছুটু, সুধেন, বনলতা ও আমি আমরা আট জন উপাসনার পর এক সঙ্গে খেলাম—বাড়ীটা যে রকম নতুন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, উপাসনার জায়গাটা যে রকম করে সাজানো হয়েছিল—আর গান টান যা হল, আমার ত উৎসব উৎসব মনে

হল। "হিন্দু যে বলেন, ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বণ, তিনি কম বলেন—নব-বিধানবাদীর ইচ্ছে কর্ল্লে উৎসব" এই ভাবের প্রার্থনা পড়া হল—তুমি যে **Chicago** থেকে তখন এখানে এসেছিলে, তাই মনে হয়।

(২৯শে নবেম্বর)

কাল রাত্রে উপরের ঐ ক লাইন লিখে রেখেছিলাম—এবার যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, তারপর জন্মোৎসব গেল, কোথায় কি হ'ল, সব খবর এখনো পাইনি—তবে কলকাতা থেকে খবর এই পেয়েছি যে, সেখানে বিশেষ কিছু হয় নি—সতু লিখেছেন, "দেবালয়ে একটা ফুলও ছিল না।" কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ে গেল বছরে যা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এ বছরে আমরা না থাকলেও যে দুটী **Souvenir** বেরিয়েছে, তাইতে ভেতরের অনুরাগ উৎসাহ কিছু লেখা আছে—তোমাকে সে দুইটীই আশা করি পাঠান হয়েছে—তা যদি হয়, যে দুটী আমি পাঠাচ্ছি, তা ওখানে কাউকে দিলে হয়—জন্মোৎসবের **Souvenir**টী বোধ হয় সকলের পক্ষে নয়—ভ্রাতৃদ্বিতীয়াব **Souvenir**টী যদি ওখানে ভগ্নীদের ভাল লাগে, তাহলে তাতে আরও কিছু **matter** দিয়ে কিছু বদলে সদলে নতুন করে ওখানে ছাপিয়ে ওখানকার উৎসবের রূপে এখানে পাঠিয়ে দিলে, এখান থেকে যে ভগ্নীটী ওখানে গিয়াছেন, তাঁর বুদ্ধির নতুন পরিচয় পাওয়া যায়।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ

(১৬)

পাটনা।
২৭শে ডিসেম্বর,
১৯২৮

ভাই নির্ভর,

এ mailএ তোমার কোন চিঠি পাই নি, আমিও এ mail দুটো Book Post পাঠানো ছাড়া এখনও পর্য্যন্ত কিছু লিখি নি—দু-লাইন লিখতে বসেছি—এখন পরেশ বাবুর বাড়ীতে আছি—পুরাণো বাঁকিপুর এখানে কতকটা জেগে আছে—সেই উপাসনার ঘরে প্রকাশবাবু প্রভৃতির সঙ্গে কত উপাসনা করেছি, সেখানে যে দু-একজন সেই পুরাণো দলের এখনও শরীরে আছেন, তাঁদের সঙ্গে মিলে Christmas হল, নতুনদের ভেতর সে রকম atmosphere না হ'লে কি আমাদের চলে? কল্‌কাতার কেউ এবার মুঙ্গের গেলেন না, কলকাতার যে কি হবে জানিনে, এবার লক্ষ্ণৌই বিশেষ করে সবেরই মান রাখলে—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ১৯শে নবেম্বর, ১৭ই ডিসেম্বর ও মুঙ্গের। সুনু এখানে এসেছিলেন, একদিন সুখেনের ওখানে থেকে মুঙ্গেরে গেলেন—আজ তাঁর সেখান থেকে চিঠি পেলাম। ভাগলপুর থেকে তাঁর মেজদি এসে যোগ দিয়েছেন—নির্ম্মলা বলেছেন, "নালুদাকে বলো, তিনি না থাক্‌লেও উৎসব হয়"—এই কথা যেন আরও দশজন ভগ্নীর কাছে শুনতে পাই—ক্রমে একশত জন, লক্ষ জন মিলে এই কথা বল্লে স্বর্গের উৎসব সকলে মর্ত্তে দেখবে।

তোমার কাছ থেকে এই কথা নতুন করে নতুন আকারে বেশী করে, খুব ভাল করে শুনতে চাই—শুনতে শুনতে যেন চলে যাই।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ

(১৭)

ভাগলপুর

২১শে মার্চ্চ,

১৯২৭

মুঙ্গের থেকে আমার ক'খানা চিঠি পেয়েছ?—এখন কলকাতায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি—কিন্তু হরেন্দ্রের পরামর্শ নিলে এখান থেকে দেরাদূনেই যেতে হয়—আমার মনও তা'তে সায় দেয়। কিন্তু ৩ নম্বর ও স্কুল (Victoria) থেকে চিঠির পর চিঠি আসছে—"এখানেও আপনাকে চাই"—তাই দুদিনের জন্য একবার হ'য়ে আসি—এই মনে করে' যাচ্ছি। এখন কুম্ভমেলার কথা বলতে পার কি? হরেন্দ্র লিখেছেন, এই মাসের ভেতর গিয়ে পৌছতে—হবে কি? কবে আমাদের কুম্ভমেলা হবে? তারই জন্যে আমার যাওয়া। তারই Missionaries চাই—Ministers চাই—সেবক সেবিকা—তার ঝড় উঠছে দেখে যারা ছুটে গিয়ে ঝড়ের ভেতর পড়বে, তাদের চাই—তারা কই?

তোমাদের (না তাদের ?)

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(১৮)

৩নং

২৫শে মার্চ্চ

শুক্রবার

এখানে এসে কি তোমাকে চিঠি লিখি নি?......কুম্ভমেলায় যেতে হলে কি লক্ষ্ণৌকে অতিক্রম করে' যাওয়া যায়?...কুম্ভমেলায় যাবার ইচ্ছে মানে পুরোনো বিধানে উৎসবের ঝড় দেখা।.. সত্যেন্দ্রকেও লিখব ভাবছি—যদি এখান থেকে না লিখতে পারি, গাজীপুর থেকে চেষ্টা করব। যামিনীও বোধ হয় আমার সঙ্গে যাবেন।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(১৯)

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির

সিমলে, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭

ভাই শান্তি,

এখানে এসে চিঠি পত্তর লেখাও হয়নি—পড়াও হয়নি—এখন যাবার সময় লিখছিও পড়ছিও - তোমার চিঠি 'যামিনীদা'র হাতে পড়েছিল— তিনি খুলে আমাকে পড়তে দিলেন—আমি পড়লাম এখন তো আবার একটা উৎসবের সময় এল—সেইটে যদি লক্ষ্ণৌ-

হয়? সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি—গোলমালের পর যে গভীরতর নতুন শান্তি নববিধানের বিধানে লেখা আছে, এবার শান্তির কাছে সেই শান্তির কথা শুনতে চাই।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী শান্তি রায়

(২০)

৩নং, ৪ঠা অক্টোবর
১৯২৬

ভাই সুধেন,

শুনছি তোমরা যাব যাব করে' এখন নাকি পেছিয়ে যাচ্ছ? বার দিনের বেশী ছুটী নেই—তাই নাকি যেতে চাচ্ছ না? যেতে আসতে ৬দিন, আর সেখানে যদি ৬দিন থাকা হয়, তাও তো মন্দ নয়? তার চেয়ে বেশী হ'লে ভাল হ'ত, কি মন্দ হ'ত, তা আলোচনা করে' লাভ কি? "A bird in the hand is worth two in the bush" যদি সত্যি হয়, তোমরা গেলে তোমরা যে আনন্দ পাবে, তাই কি কম? তোমরা আমাদের দল ভারি কল্লে আমাদের যে আনন্দ হবে, তা তার চেয়ে কত বেশী, কে জানে? দুই যোগ দিলে (add) মোট (total) কত হয়? অঙ্ক কসে দেখ। আর এ শুভ সুযোগ জীবনে দশবার হবে না—এ একবারই হবে—(Bhuloda's Memorial gathering—Karachi) তাই ভেবে এ সুযোগ কিছুতেই ছাড়া উচিত নয়। তাই যা প্রথমে ঠিক

করেছিলে, তাই ঠিক থাক্—**must go**—আর ইতস্ততঃ নয়। তোমাদের ত ৯ই ছুটি? সেই দিনই বেরিয়ে পড় না? আমাদের নানা মুনির নানা মত হয়েছে—কেউ বলছেন, ১০ই যাওয়া ভাল, কেউ ১১ই, কেউ ১২ই, তাই আমাদের অপেক্ষায় না থেকে তোমরা বেরিয়ে পড়লে আমাদেরও বেরোবার তাড়া হবে—তোমরা **pioneers** হবে! যামিনীর খুব আহ্লাদ হবে।

তোমাদের
নালুদা

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ মজুমদার

(২১)

৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী

প্রাণের ভগ্নী ধনী,

কতদিন তোমাকে চিঠি লিখিনি—তাই বলে' কি সত্যি সত্যি কিছুই করিনি? তোমাকে ত কতবার বলেছি, লেখা যদি একখানা হয়, না লেখা দশখানা কেন, একশো খানা চিঠি তোমার কাছে যায়—যায় না কি? মনে ইচ্ছে হ'লে, বাইরে কাগজ, কলম, শরীর টরীর সহায় হ'লে, একখানা চিঠি বেরোয়—আর আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে তোমাকে কতবার পাই। সেদিন প্রচারাশ্রমের উৎসব হল—তোমার দিদি আসবেন না আসবেন না করে' এসে পড়লেন—কত আনন্দ হ'ল। তারপর যে মণিকা গিরিডিতে ছিলেন, তাঁকে হঠাৎ দেখতে পেলাম, তখন যে তোমাকে মনে হ'ল, সে কি? যে নববিধানে আমরা কত আনন্দ পেয়েছি, সেই নববিধানই দেখিয়ে দিচ্ছেন, আমরা কত আনন্দ আপনাদের দোষে হারিয়েছি—এখন

পঞ্চাশ বছরের পর স্বর্গের আলো—Behold the light of Heaven in India—কত সরল হ'য়ে, উজ্জ্বল হ'য়ে, আনন্দ-সুখ-শান্তি-স্বাস্থ্যপ্রদ হ'য়ে চারিদিকে প্রকাশিত, তা' ভেতরের সব দরজা খুলে দেখতে হবে, সকলকে দেখাতে হবে—কে কত দেখতে পারে, কে কত দেখাতে পারে, তাই নিয়ে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া হবে। তোমাকে দিয়ে কত আনন্দ আনন্দময়ী মা কত জায়গায় ছড়িয়েছেন—কিন্তু ভবিষ্যতের আলোকে তা কিছুই নয়—আরও কত আনন্দ তোমাকে দিয়ে ছড়াবেন—তোমাকে এখন চুপ করে বসে থাকলে চলবে না—তোমার নিজের পরিবারে তোমার স্বামীর শরীর মন তোমার আনন্দে দিন দিন আরও সুস্থ হবে—তোমার শ্বশুর মহাশয় রোগ-শয্যায় আরাম পাবেন—তোমার ছেলে মেয়েরা স্বর্গের জীবন পাবে—আর পরিবারের বাইরে কত ভাই বোন নবজীবন পাবে। তাই আমি প্রার্থনা করি, ধনী, যেখানে সেখানে যেন কেবল আনন্দধ্বনি শোনা যায়।

তোমাদের
নালুদাদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(২২)

ব্রহ্মমন্দির
মুঙ্গের
১৯শে মার্চ্চ, ১৯২৪

ওহে ডাক্তার,

ভাল আছ ত? দলে বলে ত বালেশ্বর গেলে—এখন দলে বলে এখানে এলে বাহাদুর বল্‌ব—পুরাণো নতুন যত পাপী আছে, সব

টেনে নিয়ে এস—এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব যা হ'চ্চে, তা আরও বেশী করে, ভাল করে হবে। এবারে তুএক রাত্তির পীর-পাহাড়ে কাটাবার কথা হ'চ্চে, দেরি কল্লে মরবে।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্র।

Rajah Bagh
Kidderpore
Calcutta
2.4.19.

প্রাণাধিক সতু,

বাংলা বছর তো শেষ হ'তে চল্ল—তাই যামিনী ও জ্ঞানাঞ্জনকে বলেছিলাম, এই সময়ে নতুন বছরে কি ব্রত নেওয়া উচিত, ভাববার সময়। উৎসবের সুফল ব্রত নিলে ভোগ করা যায়। যে মত্ততার কথা এর আগের চিঠিতে লিখেছি, তার আধার ব্রত—ব্রত পালন মানে উন্মত্ত থাকা—বিদ্যুৎ ধরে রাখবার যেমন উপায় বেরিয়েছে, উৎসবে যা পাওয়া যায়, তা রাখবার উপায় ব্রত। এবার উৎসবে বেশীর ভাগ এইখানে বসে বসেই যোগ দিয়েছি—যে দুচার দিন নিকেতনে থেকে যোগ দিতে পেরেছিলাম, তার ভেতর জ্ঞানাঞ্জনকে নতুন করে পাওয়াটা বিশেষ লাভ। এখন তাকে নিয়ে উপাসনা কত্তে পেলে, তার সঙ্গে কথা কইতে পেলে, তার চেয়ে সৌভাগ্য

আর নেই। সেদিন তাকে বলেছিলাম, তুমি ফিরে আসবার আগে এখানে আমাদের ভেতর যেন মত্ততা এমন জমাট হয় যে, তুমি এসেই উৎসবের ভেতর পড়ে যাও। জ্ঞানাঞ্জনকে যে ভাবে পাচ্চি, সেইভাবে যদি আরও পাই, তা হ'লে সেও একটী উৎসব হবে, আমিও একটী উৎসব হব, আর আর সকলে একটী একটী উৎসব হবে, তার সঙ্গে তুমি একটী উৎসব হ'য়ে মিশলে, একটী মহোৎসব হবে। আজকাল কোন্ কোন্ গান খুব গাও? "একি অপরূপ মাগো তোমার পদকমলে। মকরন্দ-লোভে প্রমত্ত ভকত-ভ্রমর ভ্রমিছে দলে দলে। শিব, শুক, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, শ্রীগৌরাঙ্গ, ঈশা, মুষা, মহম্মদ, জনক, নানক, কবির সুধীর, তব গুণ গায় প্রেমে গলে। প্রেমে এত মাখামাখি ইঁহাদের পরস্পরে, জানিত না কেহ মাগো এ বারতা এ সংসারে; (এত গুপ্ত কথা) (কেহ জানিত না) এখন আসিয়া কেশব, রটালে এসব, গোপনীয় কথা ধরাতলে। &c &c" এবার এখানে এসে এই সব গান গাইতে হবে।

তোমার

নালুদা

শ্রীমান্ সত্যানন্দ রায়

(২৪)

C/O Dr. P. N. Chatterji
Patna

ওহে প্রেমেন্দ্র,

এত বড় উৎসব হ'য়ে গেল—আর কোনো খবর নেই—কেবল "Come O Come" খামের ওপর কা'র হাতের লেখা দেখলাম—

আর শেষ রাত্রে যে স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙ্গে গেল, তা'তে গ্যান্নাবাবুর মাথার ভেতর থেকে নতুন একটা কি বেরিয়েছে দেখলাম —এখন যদি জিজ্ঞেস কর, কি দেখলাম, কিছুই বলতে পারব না।

তোমাদের
নালুদা

ওহে প্রেমেন্দর
পেলুম জন্মোৎসব নশ্বর
হয়েছে সুন্দর
তাই করি নমস্কার
সাদরে বার বার।

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমান্ প্রেমেন্দ্র রায়

(২৫)

৩ নং, কলিকাতা
২৭শে সেপ্টেম্বর

ভাই ধনী,

দুদিনের জন্য বালেশ্বর গিয়েছিলাম—আমাদের একজন ৯৫ বছরের বৃদ্ধ সাধক চলে গেলেন—তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ হ'ল—সেই সঙ্গে একজন ডাক্তার—পরিবার আছে—দীক্ষা নিলেন। কাল ফিরেছি—আজ তোমার ২১ তারিখের চিঠি পেলাম—এর আগে যে চিঠি পেয়েছি, তার কথা পরে বলব।

আজ একটা আমাদের দেশের পক্ষে কত বড় দিন—রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের দিন—সকালে উপাসনায় কত কথাই বল্লাম—নববিধানের আলোকে রামমোহন রায়কে আমরা দেখতে শিখছি—অন্য লোকে অন্য চোখে দেখছে—দেশ শুদ্ধ লোক যখন এক চোখে দেখবে, কত বড় উৎসব হবে।

এই নববিধানের নববিশ্বাসী ভক্তের পরিবারে তোমাদের জন্ম—তোমাদের প্রত্যেকের পরিবারে যে সব অনুষ্ঠান হয়, তা যদি নববিধানের ভাবে হয়, তাহলে প্রত্যেকটি একটী একটী উৎসব হয়। জাতকর্ম্ম, নামকরণ, দীক্ষা, বিবাহ প্রত্যেকটি যদি উৎসব না হয়, তাহলে করে' কি লাভ? তাড়াতাড়ি কাজ সারার ভাব এসে, যা'তে পরিবারের ভেতর নতুন আনন্দ, শান্তি, প্রেম, পবিত্রতা আসবার কথা, সেখানে পুরাণো মলিন ভাব আনছে। জন কতক গৃহ-লক্ষ্মী চাই, যাঁরা পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না করে' ছাড়বেন না—তুমি তাঁদের ভেতর একজন হ'য়ে তোমার এই প্রথম মেয়ের বিয়ে সেই রকম ক'রে দিয়ে দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি? কলুটোলার বাড়ীতে হীরুকাকা, মতিকাকা প্রভৃতির বিয়ের সময় প্রায় একমাস উৎসবের মত হ'ত—সে ত পুরাণো বিধানে—নতুন বিধানে ছেলে মেয়ের বিবাহে কি রকম উৎসব হওয়া উচিত, তা' যে সব বাপ মায়েরা দেখিয়ে যাবেন, তাঁরা পৃথিবীতে আনন্দ পাবেন, স্বর্গেও আনন্দ পাবেন। তোমার মেয়ের বিয়ে সেই রকম করে' দাও, দেখ আমাকে পাও কি না। আজকাল মেয়েদের কাপড় পরা দেখলে আমার ত' ঘর থেকে বেরোতে ইচ্ছে হয় না। নববিধানে মেয়েরা কি রকম angels and ministers

of grace হ'তে পারে, কে দেখাবে? তোমরা যে টুকু দেখিয়েছ, তোমাদের মেয়েরা তার চেয়ে বেশী দেখাবে না কি?

২৭শে লিখতে আরম্ভ করে' ২৮শে তে এসে পৌঁছেছি—তোমার আগেকার চিঠিতে যে নতুন selectionsএর কথা লিখেছ, তা যদি এই চিঠি পেয়েই registered করে পাঠিয়ে দাও, করাচী যাবার আগে পেতে পারি।

২৬শে তোমার শ্বশুর মহাশয়ের দিন ছিল—উপাসনা আমাকেই ক'র্ত্তে হ'য়েছিল।

আশাকরি, Wyllie ও সন্তানদের নিয়ে ভালই আছ।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

বিবিধ

(১)

পাটনা।
১৭ই জানুয়ারী-১৯২৯
বৃহস্পতিবার

ভাই নির্ভর,

সোমবারে যে দুখানা বিলেতী ডাকের চিঠি কলকাতা থেকে re-directed হয়ে এল, তার ভেতর তোমার চিঠি ছিল না—মঙ্গলবারেও কোন চিঠি পাই নি, তাই ভাবছিলাম এবারেও বুঝি তোমাকে হারিয়ে দিলাম—কিন্তু কাল যামিনীর চিঠির ভেতর তোমার চিঠি পেয়ে তা আর ভাবতে পাল্লাম না। তোমার পড়া শুনার চাপের কথা শুনে আমার নিজের Oxfordএর experienceএর কথা মনে হয়। আমি first Indian student বলে অনেকটা free ছিলাম—ছেলেরা বলত, "এ বেশ সেয়ানা, Ruskin Tuskin পড়ছে—আর আমরা Hebrew আর Greek চিবিয়ে চিবিয়ে মরছি!"—পরীক্ষার সময় বলেছিল কি জান? "Mr. Sen, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, আরও দু একটা Examinations হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাদের রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না।" তা ছাড়া ছেলেদের সঙ্গে যে ভাব হয়ে ছিল, যেন পূর্ব্ব জন্মে তারা আমার আপনার ছিল। যে আড়াই বছর ছিলাম—In my fathers western home ছাড়া কিছু মনে হয় নি—ঠিক সেই সময় না গেলে সে রকম experience হত কি না জানি না। সে যাহা হউক, তোমার চিঠিতে যা যা orderএর

কথা, তা না পেয়ে কিছু মনে করো না। একটা কথা আবার বলি, কে কোথায় থাকে যখন ঠিক নেই—তখন এক জনের চিঠির ভেতর আর এক জনের চিঠি দিও না—এ সম্বন্ধে Economy কর্ত্তে গিয়ে ঠকেছ, ঠেকে এখনও শেখ নি—আমি এখানে, যামিনী ছিলেন লাহোরে, এখন কলকাতায় মহারাণী সুচারু দেবী Budge Budge Roadএ চিঠি আলাদা করে লিখলে, দু পয়সা বেশী খরচ হয়, but that pays in the end. আর দু পয়সা বাঁচালে business suffer করে—এ বিষয়ে আগে একটু hint দিয়েছি—যদি দেখি, তা নিলে না, তা'হলে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব শুধু postageএর জন্য!.........প্রস্তুতির পর আরতির দিন যে একটা খুব বড় দিন, তা যত দিন যাচ্ছে, আরও ভাল করে কি দেখা যাচ্ছে না? এখানে প্রস্তুতির কদিন সুনু ছিলেন—তাঁকে যতটা পাওয়া গিয়েছিল, তার জন্যে কি কৃতজ্ঞ হব না? আবতির আগের দিনে সুনু ও ছুটু কলকাতায় গেলেন, সেখানে বোধ হয় আজ গেনুর মেয়ের জন্মদিন, রথ দেখা কলা বেচা দুই হবে, কাল কি পরশু সুনুকে লক্ষ্নৌ ফিরতে হবে, ছুটুও বোধ হয় এখানে ফিরবেন। গেল mailএ আমার চিঠির সঙ্গে তাঁর ও সুনুর চিঠি আশা করি পেয়েছ। বড় মহারাণীকে চিঠি লিখেছ কি? তাঁর ঠিকানা Mansfield House, 18 New Cavendist Street, London. নিবঞ্জনের খবর টবর পাচ্ছ কি? আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ

(২)

পাটনা।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২৮

ভাই সত্যবতী,

৯ই ডিসেম্বরে তোমাদের চার জন ভাই বোনকে বিশেষ করে' মনে হচ্ছিল—তার ভেতর নৃপেন তো দেহমুক্ত—এখন তুমি, তোমার দাদা ও ম্যাম্মা সাধু অঘোরনাথকে যেটুকু মনে করিয়ে দিচ্ছ, সামনের বছরে আরও বেশী করে' মনে করিয়ে দেবে না কি? তোমার Christmas ও New Year greetings পড়ে' তাই প্রার্থনা করি।

তোমাদের

নালুদা

Miss S. Roy

(৩)

Rajah Bagh
Kidderpore
Calcutta
18. 6. 19

প্রাণাধিক সতু,

গেল সপ্তাহে যে চিঠি লিখি, তারপর দুটী আশীর্ব্বাদ হ'য়ে গেল—শুক্রবার কমলার, আর রবিবারে সুষমার—এ খবর বোধ হয় তোমার মা কি কৃপার কাছে পেয়েছ। তোমার তো এইমাসে পড়া শেষ

হবার কথা—তারপরে আর কতদিন থাকবে, সে খবর আশা করি শীগ্‌গির পাব। যদি অক্টোবর নবেম্বর পর্য্যন্ত থাকা হয়, তা হ'লে আরও কিছু দিন চিঠি লেখালেখি চল্‌বে। সেই ওদিকে যেমন লিখছিলাম, তাই continue কত্তে ইচ্ছে হয়। পড়াশুনোর ভেতর দিয়ে ও অন্যান্য experienceএর ভেতর দিয়ে নববিধানের নতুন কি কি পা'চ্চ, তাই জান্‌তে ইচ্ছে হয়। এ যে কত বড় বিধান, কত উচ্চ, কত গভীর, কত প্রশস্ত, তা কোটি কোটি লোকের দেখা শুনা খাওয়া পরার দ্বারা প্রমাণিত হবে—আমরা সেই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এখনই তার এমন প্রমাণ দেব, যা চারিদিকের কেউ অস্বীকার ক'ত্তে পার্‌বে না। এ প্রমাণে আমাদের পরিত্রাণ, জগতের পরিত্রাণ। "ভবিষ্যতের সন্তান" পড়েছ ত? আর একবার প'ড়ো।……সম্প্রতি ৮২ নম্বরে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে "The Song of Songs" একখানা পেয়ে একটু একটু দেখছিলাম।—St. Bernardএর Sermons থেকে Selections—এমন বই কে আন্‌লে ভাবছিলাম—জ্ঞানাঞ্জনও প্রথমটা বল্‌তে পারে নি—শেষ-কালে দাগ দেখে বুঝলাম, তোমার বাবার বই—Catholic Saints দের লেখা না পড়লে কি ঈশার জীবনের ভেতরের কথা জানা যায়? তুমি কিছু কিছু সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌তে পার তো ভাল। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার
নালুদা

শ্রীমান্ সত্যানন্দ রায়

(৪)

Hern Dale
Mussooree
28th Sep. 1915

ভাই ছোট কাকাবাবু,

সেই Lily Cottageএ একদিন দেখা হয়েছিল, আমি তখন বিনয়েন্দ্রদের বাড়ীতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, তোমার সঙ্গে বেশী কথা কইতে পারি নি—তার পর কি আর দেখা হয়েছিল? ভাদ্রোৎসবের সময় আমি কল্‌কাতায় ছিলাম—উৎসবের দিন রাত্রের উপাসনা আমাকে কর্ত্তে হয়—তুমি কি উৎসবে যোগ দিয়েছিলে? তার দুদিন পরে এখানে চলে এলাম, এসে একটা উপকার হলো, কলকাতা কিংবা ঢাকার মত এখানে বেড়াতে কষ্ট হয় না—আনন্দই হয়। তুমি কেমন আছ? স্ত্রী ছেলে মেয়ে ভাল আছে ত? কালীবাবুর সঙ্গে দেখা হয় কি? ঠিক কুড়ি বছর আগে তিনি, আমি, বিনয়েন্দ্র তিন জনে মিলে তীর্থে বেরিয়ে ছিলাম—হরিদ্বার হয়ে লাহোরে গিয়েছিলাম—এবার হরিদ্বারের চেয়ে ওপরে এসেছি। তোমাদের পূজোর ছুটি কবে ও কদিন? সে সময় কলকাতায় সমিতি হবে, সে খবর বোধ হয় পেয়েছ—তাতে থাকবে ত? আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমাদের
নালু

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু

(৫)

Navavidhan Pracharasram
3, Ramanath Mazumdar Street
Calcutta, 4th July, 1925.

নমস্কার,

সাধু হীরানন্দকে মনে আছে কি? ১৪ই জুলাই, মঙ্গলবার, তাঁর স্বর্গারোহণের দিন—এবার ঐদিনে আপনাকে ও মহাত্মা গান্ধীকে পাওয়া যাবে কি না ভাবচি। কোন্ সময়ে গেলে আপনার সঙ্গে দেখা হয় জানিনে—এই চিঠি যে যুবকটী নিয়ে যা'চ্ছেন, তাঁকে দিয়ে জানালে আমি গিয়ে দেখা করে সব ঠিক করে আসতে পারি।

আপনার

প্রমথলাল সেন

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়

গৃহ-পরিবার

(১)

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির
সিমলে
২৯শে জুলাই, '২৯

এখানে যাঁদের সঙ্গে ছিলে, তাঁদের ছেড়ে সেই সোমবারে চলে গেলে—তারপর আজ দ্বিতীয় সোমবার—আমাদের কথা, বিশেষতঃ পেটুক আমার কথা যে ভোল নি, তার তো প্রমাণ কত দিয়েছ।... এখানে যে দুমাস ছিলে, আমার খাওয়া পরার কোন রকম অস্থবিধে না হয়, তার জন্যে কত উপায় বার কল্লে। এখন কথা হচ্ছে, হিমালয়ের স্থনু তা ছাড়া আরও কিছু কল্লেন কি না—ওখানে যে ঘরে আছেন, নতুন হিমালয়কে বুকে করে' রেখেছেন কি না—এখন বাইরে থেকে ব্যাঘাতের সম্ভাবনা কম—ভেতরে একমনে ধ্যান করবার স্থযোগ পাচ্ছেন কি না? এখানে আমাদের সঙ্গে মিলে উপাসনা করে' যা পে'তে, তার চেয়ে বেশী কিছু পাচ্ছ কি না? যে শোক সেদিন পেলে, তার ভেতর কত কি লুকোনো ছিল, তা ক্রমে ক্রমে দেখা যাচ্ছে কি? এখন একা উপাসনার যে স্থযোগ পাচ্ছ, তা'তে স্বর্গের কত রকম সৌভাগ্য লুকোনো আছে, তুমিও জাননা, আমিও জানিনে। বর্ষায় এখানে কত রকমের ফুল ফোটে, তা দেখতে দেখতে চলে' গেলে; ওখানেও তোমাদের কলেজের বাগানে কত রকমের ফুল ফুটেছে, দেখছ বোধ হয়। আজ সকালে উপাসনায় "পুষ্পভাব" প্রার্থনা পড়া হ'ল, "ফুলের মতন মা শরীর হউক, ফুলের মতন মন হউক"। ভেতরে বর্ষা হচ্ছে কি

না। মার প্রতি বিশ্বাস, অনুরাগ, ভক্তির ফুল ফুটছে কি না, জানতে চাই—সেইখানেই উৎসব Jubilee—তা হচ্ছে কি না, তাই শুনতে চাই।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(২)

পাটনা

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৮

আজ সকালে ডাকের চিঠির সঙ্গে একটা বাক্স করা কি এল—ওপরে হাতের লেখা তোমার—চিঠিখানা পড়লাম—আমার সম্বন্ধে যা প্রার্থনা করেছ, তোমার সম্বন্ধে আমি তাই করি—এখনও ভাই বোনদের কাছে প্রার্থনা কর্ত্তে শিখিনি—এইবার তোমাদের শেখাতে হবে। আচার্য্যদেবের "পুষ্পভাব" আবার পড়লাম, "ফলতত্ত্ব এবং ফুলতত্ত্ব"ও আবার পড়লাম। এখানে Chrysanthemum খুব হ'য়েছে—থাকেও অনেক দিন—সাদা গুলি দেখে spotless purityর কথা মনে হয়—গোলাপ বড় দেখতে পাই নে—তাই অখিলবাবু কাগজের গোলাপ কিনে আমার টেবিলের ওপর রেখে গিয়েছেন—তুমি এখন গোলাপের মধ্যে বাস কচ্ছ। আমি যখন প্রথমবার সিমলে যাই, গোলাপ এত হ'য়েছিল—আমার বর্ণনা পড়ে' আমার মেজদা লিখেছিলেন—It seems you sleep on a bed of roses—তোমার সেই souvenirগুলি (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসবের)

আর আজ যা এল, তা pack করা দেখে তাঁরই কথা মনে হ'ল—"হৃদয় যদি শুষ্ক হয়, পুষ্পকে বল, 'হে কোমল পুষ্প ভাই, পুষ্প ভগিনি! তোমরা অতি সুন্দর, সুন্দর হস্তে নির্ম্মিত, অতি নির্ম্মল এবং সুকোমল; বল আমার প্রাণ কেন কঠিন হইল—আমার হৃদয় কেন অবিশুদ্ধ হইল?' দেখিবে, এই বলিতে বলিতে তুমিও পুষ্পের ন্যায় পবিত্র, নির্ম্মল ও সুকোমল হইবে। ফুল যদি তোমাদের সহায় হয়, তোমরা সুখী হইবে, বিশুদ্ধ হইবে, ভক্ত হইবে, কোমল হইবে।" এবার ভাই-দ্বিতীয়ায় ভগ্নীদের কাছে ভিক্ষা কর্ত্তে শিখেছি—ফুলের ভেতর নেবার যা কিছু আছে, তা আমাদের চেয়ে তোমরা আরও সহজে বার করে' নিয়ে আমাদের দেবে—এবার তোমাদের এই কাজ। সেই

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(৩)

পাটনা

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯২৮

শ্রীচরণেষু,

আজকে ঠাকুমার স্বর্গারোহণের দিনে কলুটোলার বাড়ীর কথা মনে হয়। বাবা টাবা তাঁর কত আগে চলে গেলেন—তিনি ছেলে মেয়ে সকলকে বিদায় দিয়ে, শেষে নাতি নাতনীদেরও কাউকে কাউকে বিদায় দিয়ে, গেঁড়িদের বাড়ীর সেই পথের ঘরটিতে

দেহ রেখে গেলেন। তাঁর ছেলে মেয়েদের পরিবার পাঁচ দিকে ছড়িয়ে পড়লেও, মাথার ওপর তিনি যে **guardian angel** হ'য়ে রয়েছেন, তা' যেন আমরা নাতি নাতনীরা সকলে মিলে দেখতে পাই। তাঁদের সময় তাঁরা কত তীর্থ করতেন। আমরা ছেলে বেলা থেকে "চেতঃ সুনির্ম্মলং তীর্থম্" বলে আসছি—কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বাইরেও যে সব তীর্থ দেখেছি, তার আদর করিনি, তাই ঘর বাড়ী দেবালয় ব্রহ্মমন্দির এখনও সামান্য মনে করি। তাই মুঙ্গেরের আদর করি নি। তোমার হাতের লেখা দেখে আনন্দ হ'ল, মনে হ'ল, এখনও হাতে জোর আছে। আমার শরীর কলকাতার চেয়ে ভাল—ফুটির আবার colic হ'য়েছিল শুনে মনে হ'চ্চে, এবারে মুঙ্গেরে একসঙ্গে গিয়ে থাকলে কেমন হয়, রথ দেখা কলা বেচা দুই হ'তে পারে।

স্নেহের

নালু

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন

(৪)

C/O H. D. Chatterji Esq.
Museum Road
Patna
১১ই নভেম্বর, ১৯২৮

ভাই মণিকা,

সেই লক্ষ্ণৌয়ে সঙ্ঘের কথা বেশ মনে আছে কি? সেখানে আমাদের ভাই বোনেরা আজ ভাই দ্বিতীয়ার উৎসব কচ্চেন—গেল

বছরে আমি তাঁদের সঙ্গে সশরীরে যোগ দিয়েছিলাম—এ বছরে আমি এখানে বিশেষ ভাবে শরীরের জন্যে এসেছি—সে পুরাণো প্রার্থনা নতুন করে' ক'চ্চি—তোমাদেরও যোগ দিতে বলছি—"ফোঁটা দেওয়ার অর্থ এই যে, তোর এত আদর, তুই উপযুক্ত হ, ভাল হ'য়ে চলিস। কার সম্পর্কে ফোঁটা দেওয়া হল? জগজ্জননী যে সকলের মা। হে মঙ্গলময়, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন সুমিষ্ট পবিত্র ভ্রাতৃপ্রণয় হৃদয়ে রেখে, জগতের সকলকে ভাই বলে, ভগ্নী বলে ডেকে, অত্যন্ত বিনয়ী নম্র প্রণত হ'য়ে সকলের সেবা করে' শুদ্ধ হই।"

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ

(৫)

৩নং, কলিকাতা

২৬শে মে, ১৯২৫

আজ এখানে খাবার সময়ে হঠাৎ পায়েস দেখে সকলেই জিগ্‌গেস কত্তে লাগলেন, আজ কি কারু জন্মদিন? আমিও জানতাম না পায়েস কেন, তবে মনে হল, আজ তো আমাদের সুনুর জন্মদিন (দীক্ষা), তাই নয় কি? অন্য জন্মে কাজ কি? কাল তোমার চিঠির জবাবে যে কথা লিখেছি, তার ভেতর নতুন জন্মের কথা ছিল—আজ আবার তোমার চিঠি পড়লাম—"নেয়ে খেয়ে স্বর্গে যাব"—এই স্বর্গ ই ত' প্রকৃত স্বর্গ—স্বর্গীয় ভাবে নাওয়া, স্বর্গীয় ভাবে

খাওয়া, তার বেশী স্বর্গের জননীর কাছে কি চাইতে পারি? সেই নাওয়া, সেই খাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটবে—এই কথাই নিজে শিখে সকলকে বলতে হবে—এই ত নববিধান—এই নববিধানে দীক্ষা রোজ রোজ নিলে আর কিছু কত্তে হয় না—তোমার এই দীক্ষা রোজ রোজ হোক্।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(৬)

৩নং, কলিকাতা

১লা অক্টোবর, ১৯'

তোমার চিঠি কাল পাই।····· ওখানে গিয়ে খুব বেড়াতে পাবে ভেবে যে আনন্দ তোমার হ'য়েছে, সে আনন্দের ফল দেখতে চাই—যখন শুনব শরীর মন সুস্থ হয়েছে, তখন বুঝব আনন্দ সফল হয়েছে। তাতেই কি সন্তুষ্ট হব? শরীর মন সবল হয়েছে শুনলে আরও আনন্দ হবে—তাহলেই কি হবে? যতক্ষণ না শুনি, "দেহ মনে ভাই দুজনে মেতেছে নাম-কীর্ত্তনে", ততক্ষণ আনন্দ পূর্ণ হবে না। তাই হোক, জন্মদিনের জন্য এই প্রার্থনা।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(৭)

C/O P. K. Sen Esq.

পাটনা।

১৭ই এপ্রিল, 1924.

ভাই সুহৃ,

আমার চিঠি পেয়েছ ত? তাতে কি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের কথা লিখেছি? প্রকাশবাবুর বাড়ীতে কাল রাত্রে ছিলাম—সেই খান থেকে এই চিঠি লিখছি। এ কেমন তীর্থ, কেমন করে' তোমাকে জানাব? তুমি কখনও এখানে প্রকাশবাবু থাকতে ছিলে কি? তাঁদের সঙ্গে মিলে উপাসনাদি যা করেছি, সে উপাসনায় যা দেখেছি—সে উপাসনার বিশেষত্ব সব যেন নতুন করে' আবার পাচ্ছি—তাই মনে হচ্ছে, যেখানে যা একবার পাওয়া গিয়েছে সেখানে গিয়ে সেই জিনিষ আবার যদি পাওয়া যায়, যেন হারানো ধন পাওয়া গেল মনে হয়। মুঙ্গেরে এই রকম হয়েছিল—তাই মুঙ্গের নতুন করে' কত প্রাণকে টানছেন—তুমি ওখানে বসে কি কি তীর্থ উদ্ধার কল্লে বল? মা ও বোনেরা ভাল আছেন ত?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(৮)

৩নং, কলিকাতা

১৬ই জুন, ১৯২৪

তোমরা যে নবতীর্থে গিয়েছিলে—তা থেকে "মন তীর্থের" কথা মনে হোল—আমাকে লেখবার ইচ্ছে হোল—আমি তোমার

চিঠি পেয়ে ভাবছিলাম, আমিও তো আজকাল তীর্থের কথা ভাবচি, পড়চি, বলছি—সুনুও এই বিষয় লিখেছেন, ভালই হয়েছে—তবে চিঠিতে কি সব কথা লেখা যায়? "উপাসক! তুমি কে, জান না? যে হও সে হও, তুমি অমৃতের উৎস, তুমি রত্নের আকর। কে কাঙ্গাল? তুমি আমি দুজনই—রত্ন নাই বলিয়া নহে, রত্ন আছে তাহা দেখি নাই বলিয়া।" তুমি ওখানে থেকে কি কি রত্ন পেলে, তা আমাদের দেখালে তাই নিয়ে আলোচনা করা যাবে। সেই আশায় রইলাম। মাকে আমার প্রণাম জানাবে।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(৯)

৩নং

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৩

(জন্মদিন)

ভাই সুনু,

তোমার চিঠি পড়লাম—তার ভেতর আমার নতুন জন্ম হল—সেদিন সরলার ওখানে সেই প্রার্থনাই করেছি—মুঙ্গেরের ঋণ পরিশোধ কর্ত্তে হ'লে পরস্পর পরস্পরের ভেতর ভক্তির নতুন জন্ম হবেই—তাই সকলের হোক্।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(১০)

৩নং

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৩

ভাই গেনু,

তোমার ও অন্যদের উপহার পেলাম—ভোরের বেলা পূর্ব্বের আকাশ সুন্দর দেখলাম—এখন এই সুন্দর ফুলগুলি পেলাম—তোমরা সকলে প্রার্থনা ক'রো, তোমাদের সকলের সঙ্গে আমারও ভেতর যেন স্বর্গের সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হয়। সরযূ মণিকাকে এই প্রার্থনা জানিও।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী জ্ঞানপ্রিয়া ঘোষ

(১১)

20 South Hill Park
Hampstead
London N. W.

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১১,

জ্ঞানবাবু, নমস্কার, ইন্দিরার বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠি পেলাম—আশা করি নতুন আবার একটী পরীক্ষা এলেও বিয়ে ভালয় ভালয় হ'য়ে গিয়েছে। মণিকার যে খুব জ্বর হ'য়েছিল, এতদিনে বোধ হয় ভাল হ'য়েছে। তবে একটা পরীক্ষার পর আবার একটা পরীক্ষা এসে আনন্দের ভেতর ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে, বোধ হয়, আনন্দকে বিমল করে দিলে—তার জন্য সেই আনন্দময়ী জননীর কাছে বিনীত কৃতজ্ঞতাই

শোভা পায়—তিনি কৃপা করে' আমাদের সকলকে এই কৃতজ্ঞতা-রসের আস্বাদন দিন। ইন্দিরার বিয়ে যতদিন হয় নি, ভাবনা ছিল—আবার বিয়ে হ'য়ে গিয়েও ইন্দিরাকে ছেড়ে দিয়ে আপনারা থাকবেন কি করে', সেও একটা ভাবনা—যাঁর চরণতলে সকল ভাবনা দূর হয়, তিনি আপনাদের সকলকে শ্রীচরণে আশ্রয় দিন।

আপনাদের
"নালুবাবু"

Sj Jnanendra Mohon Sen.

পরলোক

(১)

C/O B. K. Niyogi Esq.
Hazaribagh
৪ঠা এপ্রেল, ১৯২৯

প্রাণাধিক মণিকা,

মুঙ্গের, কলিকাতা, ভাগলপুরে পরে পরে তিনটে উৎসবে বাদ পড়ে' যখন এখানকার উৎসবের কথা পাটনায় গেল, বল্লাম, কেউ যদি গিয়ে নিয়ে আসতে পারেন, চেষ্টা করে' দেখি—Good Fridayর ছুটীতে উৎসব হ'ল—যাঁরা যাঁরা এসেছিলেন, মহেশবাবু ছাড়া সকলেই চলে গিয়েছেন। এখন তোমাদের চিঠির জবাব দিতে চেষ্টা কচ্চি—পাটনা থেকে redirected হ'য়ে Good Fridayর বিকেল বেলা আমার হাতে পড়ল—তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর অনেক বয়স হ'য়েছিল—বোধ হয় ৯০এর ওপর হবে—তিন চার পুরুষ দেখলেন—এত দিন পৃথিবীতে থেকে চলে' যাওয়া যে কি, যারা অল্প দিন থেকে চলে' যায়, তারা কি বুঝতে পারে? তা পারুক আর নাই পারুক, মাকে, মা শরীরে থাকতে থাকতে কিরূপ ভক্তি কত্তে হয়, শরীর ছেড়ে চলে গেলে কিরূপ সম্বন্ধ সাধন ক'ত্তে হয়, তা বিধানের আলোকে যদি দেখতে না পাওয়া যায়, আর কোন্ আলোকে পাবে? নববিধান পুরাণো বিধানের ভাল জিনিষগুলি আগেকার চেয়ে আরও ভাল করে', সুন্দর করে' আমাদের হাতে দিচ্ছেন, আমরা পৃথিবীর মলিন হাতে স্বর্গের দান না নি, সে বিষয়ে সাবধান করে' দেন। পুরাণো বিধানে "মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাম" রূপে দেখতে শিখেছিলাম—পরে ভুলে গিয়ে-

ছিলাম—তাই ভাল করে' মনে করিয়ে দেবার জন্যে মৃত্যু এল, শোক এল, শোকের জলে চোক পরিষ্কার হ'ল—"জননী স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই সত্য প্রকাশিত হ'ল—সুবোধ, প্রবোধ, ছেলে মেয়েরা এই শোকে পরিষ্কার চোখে মাকে, ঠাকু'মাকে দেখে, তাঁকে না হারিয়ে নতুন করে' ভাল করে' পেয়ে কৃতার্থ হোন্, এই প্রার্থনা করি।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ

(২)

C/O B. K. Niyogi Esq.
Hazaribagh
25 April, '29

Beloved Brother and Sister,

Jamini sends dreadful news. It must have come to you all as a bolt from the blue—the shock of which I too have been trying to feel with you. But she who is the chief loser, our dear sister Nischinta Devi's sorrow is too sacred and too deep for words. Perhaps others can neither realise nor comprehend it ; it is known to herself only and God. But we who have been taught to worship the same God as our Divine Mother who has often

said to us—"Can a woman forget her suckling child? Yea, she might forget, yet will I not forget thee"—we know She never leaves us alone in our distress. And when She seems to take back to Herself the person She gave us to love, it is only to try our love and faith, for She gives back to us our Loved One, not in the old form we saw on earth, but in heaven's new form. Is it not our privilege to find that we are nearest to the Mother in Heaven when we seem to be farthest from Her and that She with Her Heavenly Host, comes and dwells with us in our hours of bereavement on earth. In that Heavenly Host do we not hear the sweet words of the Man of Sorrows who said: "*Blessed* are they that mourn: for they shall be comforted"? and the voice of our own *bhaktas* saying 'শোক এব পরা পূজা' (sorrow is the supreme service of God)? May this sweet faith sustain you all, and especially our dear sister, in her terrible trial!

always yours

'Nalooda'

Mr. and Mrs. Behari Lal Anand

(৩)

Himalaya Brahma Mandir,
Secretariat P. O.,
Simla, Friday, 7 June, 1929.

নমস্কার,

সেই গেল বছরে এখান থেকে কলকাতায় ফিরে গিয়ে দিন কতক দেখা শুনো হ'য়েছিল—তার পর আমি যে ভাঙ্গা শরীর নিয়ে কলকাতা ছাড়লাম, সে প্রায় সাত মাস হ'ল—এখানে কিছু কিছু উপকার পাচ্ছি—কত দিন থাকা হবে জানিনে। পাটনায় যখন পরেশ বাবুর বাড়ীতে ছিলাম, যে চারজন বন্ধুকে রোজ উপাসনাদিতে পেতাম, চারজনই বিপত্নীক, রোজই উৎসবের মত হ'ত। সেখান থেকে হাজারিবাগে গেলাম, ক্ষিতীশচন্দ্রের পিতা চলে' গেলেন—তাঁদের নিয়ে দু'চার দিন উপাসনা করার সুযোগ পেলাম—শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হবার আগেই দেরাদূনে বিমলবাবুর মা'র শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আহূত হ'য়ে গেলাম। শোকার্ত্ত পরিবারের সঙ্গে দিন কতক কাটিয়ে এখানে এসে আর একটি শোকার্ত্ত পরিবার নিয়ে উপাসনা হয়। আপনার খবর এই মাত্র জামাই অনুকূলের কাছে পেলাম—দিন কতক আগে ভাইকে হারিয়ে এখন আবার ভগ্নীকে হারিয়েছেন। কাছে থেকে এই সময় উপাসনার ভেতর দিয়ে যা পেয়ে দেওয়া যায়, দূরে থেকে উপাসনারই ভেতর দিয়ে তা পেয়ে দেওয়া যায় না কি? "মহামিলন-সঙ্গীত গাইব সকলে, বসি' মা আনন্দময়ীর শ্রীচরণতলে।"

আপনাদের

"লালুবাবু"

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায়

(৪)

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির,
সিমলে,
২৯শে জুলাই, ১৯২৯

প্রাণাধিক সুধা ও দেবেন,

এ ক'দিন বিশেষ করে' তোমাদের কথা কে মনে করিয়ে দিচ্ছে? সেই **Royd Street**এর বাড়ী—সেই যে ঘরে তোমাদের সেই একমাত্র ছেলে দেহটী রেখে চলে' গেল—সে কান্নাকাটি সেই দিনে! তারপর বছরে বছরে ঐ দিনে তোমাদের কতজনের সঙ্গে মিলে সেই ঘরে বসে' যে শোকের উৎসব করেছি, তা কি ভুলে গেলে চলে? সে উৎসবে যা পেয়েছি, তা' হারালে পরলোকে যাব কি নিয়ে? সেই বাইরে বৃষ্টির জল, আর ঘরের ভেতর আমাদের চোখের জল—তা'তে কত শান্তি, কত সান্ত্বনা পাওয়া যেত। তারপর সেই খাওয়া—সে কি খাওয়া, না, "বুড়ো"কে সকলে মিলে নতুন করে' পাওয়া? এ তিন বছর এখানে থেকে সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত—কিন্তু **aeroplane** এর দিনে মনে হয়, যেখানে যেখানে এইরূপ যেতে ইচ্ছে হয়, দুদিনের জন্যে যাওয়া অসম্ভব নয়। এখানে বর্ষা না হ'লে পাহাড়ের চেহারা খোলে না—কত রকমের ফুল ফুটতে পায় না—মন্দিরের বেদী সেই সব ফুলে সাজান হয়, সেই বেদীর কাছে বসে' আমাদের প্রতিদিনের উপাসনা হয়—আজ হিমালয়ের প্রার্থনা থেকে "পুষ্পভাব" পড়া হ'ল। "আমার ফুল ফুটেছে, ফুটেছে বলে' পাগলের মত চীৎকার করি। হিমালয়ের উপর দাঁড়াইয়া বলি ভারতকে, দেখ আমার ফুলের বাহার কত।

সকলকে ফুল লইতে বলি।” তোমাদের “বুড়ো” দেহে থাকতে শুধু তোমাদের ছিল না—আরও কত জনের ছিল—এখন আবার তার চেয়ে আরও কতজনের প্রেমের শ্রদ্ধার আস্পদ হ'য়েছেন, কে জানে? নতুন বাড়ীতে উপাসনা, বোধ হয়, ছাদের উপর নতুন ঘরে হবে—ফুল দিয়ে যখন সাজাবে, তখন প্রত্যেক ফুলের ভেতর প্রেমেন্দ্রকে দেখো—সে তার ভেতর থেকে তোমাদের প্রার্থনা ক'ত্তে বলছে—“হে হৃদয়বন্ধু, আমাদের মধুময় কর; মধুময় চিন্তা, মধুময় কথা, সব মধুময় হউক। ফুলের মতন, মা, শরীর হউক, ফুলের মতন মন হউক, নিষ্পাপ নির্ম্মল হই।”

তোমাদের

নালুমামা

পুঃ—তোমরা যে বুড়োর নাম করে' এই সময় কিছু দান কর, আমার মনে হচ্ছিল, এবার যদি টাকা না দিয়ে একখানা Catholic-দের Bible কিনে এখানে পাঠিয়ে দাও, আমারও কাজে লাগে ও এখানকার মন্দিরের libraryতে তাঁর স্মৃতিরূপে থাকবে। সে বই (Doney Bible) বোধ হয় Catholic Orphan Press, 4 Portuguese Church Street ছাড়া অন্য স্থানে পাবে না।

শ্রীমতী সুধাংশুবিকাশিনী দেবী

ও

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

C/O H. D. Chatterjee Esq.
Income Tax Commissioner
Patna

১২ই নবেম্বর, ১৯২৮

আমাদের ধনী,

হিমালয়ে যে ক' মাস ছিলাম - দু বেলা বেড়াচ্ছিলাম—চা খাচ্ছিলাম—হজম হচ্ছিল—মনও খুলে গিয়েছিল—চিঠি পত্তর লেখবার সুবিধেও ছিল—কিন্তু লিখিও নি, পড়িও নি। তবে সেখানে মন্দিরে ছিলাম—ছোট বড় যে সব উৎসব হত, তার খবর যা যা ছাপানো হয়েছিল, তা ও pamphlet প্যাম্‌ফ্লেট যা ছাপানো হয়েছিল, সব তোমাকে পাঠিয়েছি। কলকাতায় গিয়ে শান্তিকুটীরে উঠেছিলাম—সেখানে পা পড়তে না পড়তে পা দুটী এমনি ফুলে উঠ্‌ল, যা খাই তাতেই অরুচি; মনে মনে হলো, এবার চির শান্তি-কুটীরে যেতে হবে, কিন্তু বেড়ানো বন্ধ করে, মুড়ি ও দই খেয়ে আস্তে আস্তে অনেকটা ভাল হয়ে উঠে, দু-মাস পরে এখানে এলাম। এখানে দুদিনেই যে উপকার বোধ হচ্ছে, পাঁচ দিন থাকলে যদি আরও উপকার হয়, হয়তো থাকা হবে।

কাল তোমার একখানি চিঠি কলকাতা থেকে re-directed হয়ে এলো—সেখানে আরও দুখানা চিঠি পেয়েছিলাম—প্রথম খানার কথা বলি, তোমার শ্বশুর মহাশয়ের দিনে তোমার নদাদার ওখানে উপাসনা আমাকে কর্ত্তে হয়েছিল—যে "পরলোকের সন্ধান" বেরোয় নি বলে তোমাকে মুখ দেখাতে পারি নি, তা সেই সময়

বেরোয়—সে দিন প্রথম হাতে পেলাম, কি আনন্দ হল। তোমার নদাদার কাছে শুন্‌লাম্‌, ২৮শে সেপ্টেম্বরে (?) তোমার জন্মদিন, চিঠি লেখা হবে কি না হবে কে জানে? **Telegram**এ প্রাণের প্রার্থনা একটু জানালাম। তারপর একদিন সন্ধ্যার সময় অন্ধকারে বাইরে বসে আছি—ডাকওয়ালা একখানা চিঠি আমার হাতে দিলে, লেখা পড়তে পারা যায় না, খাম খানা দেখে, আর কি দেখে মনে হলো—তোমার কাছ থেকে এসেছে—তাই মনে হয়েই যে আনন্দ হল, তাও কি সামলানো যায়? তার পর সে চিঠি পড়ে এক গুণ আনন্দ কত গুণ যে হল, কে বলবে?

"পরলোকের সন্ধান" পাঁচ বছর আগে বেরোলে আরও কত লোকের হাতে দিতে পারতাম—কিন্তু যখন বেরোলো, তখন থেকে দেড় মাসের ভেতর এক এক করে কত প্রিয় জন চলে গেলেন, শেষে তোমার মণিদাদাও চলে গেলেন! এই বই খানি বার করিয়ে, তোমাকে দিয়ে ব্রহ্মানন্দ-জননী কত পরিবারে শোকার্ত্তদের সান্ত্বনা দিলেন! এই বই খানি আবার যখন ছাপা হবে, প্রত্যেক **para**র ওপরে বিষয়টী লিখে দিয়ে, একটি কি দুটি সূচী করে দিলে আরও ভাল হবে।

তোমার মণিদাদা চলে গেলেন, তাঁর যাবার আগে "পর-লোকের সন্ধান" বেরিয়েছিল—একখানা তাঁর হাতে দিতে পারি নি, সে আমাদেরই দোষ। আর একখানা বই দেখে যেতে পাল্লেন না, সেও আমাদের দোষ; সেই বইখানার জন্যে আমার যে ভাবনা হয়েছে, ছাপা না হলে আমারও নিস্তার নেই, তোমাদেরও নিস্তার নেই।

১২ বছর আগে Behold the Man কাগজে একটু একটু করে বেরোচ্ছিল, তোমার ভুলদাদা পড়তে পড়তে এমনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, inadvance ২৫৲ টী টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তোমার মণিদাদাও ছাপা হলেই এক copy চেয়েছিলেন, Dr. Moti Loll Mukherjee ও তাই—এক এক করে তাঁরাও চলে গেলেন। এদিকে centinaryর হুজুগে লোকে ভেতরকার কথা সব জানতে পাচ্ছে না—এ বই খানা বেরোলে কিছু পাবে। ইংরেজদের pressএ ছাপতে দেওয়া হয়েছে—inadvance প্রায় ৬০০৲ (Rs. 600/-) টাকা চাই, ছাপা হলেই বাকি ৬০০৲ কি আরও বেশী দিতে হবে। হৈ চৈ না করে' বই খানা ছাপিয়ে, Christmasএর সময় হাজার হাজার লোক কল্‌কাতায় যাবে, তাদের হাতে দিতে পাল্লে একটা কাজ হয়। তাই ২০০৲ টাকা advance দিয়ে এসেছি, তোমরা পাঁচ বোনে মিলে যদি সমস্ত টাকা এখুনই immediately না দিতে পার, তাহলে Press এর উপর presure দেব কি করে? এখনই too late হয়েছে, এর পর আরও late হলে—কে কবে পরলোকে চলে যাবে। সেখানে গিয়ে তোমার বাবার কাছে, কি তাঁর মার কাছে মুখ দেখাবো কি করে?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(৬)

Kurseong

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

আপনার শোকের কথা কাল শুনলাম। কি লিখব, জানিনে। মা ইহসংসার থেকে চলে গেলেন, এ একটা সাধারণ ঘটনা নয়, নয় বছর আগে আমি মা হারা হই। আপনার শোকের কথা শুনলে সে সময়কার কথা মনে আসে। সংসারে সকল সম্বন্ধের আগে মা'র সঙ্গে সম্বন্ধ। কত ভাবে. কত রকমে তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবন জড়িত। হঠাৎ তিনি আমাদের ছেড়ে চলে' গেলেন, তাঁর সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তা' কি কেটে যায়? মা'র মা যিনি, তাঁকে যখন পাই, আর কাউকে হারাইনে। তাঁর ভেতর আমরা প্রত্যেকে আপন আপন মা'কে ও আর আর প্রিয়জনকে দেখে আনন্দিত হই। সেই দয়াময়ী জননী আপনাকে এই গভীর শোকের সময়ে তাঁর মুক্তিপ্রদ, শান্তিপ্রদ চরণে আশ্রয় দিয়া কৃতার্থ করুন।

আপনার শোকে শোকার্ত্ত

নালু।

সুরেশচন্দ্র বসু

(৭)

ভাগলপুর

১৭ই এপ্রিল,

প্রাণাধিকাসু,

তোমাকে কি লিখব? কাল সকালে উপাসনায় "প্রকৃতিই সামঞ্জস্য" প্রার্থনা পড়া হ'ল—তার কিছু পরে শুনলাম, যাকে

"প্রকৃতিনন্দন" বলতাম, সে দেহমুক্ত হয়েছে। শেষের ক'বছর দেহের যা অবস্থা হ'য়েছিল, আমাদের সকলের দেখে কষ্ট হ'ত, সে অবস্থা থেকে মুক্ত করে' যিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন, এখন সেই জননীর কোলে তাকে দেখতে চাই—যাতে তাই দেখতে পাই, তার জন্যে সেই জননী তোমার চেয়ে, আমার চেয়ে, আমাদের সকলের চেয়ে ব্যাকুল। তাই আজ সকালে বেড়াতে বেড়াতে কত জায়গায় তাকে দেখতে পেলাম—উপাসনায় ফুলের মতন হব, আচার্য্যদেবের প্রার্থনা ও উপদেশ পড়া হ'ল—তার ভেতর তাকে নতুন করে' পেলাম—তাই সে এক সময় একটী বন্ধু-বিয়োগ উপলক্ষে আমায় Tennysonএর যে কথা গুলি তুলে দিয়েছিল, তা Tennyson খুলে দেখলাম :—

"Thy voice is on the rolling air;
  I hear thee where the waters run;
  Thou standest in the rising sun,
And in the sitting thou art fair.

*   *   *   *   *   *

Far off thou art, but ever nigh,
  I have thee still, and I rejoice,
  I prosper, circled with thy voice,
I shall not lose thee though I die."

যে নববিধান-জননী তাকে আমার জীবনের সহায় করে' বন্ধু করে' পাঠিয়েছিলেন, তোমার স্বামী করে' পাঠিয়েছিলেন, আজ

সেই জননীর কৃপায় আমরা সকলে তাকে আরও আপনার রূপে যেন পাই।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুমতি সেহানবিশ

(৮)

ভাগলপুর

১৯শে এপ্রিল,

ভাই ধনী,

কলকাতায় গিয়ে যদি ঘন ঘন তোমার চিঠি না পাই, তা'হলে মনে হবে, নিত্য উপাসনা বুঝি নিত্য উৎসবে পরিণত হচ্চে না। তুমি কি বিনয় সেহানবিশকে জানতে? সকলে তাকে আমার ছেলে বল্‌ত—শেষা শেষি পাগল হ'য়ে যায়—এখন শুনচি সে আর দেহে নেই—রবিবারে কুষ্টিয়ায় তার শ্রাদ্ধ হবে—আমি তাই কলকাতায় শীগ্‌গির শীগ্‌গির যাচ্চি। সে যে আমার কি ছিল, তা' কি কথায় প্রকাশ করা যায়? তাকে আমি প্রকৃতি-নন্দন বলতাম—তার চোখ দিয়ে প্রকৃতিকে **(Nature)** দেখতাম—তাই বোধ হয়, যে দিন উপাসনায় "প্রকৃতিই সামঞ্জস্য" প্রার্থনাটী পড়া হয়, সেই দিনই তার দেহত্যাগের খবর এল—তোমার সেজদি তাকে জানতেন ও ভালবাসতেন।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(৯)

৮২নং হ্যারিশন রোড,
কলিকাতা,
১০ই সেপ্টেম্বর,

ভাই ধনী,

কাল তোমার একখানি চিঠি অনেক দিন পরে পেলাম, তুমি আমাকে একখানা চিঠি তার আগে দিয়েছিলে, তা পেয়েছিলাম কি না জিগ্‌গেস করেছ ; সে বোধ হয় অনেক কাল্ আগে, দু একমাসের মধ্যে তোমার কোনো চিঠি পেয়েছি বলে মনে হয় না। তবে এই ঠিকানায় তোমার মাসিকদান যা পাঠাও, তাতে তোমার হাতের লেখা দেখতে পাই। এক এক সময় সংসার অন্ধকারময় মনে হয় সত্যি। তুমি যে ওখানে বসে একটী একটী করে শোকের খবর পাচ্ছ, তাতে মন খারাপ হচ্ছে, তা আর আশ্চর্য্যি কি—জল জ্যান্ত একটী একটী আপনার লোক চলে যাচ্ছে, তা ভাবলে কি চুপ করে থাকা যায়? সেই Chaman ও মটরীর সঙ্গে লক্ষ্ণৌয়ে দেখা হল, তার কদিন পরে শুনলাম, Chaman আর নাই! কল্যাণের বিয়ে আমি দি, তারও ত মৃত্যুর কথা ভাবলে in the midst of life we are in death মনে হয়। তারপর বুড়ো, আহা! সে যে আমাদের ভারি প্রিয় ছিল, সুধা ও দেবেনের সংসার অন্ধকার হল। আমাদের কাকাবাবুর যাওয়া স্বতন্ত্র, তিনি বুড়ো হয়েছিলেন, ইদানীং রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন, কষ্ট দেখে লোকের মনে হত, আর একদিন বাঁচতে না হয়; কিন্তু তাঁর চলে যাওয়াতে একটী মস্ত শোকের উৎসব হয়ে গেল, এ রকম উৎসব এর আগে কখনও দেখিনি,

এখানে থাকলে দেখতে পেতে। আমি আর আগেকার মত চিঠি পত্তর লিখতে পারিনে, তা না হলে তোমার চিঠি পাবার আগেই তোমাকে লিখতাম। বুড়োর মৃত্যুর খবর এত পরে কেন পেয়ে জানিলে? বোধ হয়, কারুর ভুল হয়েছিল। কলিকাতা কবে আস্‌বে, মাঘোৎসব পর্য্যন্ত থাকবে ত?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন